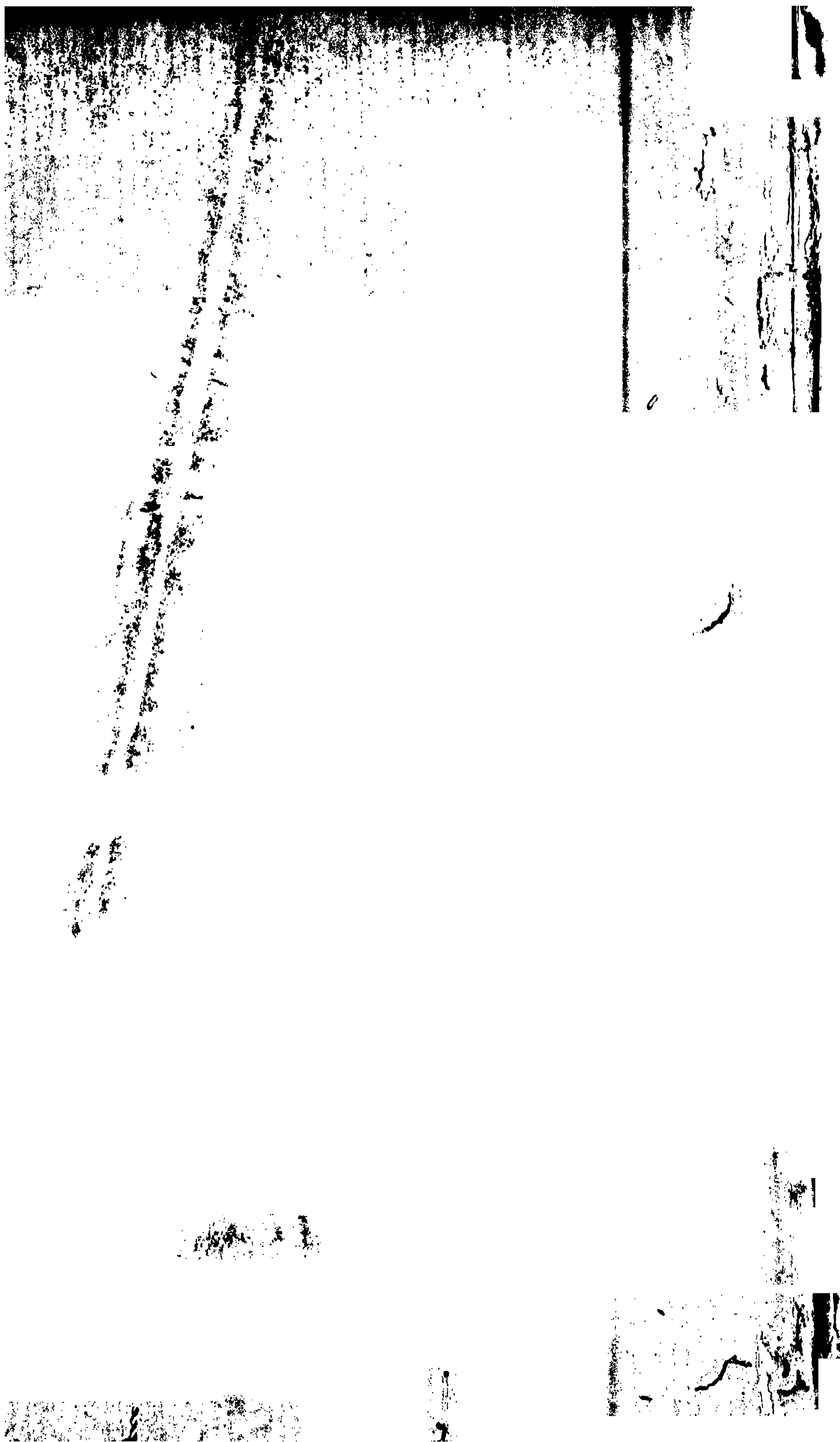
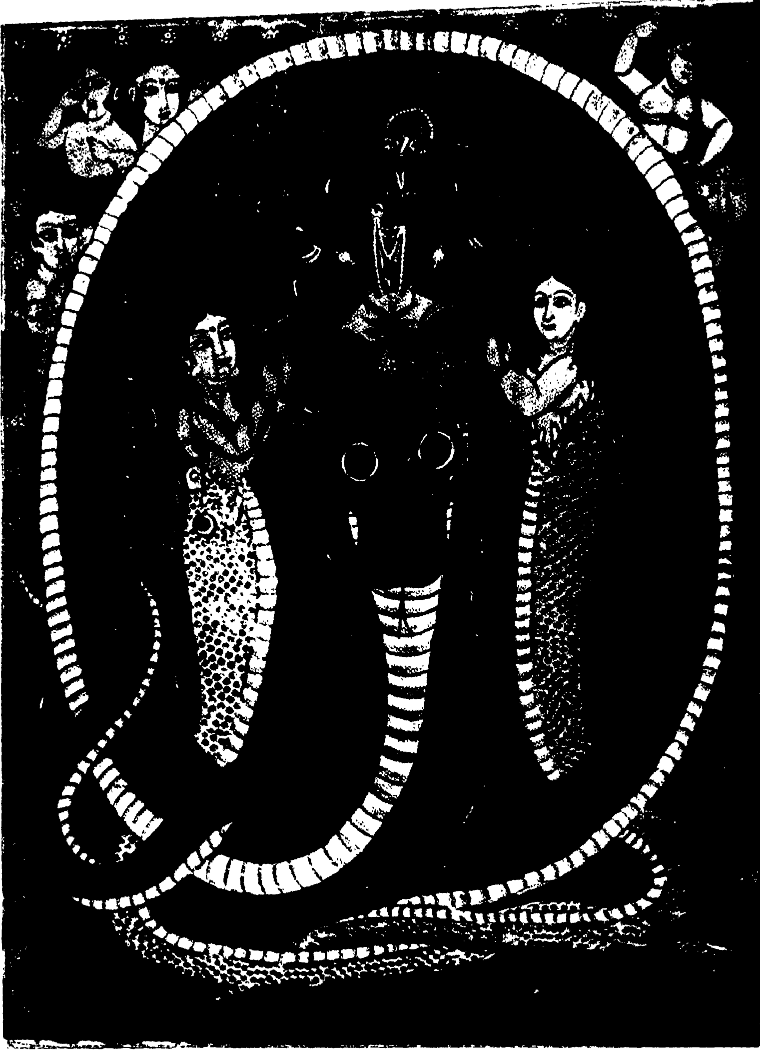


পটুয়া সঙ্গীত

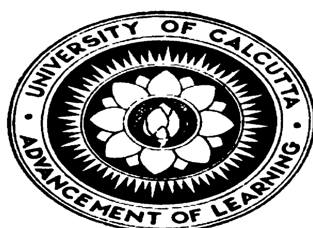


কালীয় দমন

কালীদহের ধারে ছিল একটি কদম্বের গাছ
তাতে চড়ে শ্রীকৃষ্ণ দিয়েছিলেন ঝাঁপ
কালীনাগ আর তাহার বৌরা সকলে ঘিরিল
নাগবৌ দুইটি করজোড়ে উপস্থিত হইল
নাগের মাথায় পদ দিয়ে দেখুন ঠাকুর নাচিতে লাগিল [পৃঃ ১৭]

পটুয়া সঙ্গীত

শ্রীগুরুসদয় দত্ত, আই. সি. এস.



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত
১৯৩৯

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY BHUPENDRALAL BANERJEE
AT THE CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, SENATE HOUSE, CALCUTTA.

Reg. No. 789B.—July, 1939.—B

ছাত্রজীবনে যাঁহার নিকট হইতে ব্যক্তিগতভাবে স্নেহ, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা

লাভ করিবার অমূল্য সুযোগ আমার হইয়াছিল—

যিনি ভারতের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গবেষণার পথ

দেশবাসীর কাছে উন্মুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন—

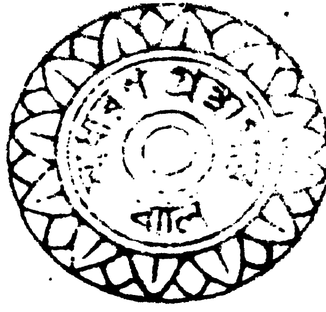
বাংলার সেই চির-গৌরব-রবি

স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে বাংলার সংস্কৃতির

পরিচারিকামূলক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

উৎসর্গ করিলাম।



বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

নিবেদন

১৯৩০ হইতে ১৯৩৩ অব্দ পর্য্যন্ত আমি বীরভূমের কালেক্টর ছিলাম; তখন সেই জেলার পটুয়াদের নিকট হইতে বর্ত্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত পটগীতিগুলি সংগ্রহ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল।

প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক পরলোকগত শিবরতন মিত্র মহাশয় এই গীতিকাগুলির মধ্যে ঐ জেলার গ্রাম্যভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলির ব্যাখ্যা-মূলক টীকা-প্রণয়নে এবং বৈষ্ণব-সাহিত্যের সহিত তুলনামূলক আলোচনার কার্য্যে আমাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ও কথাসাহিত্যিক অনুজপ্রতিম শ্রীযুক্ত মনোজ বসু এই পুস্তকের সম্পাদনে অজস্র সহায়তা এবং মুদ্রণকার্য্যে ও প্রুফসংশোধনে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। চিত্রশিল্পী শ্রীমান্ সুধাংশুকুমার রায়ের নিকট হইতে আমি এই পুস্তক-প্রকাশে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। ইঁহাদের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

বঙ্গমাতার কৃতী সন্তান ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সাগ্রহে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে এই পুস্তক-প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

১২ লাউডন ষ্ট্রীট
কলিকাতা
২৫এ বৈশাখ ১৩৪৬

শ্রীগুরুসদয় দত্ত

পরিচায়িকা

পট ও পটুয়া

সংস্কৃত ভাষায় 'পট্ট' বা 'পট' বলিতে মূলতঃ কাপড় বুঝায়। প্রাচীন ভারতে কাপড়ের উপর চিত্র লিখিবার রীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। যে কাপড়ের উপর চিত্র লিখিত হইত, পট বলিতে বিশেষ করিয়া সেই কাপড়টিকেই বুঝাইত। কালক্রমে পটের শেষোক্ত অর্থ অধিকতর প্রচলিত হইল। এই জন্য 'পটকার' বা 'পট্টীকার' বলিতে চিত্রকর সমাজকে বুঝাইতে লাগিল।* 'পট' শব্দের উত্তর সম্বন্ধ-বাচক 'উয়া' প্রত্যয়যোগে 'পটুয়া' শব্দের উৎপত্তি। সাধুভাষা বা পুরাতন বাংলার শব্দ 'পটুয়া'র আধুনিক প্রাদেশিক রূপভেদ পউট্যা, পউটা, প'টো (পোটো)। 'পটুয়া'রা নিজেদের 'চিত্রকর' জাতি বলিয়া উল্লেখ করে।

বাংলা দেশে 'পটুয়া' জাতি ছাড়াও অপর কোন কোন জাতির লোক চিত্র লিখিয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আচার্য্য-ব্রাহ্মণ ও কুম্ভকার সমাজের নাম করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহারা জাতিতে চিত্রকর সংজ্ঞার অন্তর্গত নয়। ইহাদের বিষয় বর্ত্তমানে আমাদের আলোচ্য নয়।

এখন কাপড়ের উপর চিত্র লিখিবার রীতি প্রায় লোপ পাইয়াছে। কাগজের উপরেই সাধারণতঃ চিত্র লিখিত হয়; কিন্তু 'পট' নামটি রহিয়া গিয়াছে। কাপড়ের উপর অঙ্কিত প্রাচীন চিত্র এখনও দুই-চারিটি পাওয়া যায়; আমার সংগ্রহেও উহা রহিয়াছে।

বহুচিত্র দীর্ঘপট ও পটুয়া সঙ্গীত

বাংলা দেশের পটগুলিকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (১) একচিত্র-সম্বলিত ছোট ছোট 'চৌকা' পট,

* পটকার বা পট্টীকার বলিতে তন্তুবায়ও বুঝাইত; কিন্তু ঐ অর্থ এখন অপ্রচলিত।

(২) পর-পর অঙ্কিত বহুচিত্র-সম্বলিত 'দীঘলপট' বা 'জড়ানোপট'। এই বহুচিত্র দীর্ঘপটগুলি অবলম্বন করিয়াই পটুয়াগণ গীতিকাব্য রচনা করে এবং সুর-সহযোগে তাহা আবৃত্তি করে। বীরভূম, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের পটুয়াগণ ৮।১০ হাত হইতে ২০।২৫ হাত দীর্ঘ কাগজের উপর এই শ্রেণীর বহুচিত্র দীর্ঘপট প্রস্তুত করিয়া উহার উপর এক-একটি কাহিনীর বিবৃতিসূচক পর-পর অনেকগুলি চিত্র অঙ্কিত করে এবং বাংলার নানা জেলায় ঘুরিয়া ছবি দেখাইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ কাহিনীগুলি সুর-সহযোগে আবৃত্তি করিয়া থাকে। প্রত্যেক দীর্ঘপটের দুই প্রান্তে দুইটি বাঁশের দণ্ড লাগান হয়; শেষ প্রান্তের দণ্ড হইতে জড়াইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত পটটি গুটাইয়া রাখা হয়। সুতরাং দীর্ঘপটের প্রথম চিত্রের উপরিভাগে সংলগ্ন দণ্ডটি বাহিরে থাকে। পট দেখাইবার সময় জড়ানো পটটি একটি বাঁশের ছোট চারপায়ার উপর রাখা হয়; প্রদর্শক পটুয়া বাঁ হাতে উপরিভাগের দণ্ডটি তুলিয়া সর্ব্বপ্রথমে প্রথম চিত্রটি খুলিয়া দেখায় ও ডান হাতে চিত্রে অঙ্কিত বিষয়গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহার কাহিনী সুর-সহযোগে াবৃত করে। তারপর উপরের দণ্ডটি ঘুরাইয়া প্রদর্শিত প্রথম চিত্রটি তাহার উপর জড়াইয়া দ্বিতীয় চিত্রটি উন্মোচন করে এবং তাহার কাহিনী এইরূপভাবে বিবৃত করে। এই প্রকারে দীর্ঘপটে অঙ্কিত সমস্ত চিত্রগুলি প্রদর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বিষয়-বস্তুগুলি গীতিকাব্যে বিবৃত করা হয়। এই শ্রেণীর কয়েকটি গীতিকাব্য বর্ত্তমান গ্রন্থে পটুয়া সঙ্গীত আখ্যায় প্রকাশিত হইল।

পটুয়া-শিল্প ও পটুয়া-সঙ্গীতের অনুসন্ধান ও প্ররক্ষণ-ব্যবস্থা

বাংলা দেশে আজকাল পটুয়া-শিল্পের প্রতি যে অনুরাগ প্রকাশ পাইতেছে উহা বাংলার গণ-সঙ্গীত, গণ-নৃত্য ও গণ-শিল্পের প্রতি নব অনুরাগের ইতিহাসেরই একটি অঙ্গস্বরূপ। এই নব অনুরাগ-সৃষ্টির ইতিহাস-সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

১৯২৯ অব্দের নভেম্বর মাসে আমি যখন মৈমনসিংহ জেলার কালেক্টর ছিলাম, তখন সেখানে সেই জেলার হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত বাউলসঙ্গীত ও বাউলনৃত্য এবং মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত জারি-সঙ্গীত ও জারিনৃত্য ইত্যাদি মূল্যবান্ গণ-সংস্কৃতির প্ররক্ষণ ও পুনঃ-প্রচলনের উদ্দেশ্যে একটি 'গণ-গীতি ও গণ-নৃত্য সমিতি'র প্রতিষ্ঠা করি। ১৯৩০ অব্দে আমি বীরভূম জেলায় বদ্‌লি হই; এবং সেখানে রায়বেঁশে নৃত্য, কাঠিনৃত্য ও গীত, ঝুমুর নৃত্য ও গীত প্রভৃতি মূল্যবান্ পল্লী-সংস্কৃতির এবং তৎসহ পল্লীর অন্যান্য গণ-শিল্পের, যথা—প্রাচীর-চিত্রের, এবং কাষ্ঠ-ভাস্কর্য্যের পুনরাবিষ্কার করি। লোক-সমক্ষে সেগুলির মূল্য যথাযথভাবে বুঝাইবার জন্য এবং পল্লী-সংস্কৃতির সম্বন্ধে আরও গভীরভাবে গবেষণা করিবার জন্য আমি ১৯৩১ অব্দের জানুয়ারী মাসে 'বঙ্গীয় পল্লী-সম্পদ্-রক্ষা সমিতি'র প্রতিষ্ঠা করি।

এই গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া ১৯৩১ অব্দে বীরভূমের নানাগ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই জেলার পল্লী-সংস্কৃতির অন্যান্য নিদর্শনের সহিত পটুয়া ও পটুয়া সঙ্গীতের সঙ্গে আমার পরিচয় লাভ হয়। পশ্চিম বাংলার রাঢ়প্রদেশের পটুয়াদের অঙ্কিত রঙ্গিন বহুচিত্র দীর্ঘপটের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে বর্ত্তমান বাংলার দুই-একজন শিল্পী ও শিল্প-রসিক তখনও অবগত ছিলেন বটে, কিন্তু ইহাদের চিত্র-শিল্পের প্রকৃত মূল্যের সম্বন্ধে খুব কম লোকেরই তখন ধারণা ছিল; এবং এই চিত্র-শিল্পের ব্যাপক প্রসারের সম্বন্ধেও শিক্ষিত-সমাজের অতি অল্প লোকই অবগত ছিলেন। বিশেষ করিয়া এই পটুয়াগণ পট-চিত্র-অঙ্কন ছাড়াও যে কাব্য রচনা করিয়া সেগুলি গাহিয়া চিত্র প্রদর্শন করিয়া থাকে, এবং সেই কাব্য-গুলির যে সাহিত্য-হিসাবে সবিশেষ মূল্য আছে তৎসম্বন্ধে আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজ তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

১৯৩২ অব্দের মার্চ্চ মাসে কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট (Indian Society of Oriental Art)-এর আনুকূল্যে সেই সমিতির ভবনে আমি একটি গণ-শিল্প-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করি। ভারতের শিল্প-ইতিহাসে ইহাই প্রথম গণ-শিল্প-

প্রদর্শনীর বিধিবদ্ধ অনুষ্ঠান। এই প্রদর্শনীতে বাংলার নিজস্ব আলপনা-শিল্প, কাঁথা-শিল্প, মৃৎশিল্প ও কাষ্ঠভাস্কর্য্য-শিল্প প্রভৃতি নানা পল্লী-শিল্পের সঙ্গে যে কেবল পটুয়াদের অঙ্কিত বহুসংখ্যক রঙ্গিন বহুচিত্র দীর্ঘপট প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা নহে; পটুয়া সঙ্গীতও যে একটি শ্রেষ্ঠ ও সরস শিল্প তাহা প্রতিপন্ন ও ঘোষণা করিবার জন্য আমি বীরভূমের তিন-চারি জন পটুয়াকে প্রদর্শনীর উদ্বোধন-উৎসবে উপস্থিত করিয়া তাহাদের দ্বারা তাহাদের অঙ্কিত বহুচিত্র দীর্ঘপট গীতি-কাব্যের সুর-সহযোগে গানের সঙ্গে প্রদর্শন করাই। ডক্টর শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবাসী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষিগণ পটুয়া-চিত্রের এই অপূর্ব্ব প্রদর্শনী-দর্শনে ও পটুয়া সঙ্গীত-শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া জাতীয় রসশিল্প-হিসাবে ইহাদের উচ্চ স্থান পাইবার দাবী স্বীকার করেন।

প্রদর্শনীর পূর্ব্বে গ্রামে গ্রামে ব্যক্তিগতভাবে অনুসন্ধান ও তৎসম্পর্কিত গবেষণার ফলে পশ্চিম বাংলার পটুয়াদের ইতিহাস ও বর্ত্তমান অবস্থা-সম্বন্ধে এবং তাহাদের অঙ্কিত চিত্র-শিল্প ও তাহাদের দ্বারা রচিত গীতি-কাব্যের শিল্প-হিসাবে মূল্য-সম্বন্ধে আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম, তাহা আমি একটি কবিতার আকারে লিপিবদ্ধ করি এবং ইংরাজীতে তাহার পদ্যানুবাদ করি। এই বাংলা ও ইংরাজী উভয় কবিতাই উল্লিখিত লোক-শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধন-সভায় পঠিত হয়।

পটুয়া-শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা

বাংলার পল্লীচিত্র-শিল্পের মধ্যে গ্রাম্য পটুয়াদের অঙ্কিত বহুচিত্র দীর্ঘপটগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও উচ্চাঙ্গের রস-শিল্প। বাংলার সামাজিক ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় রীতি-নীতির পরিবর্ত্তনে এবং বর্ত্তমান শিক্ষার ফলে ইহা এখন বিলুপ্তপ্রায়। কিন্তু এই বিলুপ্তপ্রায় অবস্থাতেও ইহা যে এখনও বাংলার জাতীয় জীবনের একটি শ্রেষ্ঠতম গৌরবময় সম্পদ্ তাহা নিঃসন্দেহভাবে বলা যাইতে পারে।

বর্ত্তমানকালে বাংলাদেশে কলিকাতার কালীঘাট অঞ্চলের পটুয়াদের অঙ্কিত চিত্রকলা সাধারণের কাছে পরিচিত। কালীঘাটের পটুয়াগণ শহুরে ও বিজাতীয় আবহাওয়ায় পড়িয়া তাহাদের প্রাচীন, বিশুদ্ধ ও সুন্দর পটাঙ্কন-কৌশল প্রায় হারাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু পশ্চিম-বাংলার সুদূর পল্লীতে-পল্লীতে দীন-দরিদ্র গ্রাম্য পটুয়া-শ্রেণীর মধ্যে এখনও সেই প্রাচীন ধারা ন্যূনাধিকভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের অঙ্কিত পটের যে কয়েকটি নিদর্শন সংগ্রহ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে, তাহাতে বাংলার এই পল্লীবাসী পটুয়া-শ্রেণীর চিত্র-শিল্পে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহারা এই সকল পট বাড়ি বাড়ি দেখাইয়া এবং তৎসঙ্গে রামলীলা-পটের, কৃষ্ণলীলা-পটের, শক্তি-পটের ও যম-পটের কাহিনী স্বরচিত গীতি-কবিতায় সহজ ও সরলভাবে বিবৃত করিয়া এবং সুললিত সুরে তাহা গাহিয়া গাহিয়া বিস্তর রোজগার করিয়া বেড়াইত। সম্প্রতি আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার ও শহুরে শিক্ষার প্রভাব-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার চাহিদা এবং গুণগ্রাহিতা বাংলার গ্রাম হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনুপম শিল্পকলা-নিপুণ এই গ্রাম্য পটুয়াদের অন্ন-সংস্থান হওয়া দায় হইয়া পড়িয়াছে। চাহিদার অভাবে বাধ্য হইয়া ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোককেই পট-আঁকা ও পট-দেখান ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া জন-মজুরের বৃত্তি গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ইহা ছাড়া, হিন্দুধর্ম্মের মূলনীতিগুলিতে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন এই সুনিপুণ চিত্রকরগণ এখনও হিন্দুদের পূজার জন্য দেব-দেবীর ছবি আঁকা ও মাটির প্রতিমা গড়িবার কাজে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও ভারত-ইতিহাসের ও বাংলার ইতিহাসের প্রহেলিকাময় আবর্ত্তনে হিন্দুসমাজের গণ্ডী হইতে বিতাড়িত হইয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে; এবং এই দুই ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের গণ্ডীর বাহিরে অনশনে ও অর্দ্ধাশনে অতি দুর্ভাগ্য দীন জীবন যাপন করিতেছে।

সামাজিক নিদারুণ নিপীড়ন সত্ত্বেও ইহারা পুরুষানুক্রমে যে

চিত্রকলা-সম্পদ্ সযত্নে চর্চ্চা ও বহন করিয়া আনিয়া বর্ত্তমান বাংলাকে দান করিয়াছে, তাহা অমূল্য ও অতুলনীয়; এবং জগতের চিত্র-শিল্পের আসরে ইহা যে একটি শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিবে তাহা নিঃসন্দেহ। ইহাদের চিত্র-শিল্প-পদ্ধতি প্রাচীন ভারতের প্রাগ্-বৌদ্ধযুগের আদিম চিত্রকলা-পদ্ধতির অবিরল প্রবাহিত, অভ্রষ্ট ও অবিচ্ছিন্ন পরম্পরাগত রূপ-ধারা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সেই অতি-প্রাচীন প্রাগ্-বৌদ্ধযুগের চিত্র-শিল্প তাহার আদিম পদ্ধতির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু বাংলার প্রতিভা যে সেই অসাধ্য-সাধনে সফল হইয়াছে, বাংলার দীন-দুঃখী পটুয়াগণের চিত্র-কলা তাহার জীবন্ত প্রমাণ।

ইহাদের বর্ত্তমান অতি শোচনীয় আর্থিক ও সামাজিক দুর্গতির মধ্যেও ইহারা উৎসাহ ও সুযোগ পাইলে এখনও বাংলার প্রাচীন নিজস্ব জাতীয় ধারা-অনুযায়ী রেখা ও বর্ণের অনুপম বলিষ্ঠতা, রসবত্তা ও সৌষ্ঠব-সম্পন্ন চিত্র অঙ্কিত করিতে পারে। আমার প্রণীত "চিত্রলেখা" পুস্তিকায়, "বঙ্গলক্ষ্মী" [কার্ত্তিক, ১৩৩৯ ; জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০] পত্রিকায় এবং এই পুস্তকের ৬৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বর্ত্তমান পটুয়াগণের অঙ্কিত চিত্রগুলিতে ইহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

পটুয়ার প্রাচীন ইতিহাস

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই মানুষ চিত্র লিখিয়া * আসিতেছে। ভারতবর্ষেও চিত্র-লিখন ও চিত্র-প্রদর্শন রীতি অতি প্রাচীন। প্রাচীন গ্রন্থসমূহে এই বিষয়ের প্রচুর উল্লেখ আছে।

* 'চিত্রলেখা' শব্দটি বহু প্রাচীন। প্রাচীন ভারতে 'চিত্র' শব্দে অঙ্কিত ছবি ও ক্ষোদিত বা উৎকীর্ণ ভাস্কর্য্য-শিল্প উভয়ই বুঝাইত। তখন তুলি দিয়া অঙ্কিত ছবিকে 'লেপ্য' চিত্র ও উৎকীর্ণ চিত্র হইতে বিশ্লিষ্ট করিবার জন্য 'লেখ্য' চিত্র, এবং ছবি অঙ্কন করাকে 'চিত্রলেখন' বলা হইত। বর্ত্তমানে পটুয়াগণ 'চিত্রলেখা' কথাটির উপরি-উক্ত ব্যুৎপত্তি-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও 'পট আঁকা' না বলিয়া 'পট লেখা' বলিয়া থাকে। এই 'লেখা' কথাটি হইতেই তাহাদের সঙ্গে প্রাচীন চিত্রলেখকদের সংযোগ সহজেই অনুমান করা যায়। আমরা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তাই চিত্রাঙ্কন না বলিয়া 'চিত্রলিখন' ব্যবহার করিয়াছি।

বাণভট্টের হর্ষচরিত সপ্তম শতাব্দীর প্রথমপাদে রচিত হয়। সেখানে যমপট-ব্যবসায়ীর কথা লিখিত হইয়াছে—

রাজা প্রভাকরবর্দ্ধনের পীড়ার কথা শুনিয়া হর্ষবর্দ্ধন শিকার হইতে ফিরিয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিয়াছেন। হর্ষবর্দ্ধন নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—দোকানের পথে অনেকগুলি কৌতূহলী বালকদ্বারা পরিবৃত একজন যমপট্টিক বা যমপট-ব্যবসায়ী পট দেখাইতেছে। লম্বা লাঠিতে ঝুলানো পট বাঁ হাতে ধরিয়াছে, ডান হাতে একটা শরকাঠি দিয়া চিত্র দেখাইতেছে। ভীষণ মহিষারূঢ় প্রেতনাথ প্রধান মূর্ত্তি। আরো অনেক মূর্ত্তি আছে। যমপট্টিক গাহিতেছে—

মাতাপিতৃসহস্রাণি পুত্রদারশতানি চ।
যুগে যুগে ব্যতীতানি কস্য তে কস্য বা ভবান্ ॥...

বিশাখাদত্ত-প্রণীত সুবিখ্যাত মুদ্রারাক্ষস নাটক অষ্টম শতাব্দীতে রচিত বলিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন। তাহাতেও যম-পটের উল্লেখ রহিয়াছে; যথা—

[নানাস্থান হইতে গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া পাটলীপুত্রে ফিরিয়া চাণক্যের গৃহে প্রবেশ-মুখে]

চর—পণমহ জমস্স চলনে কিং কজ্জং দেবএহিং অণ্ণেহিং।
এসো কৃখু অণ্ণভত্তাণং হরই জীঅং চডপডন্তং ॥
অপি চ পুরিসস্স জীবিদব্বং বিসমাদো হোই ভত্তিগহিআদো।
মারেই সব্বলোঅং জো তেণ জমেন জীআমো ॥

জাব, এদং গেহং পবিসিঅ জমপডং দংসঅন্তো পবিসিঅ গীআইং গাআমি।

এতদ্ভিন্ন কালিদাসের (পঞ্চম শতাব্দী?) অভিজ্ঞান-শকুন্তলা এবং মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকদ্বয়ে, ভবভূতির (অষ্টম শতাব্দী) উত্তর-রামচরিত নাটকে চিত্র-লিখন ও চিত্র-দর্শনের বিশেষরূপ উল্লেখ আছে। মধ্যযুগে পরাশরস্মৃতি, রূপগোস্বামীর বিদগ্ধ-মাধব নাটক এবং গোপালভট্টের হরিভক্তি-বিলাস গ্রন্থ হইতেও প্রাচীন সমাজে চিত্রানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

হর্ষচরিত ও মুদ্রারাক্ষসে যে যমপট্টিক অর্থাৎ যমপট্ট-ব্যবসায়ীর উল্লেখ আছে, তাঁহারা সুদীর্ঘ পটের উপর ধর্ম্মরাজ যমের মূর্ত্তি এবং যমালয়ের নানা ভয়ঙ্কর দৃশ্য লিখিয়া গীতি-সহযোগে গৃহস্থ-বাড়ীতে সেই পট দেখাইতেন। যমালয়ে পাপী যে নিদারুণ শাস্তি ভোগ করে, চক্ষের সম্মুখে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া মানুষকে পাপ ও অন্যায় হইতে বিরত করিবার উদ্দেশ্যে এই পটগুলি গীতি-সহযোগে প্রদর্শিত হইত। বাংলার পটুয়ারা অদ্যাপি এইরূপ যম-পট দেখাইয়া থাকে। এমন কি তাহাদের দেখাইবার প্রণালীও হর্ষচরিতে উল্লিখিত প্রণালীর অনুরূপ। গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে পটুয়াদের পট দেখাইবার একটি ভঙ্গির ফোটোগ্রাফ ছাপা হইল। ইতিপূর্ব্বে আমার যে গণ-শিল্প-প্রদর্শনীর উল্লেখ করিয়াছি, সেই সময়ে সুদূর পল্লী হইতে আগত একজন পটুয়া কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে গান গাহিয়া পট দেখাইয়াছিল, ফোটোগ্রাফটি সেই সময়ের। হর্ষচরিতের বর্ণনার সহিত লোকটির পট দেখাইবার ভঙ্গি হুবহু মিলিয়া যাইতেছে। হর্ষচরিতের আমলে পটের সঙ্গে গান গাহিবার রীতি ছিল, এখনও আছে। এখন রাম অবতার, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি পটের শেষভাগে যম-পটের স্থান; কাজেই মূল-পালার শেষ অংশেই যমপটের গান থাকে। গ্রন্থের মধ্যে পাঠকেরা যমপট-সম্পর্কিত গান প্রচুর পরিমাণে পাইবেন।

অতএব সন্দেহ নাই, এই চিত্রকর জাতি সুপ্রাচীন। প্রাচীন কাল হইতে ইহারা চিত্র লিখিয়া লোকের মনোরঞ্জন এবং তাহাদের মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিয়া আসিতেছে।

ছবিলাল চিত্রকরের বাস বীরভূমের পানুড়িয়া গ্রামে। তখন তাহার বয়স্ ষাট বৎসর। তাহাকে প্রশ্ন করা হইল, কি করিয়া তাহাদের জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। পটুয়াজাতির উৎপত্তি-সম্পর্কে যে কিংবদন্তী পুরুষপরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে, নিরক্ষর বৃদ্ধ পটুয়া তাহা বলিতে লাগিল। তাহারই ভাষায় উহা অবিকল লিপিবদ্ধ করিয়া লওয়া হইয়াছে—

আমরা বিশ্বকর্ম্মার পুত্র বটি, আমরা বাঙ্গালীর ছেলে; কর্ম্মদোষে ছোট হ'য়ে পড়েছি।

আমাদের একটি পূর্ব্বপুরুষ মহাদেবের বিনা হুকুমে তাঁর ছবি এঁকে ফেলেছিল, তাতে তাঁর ভয় হ'ল যে মহাদেব হয়ত রাগ কর্‌বেন। তখন মহাদেব সে দিকে আসছিলেন। পাছে মহাদেব জানতে পারেন যে সেই ছবি সে-ই এ কেছে, সে জন্যে সে তাড়াতাড়ি ছবি আঁকার তুলিটি মুখের ভিতর পুরে লুকিয়ে দেয়। তাতে তূলিটি সকড়ি হ'য়ে গেল।

তখন মহাদেব বললেন, তূলিটি সকড়ি কেন করলে ?

সে বল্‌লে, ভয়ে।

মহাদেব বললেন, সে তূলিটা দূরে ফেলে না দিয়ে মুখে দিয়ে সকড়ি করে অন্যায় করেছে। তাই তিনি রাগ করে বললেন, তোরা এর জন্যে পতিত হ'লি। যা, তোরা ছোট হয়ে সমাজে থাক গে।

তারপর সব জ্ঞাতিরা কাঁদতে কাঁদতে এসে মহাদেবকে বললে—আমরা খাব কি ক'রে ? তখন মহাদেব বললেন—তোরা হিন্দুও হ'বি না, মুসলমানও হ'বি না। তোরা মুসলমানের রীত কর্‌বি আর হিন্দুর কর্ম্ম কর্‌বি অর্থাৎ ছবি আঁকবি ও পড়বি।

সেই থেকে আমরা মুসলমানদের মত নামাজ করি আর হিন্দুর মত দেব-দেবতার ছবি আঁকি ও সেই সব গান করি। আর আমাদের নামগুলি সব হিন্দুর মত—যেমন ভক্তি, হরেন্দ্র, নোঙ্গর, পঞ্চানন, সতীশচন্দ্র, গরীব, সমস্ত।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের (একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দী) দশম অধ্যায়ে চিত্রকর জাতির উৎপত্তির একটি কাহিনী পাওয়া যায়। তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত অশিক্ষিত পটুয়া-কথিত কিংবদন্তীর অনেক মিল আছে। ব্রাহ্মণবেশী ভগবান্ বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে গোপকন্যাবেশী অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে চিত্রকর জাতির আদিপুরুষ জন্মলাভ করেন। বিশ্বকর্ম্মা ও ঘৃতাচীর পুত্র জন্মিয়াছিল নয় জন:—তাঁহাদের নাম মালাকার (মালাকর), কর্ম্মকার, শঙ্খকার, কুন্দিবক (তন্তুবায়), কুম্ভকার, কাংস্যকার, সূত্রধার, চিত্রকার (চিত্রকর), ও স্বর্ণকার। এই হিসাবে পটুয়ারা হিন্দুসমাজের অপর শিল্পি-শ্রেণীর সগোত্র, তাহাদেরই মত সম্মানার্হ।

চিত্রকরেরা কি কারণে এই সম্মান হারাইয়া সমাজে হীন বলিয়া পরিগণিত হইল, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে তাহারও উল্লেখ আছে। ইহারা ব্রাহ্মণ-নির্দ্দিষ্ট চিত্র-পদ্ধতির ব্যতিক্রম করিয়াছিল, তাই ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন; তখন হইতে ইহারা সমাজে পতিত হইল। কিংবদন্তীতেও অভিশাপের কাহিনী পাইতেছি। মহাদেবই হউন, আর ব্রাহ্মণই হউন—পুরাণ ও লোক-প্রবাদ উভয়ই স্বীকার করিতেছে, চিত্রলিখন কর্ম্মে তাহারা শাস্ত্রীয় রীতির বিরুদ্ধ পথ অবলম্বন করিয়াছিল বলিয়া সমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। পরশুরামের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটিও এই অনুমানের পোষকতা করিতেছে বলিয়া বোধ হয়—

ব্যতিক্রমেণ চিত্রাণাং সন্তশ্চিত্রকরস্তথা।
পতিতো ব্রহ্মশাপেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ কোপতঃ॥

[চিত্রকর চিত্রসকলের ব্যতিক্রম করায় ব্রাহ্মণগণ-দ্বারা ক্রোধে শাপগ্রস্ত হইয়া সদ্যঃ পতিত হইয়াছে।]

পটুয়ার জাতিভ্রষ্টতা-সম্পর্কে একটি অনুমান

বাংলার গণজাতির হিন্দুধর্ম্মের রূপ চিরকালই শাস্ত্রীয় ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের রূপ হইতে পৃথক্ হইয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালীর স্বভাবতঃ অদম্য স্বাধীন আত্মা ধর্ম্মাচরণ-ক্ষেত্রে ও দেবমূর্ত্তি-পরিকল্পনায় শাস্ত্রীয় বিধি-বিধানের খুঁটিনাটি দাসের মত মানিয়া লইতে পারে নাই; পরন্তু তাহার আত্মার নিজস্ব ভাব ও রসপ্রেরণা-প্রসূত রূপে সে দেবদেবীর কল্পনা করিয়াছে। তাই বাংলার গণজাতীয় রাধাকৃষ্ণ-রূপকল্পনা পুরাণের পরিকল্পনা হইতে পৃথক্। তাহার রাম-লক্ষ্মণ-সীতার পরিকল্পনা বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসের রামায়ণের পরিকল্পনা হইতে পৃথক্, এবং তাহার শিবদুর্গার পরিকল্পনা শাস্ত্রীয় ও পৌরাণিক শিবদুর্গার পরিকল্পনা হইতে পৃথক্।

গণজাতির প্রয়োজনের আহ্বানে ও স্বকীয় আত্মার অনুপ্রেরণায় ফলে বাংলার জাতীয় শিল্পী পটুয়াগণ তাহাদের গীতিকায়, চিত্রে ও মৃন্ময়ী প্রতিমা-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় বিধি-বিধানের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন

করিয়া বাংলার নিজস্ব ভাব ও রসের ব্যঞ্জনাময় রূপ-কল্পনা করিতে সাহস প্রদর্শন করিয়া ব্রাহ্মণসমাজের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়াছিল বলিয়াই যে তাহারা সমাজ হইতে ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক পাতিত হইয়াছিল এইরূপ মনে হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক ও সমাজ-কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হইয়াও এই জাতীয় ভক্ত সাধক শিল্পিগণ জাতীয় ভাবধারা ও রূপধারাকে যে বর্জ্জন করে নাই, ইহা বাংলার গণজাতীয় আত্মার দুর্দ্দমনীয় স্বাধীনতা-প্রিয়তারই প্রকৃষ্ট পরিচয়।

বাংলার জীবন ও সাহিত্যে পটগীতির স্থান

বাংলার জীবনে ও বাংলা সাহিত্যে পটগীতির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বাংলার অধ্যাত্মজীবনে সর্ব্বাপেক্ষা গভীর স্তরের ভাবধারা ও রসধারা এই পট-গীতিতে রূপায়ন লাভ করিয়াছে—সহজ অনাড়ম্বর ভাষায় ও ছন্দে। ইহা কোন অভিজাত-সমাজের ভাববিলাসব্যঞ্জক সাহিত্য নয়—জাতির সাধারণ জনগণের প্রাণ যে অনাবিল ও বিলাস-কলুষহীন ভাবধারার ও কল্পনাধারার জীবন্ত প্রবাহে ভরপুর ছিল তাহার এবং বাঙ্গালী হিন্দুর গভীর অন্তশ্চরিত্রের ও ধর্ম্মবিশ্বাসের রসপূর্ণ অথচ সহজ স্বাভাবিক ও সরলতামাখা রূপায়ন।

বৌদ্ধ-পরবর্ত্তী যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাংলার আত্ম-সংস্কৃতির ও সভ্যতার মুল-উৎসের সন্ধান এই পটগীতি বা পটুয়া সঙ্গীতগুলিতে যেরূপ সহজ, সরল, সুস্পষ্ট ও অনাড়ম্বরভাবে পাওয়া যায়, সেরূপ আর কোথাও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

পটুয়া, পটচিত্র ও পটগীতির অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ

অদ্যাবধি আমাদের দেশের শিল্পী ও কলারসিকগণ পটুয়াদিগের অঙ্কিত চিত্রের কেবলমাত্র চিত্র-হিসাবে মুল্য নির্দ্দেশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু এইরূপ প্রয়াস যে ভ্রমাত্মক তাহা এই চিত্র-শিল্পের প্রকৃতির সম্বন্ধে সম্যক্ অনুধাবন করিলেই প্রতিপন্ন হইবে।

আজকাল শিল্পী বলিতে আমরা যাহা বুঝি, পশ্চিম-বাংলার পটুয়াগণ সেই শ্রেণীর শিল্পী নহে। ইহারা স্বকপোলকল্পিত অথবা

আত্ম-খেয়াল-প্রসূত কোন বিষয়ের চিত্র লিখনের চেষ্টা করে নাই। জাতির গভীর অধ্যাত্ম-জীবনে যে ভাব-নদীর ধারা অবিরত প্রবাহিত হইত, ইহারা সেই ভাব-ধারায় আপন আত্মাকে ওতপ্রোতভাবে পরিপ্লুত করিয়া একান্তভাবে তাহারই ভক্তসাধক হইয়া সেই ভাব-ধারা-সঞ্জাত রসাবলীর সহজ রূপ সৃষ্টি করিয়াছে—চিত্রে, কাব্যে ও সুরে। সুতরাং একাধারে ইহারা ভক্ত-সাধক, কবি, গায়ক ও চিত্র-শিল্পী—অর্থাৎ একদেশদর্শী শিল্পী নহে; আত্মার সুগভীর ভাবরসের ও ভক্তির, চিত্র-শিল্পের, কাব্যের ও সুরের স্রষ্টা ও সাধকরূপ পূর্ণাঙ্গ শিল্পী। জাতির অন্তরাত্মার গভীর ভাবরসের ও ভক্তির সরল ও একান্ত সাধনা ব্যতীত ইহারা এই পূর্ণাঙ্গ শিল্প রচনা করিতে কদাপি সমর্থ হইত না।

ইহাদের রচিত গীতিকাব্যগুলি বাংলার হিন্দুজাতির গণ-সমাজের অধ্যাত্ম-জীবনের ধ্যানমন্ত্র-স্বরূপ। এই ধ্যানমন্ত্রগুলি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া পটুয়াগণ তাহাদের সাহায্যে আপন আপন মনোমধ্যে সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে রূপ কল্পনা করিয়া তুলিত; এবং সেই রূপ-পরিকল্পনা আপনা হইতেই তূলিকার টানে ও রং-এর বিন্যাসে পটভূমিতে বিনা আয়াসে প্রতিফলিত হইয়া উঠিত। সুতরাং ইহাদের চিত্র-লিখনের প্রণালী ও উৎস বর্ত্তমান শিল্পীদের ধ্যানহীন আয়াস-সাধিত শিল্প-সৃষ্টির প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্নই ছিল। তাই যদিও আজকাল অনেক শিল্পী পটচিত্রের অনুকরণে চিত্র লিখনের চেষ্টা করেন, তথাপি সেগুলি প্রাণহীন বাহ্য রেখা ও রং-এর বিন্যাসেই পর্য্যবসিত হয়,—ধ্যানলব্ধ রূপ-কল্পনা প্রতিফলনের সজীবতা, সরসতা ও শিষ্টতা লাভ করিতে সফল হয় না; জাতির আত্মার গভীরতম ভাব-রসের জীবন্ত রূপায়ন দান করিতে পারে না।

পটগীতি ও পটচিত্রের জাতীয় স্ব-ভাব ও স্ব-ধারাগত রূপ

আয়াসলব্ধ ও অনুকরণগত নয় বলিয়া বাংলার এই ভক্তসাধক শিল্পীদের গীতিকাব্যের ভাব ও ভাষা এবং পটচিত্রের ধারা বাঙ্গালী

জাতির আত্মার স্ব-ভাব ও স্ব-ধারায় গঠিত এবং একান্তভাবে বিজাতীয়তা-দোষ-বর্জ্জিত। বস্তুতঃ জাতির আত্ম-সংস্কৃতির দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে এই পটগীতি ও পটচিত্রগুলি সম্যগ্‌ভাবে বাংলার স্বাধীন শিল্প ও বাংলার আত্মার চিরন্তন স্বাধীনতা-পরায়ণতার প্রকৃষ্ট ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত নিদর্শন।

বাঙ্গালীর জীবনকে আবার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইলে বাংলার মানুষকে ও শিল্পীদিগকে এই জাতির স্ব-ভাব, স্ব-ছন্দ ও স্ব-ধারার সাধনা করিতে হইবে। এই দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে জাতির ভবিষ্যৎ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পটগীতি ও পট-চিত্রের মূল্য অসীম ও অতুলনীয়।

পটচিত্র ও পটগীতির পরস্পর সহযোগিতা

পটচিত্রগুলি পটগীতির হুবহু প্রতিকৃতি-মূলকভাবে রচিত হয় নাই; আবার পটগীতিগুলিও পটচিত্রের হুবহু বর্ণনাত্মক নহে। বস্তুতঃ ইহারা একে অন্যের পরিপোষক। চিত্রে যাহা রূপায়িত হইয়াছে, শিল্পিগণ গীতিকায় তাহার বর্ণনা না করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত ভাব ও রসের অভিব্যঞ্জনা করিয়াছে এবং এক চিত্র হইতে অপর চিত্রের বিষয়-বস্তুতে উপনীত হইবার পথে মধ্যবর্ত্তী ভাব ও ঘটনার রসাত্মক বর্ণনা করিয়াছে। গীতিকায় যাহা উহ্য, তাহার অভিব্যঞ্জনা দেওয়া হইয়াছে চিত্রে; আবার চিত্রে যাহা উহ্য, তাহার অভিব্যঞ্জনা দেওয়া হইয়াছে গীতিকায়।

জাতির গণ-সমাজের সাধারণ ভাষাকে পটুয়া-শিল্পিগণ আড়ম্বরহীন-ভাবে কাব্যে রূপ দিয়াছে। কোন কষ্টকল্পিত বা আয়াসসাধ্য অলঙ্কারের বালাই ইহাতে নাই, অথচ অন্তরের ভাবের প্রাচুর্য্যের ও ভক্তির একনিষ্ঠ প্রবাহের ফলে এই গীতিকাগুলি সহজ স্বতঃস্ফূর্ত্ত রসসম্পদে ভরপূর। এই সকল গুণাবলীর বিদ্যমানতার ফলে বাংলার গণ-সাহিত্যে পটুয়া-গীতি গৌরবময় স্থান লাভ করিবে।

বাঙ্গালীর জীবনের নিখুঁত রূপ

কি কৃষ্ণলীলা কাব্যে, কি রামলীলা কাব্যে, কি শিবের শঙ্খ-পরানো কাব্যে, কি শিবের মাছধরা কাব্যে, কি গো-পালন কাব্যে বাংলার স্ত্রী-পুরুষের ও বাংলার জীবনের এক-একটি নিখুঁত প্রতিকৃতি রচিত হইয়াছে। শিল্পীর জাতীয় ভাব তাহাকে সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ ইত্যাদির কেবলমাত্র অনুকরণে বিরত করিয়াছে। শিল্পী জাতির মজ্জাগত আদর্শগুলিকে আপন জাতীয় স্ব-ভাবের ও স্ব-রূপের ছাপ দিয়া সম্পূর্ণ নব সৃষ্টিময় শিল্প রচনা করিয়াছে। ধর্ম্ম, দর্শন ও পুরাণের মূল তত্ত্বগুলি যে বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের গণ-জীবনে অতি সহজভাবে অনুসঞ্চারিত হইয়া দৈনন্দিন ভাব ও চিন্তা-ধারার অঙ্গীভূত হইয়াছিল, তাহার একটি বিশেষ পরিচয় আমরা এই পটুয়া সঙ্গীতের মধ্যে পাই। তথাকথিত অশিক্ষিত পটুয়া-রচিত সঙ্গীতগুলিতে দার্শনিক ও পৌরাণিক তত্ত্বগুলি অবলীলাক্রমে মিশিয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব কবিতার ও পদাবলীর সঙ্গে কোথাও কোথাও সামঞ্জস্য থাকিলেও বৈষ্ণব কবিতায় ও পদাবলীতে যে আড়ম্বরপূর্ণ ভাব-বিলাসিতার উদাহরণ পাওয়া যায়, পটুয়া-গীতিতে তাহার সম্পূর্ণ অভাব লক্ষিত হইবে। পটুয়া-শিল্পীর বৃন্দাবন বাংলাদেশে, অযোধ্যা বাংলাদেশে, শিবের কৈলাস বাংলাদেশে, তাহার কৃষ্ণ, রাধা, গোপ-গোপীগণ সম্পূর্ণ বাঙ্গালী। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বাঙ্গালী, শিব ও পার্ব্বতীও পুরা বাঙ্গালী। বড়াই বুড়ীর ছবি বাঙ্গালী ঠাকুরমা ও দিদিমার নিখুঁত রসময় প্রতিমূর্ত্তি। রামের বিবাহ হইয়াছে ছাতনা-তলায়। পার্ব্বতীর কাছে সব অলঙ্কার হইতে শাঁখার মর্য্যাদা ও আদর বেশী।

এই জাতীয় শিল্পিগণের ধ্যানে দেবতাগণও বাঙ্গালী রূপ ছাড়া অন্য রূপ ধরিয়া থাকিতে সমর্থ হন নাই। বাঙ্গালীর সাধারণ জীবনকে দেবভাবে পরিকল্পিত করিয়া ইহারা জাতির আত্মাকে পরম গৌরবদান করিয়াছে। তাই বাংলার ঘরে ঘরে ও দ্বারে দ্বারে সাধারণ নরনারীর

ও বালক-বালিকার কাছে বৎসরের পর বৎসর প্রদর্শিত এই চিত্র-সম্পদ্ ও বৎসরের পর বৎসর গীত এই গীতিকা-সম্পদ্ বাংলার গণ-শিক্ষার ও গণ-সংস্কৃতির এক অমূল্য ও অতুলনীয় প্রণালীস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল এবং বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতার জীবনকে এক অদ্ভুত আনন্দ-রসময় জগতের সন্ধান দিতে সমর্থ হইয়াছিল।

বাংলার লোক বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার দাসত্ব হইতে আপন আত্মাকে মুক্ত করিয়া যে কোন অধ্যাত্ম আদর্শই গ্রহণ করুক না কেন, জাতির গণ-সমাজের কোটি কোটি নরনারীর জীবনকে প্রকৃত শিক্ষা ও প্রকৃত সংস্কৃতিতে পূর্ণ করিতে হইলে বাংলার পটুয়া-শিল্পীর অতুলনীয় শিল্প-প্রণালীরই অনুরূপ প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে।

পটুয়াদের অঙ্কিত চিত্রশিল্পের মূল্য

দেশ-বিদেশের অন্যান্য বিখ্যাত অতি-মার্জ্জিত চিত্রপদ্ধতির ন্যায় বাংলার এই নিজস্ব চিত্রপদ্ধতি বিশ্বমানবের আদিম যুগের সরল ভাব, পৌরুষের ভাব, অকৃত্রিমতার ভাব এবং সজীবতা, সরসতা ও তেজস্বিতার ভাব হারায় নাই। এক দিকে যেমন এই সকল গুণ ইহাতে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, তেমনি আবার এই মুক্ত ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইহা অন্যান্য আধুনিক মার্জ্জিত চিত্রকলা-পদ্ধতির সমতুল অথবা তদধিকভাবে লাবণ্য ও লালিত্য যোজনা করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহাতে অতি-বিলাসিতার, অতি-আলঙ্কারিকতার ও অতি-সাম্প্রদায়িকতার মুদ্রা-দোষের অথবা কোনরূপ আড়ষ্টতা-দোষের ছাপ পড়ে নাই। এই চিত্রকলার ভাষার অক্ষর-প্রকরণ অতি স্বল্প ও সহজ। ইহা কেবল রেখার সতেজ, সুনিপুণ, প্রখর ও ভাবব্যঞ্জক প্রয়োগ এবং অল্প কয়েকটি প্রাথমিক বর্ণের অমিশ্র ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। ইহার ভাষার ব্যাকরণ অতি সহজ ও অতি প্রাঞ্জল। পরিপ্রেক্ষিতের মাপকাঠির খুঁটিনাটি ও আলোছায়ার লীলাখেলার চতুরতা ও বাহুল্য মিশাইয়া ইহা কখনও আপনার ব্যাকরণকে অযথা জটিল করিয়া তুলিবার প্রয়াস করে নাই। ইহার আকার-বিন্যাস এবং বর্ণসমাবেশ ও সমন্বয় অতিশোভন ও অনিন্দ্যসুন্দর।

আলঙ্কারিকতার চূড়ান্ত কৌশলও যে এই চিত্রকরগণ প্রদর্শন করিতে পারে, তাহারও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই সকল প্রাচীন পট হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলার এই প্রাচীন চিত্রকলায় কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে রূপকল্পনার বিলাসিতার অযথা বাড়াবাড়ি নাই, অথচ ইহা রসপ্রাচুর্য্যে ভরপুর। ইহাতে অঙ্কিত মনুষ্যগণের আকৃতি ও হাবভাব সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিমতা ও মুদ্রা-দোষ-বিহীন এবং সাধারণ মানুষের সহজ ও জীবন্ত ভাবে পরিপূর্ণ। এক দিকে বাংলার এই পল্লী-শিল্পীদের জীবজন্তু-অঙ্কনের ক্ষমতা যেমন অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক, তেমনি অপর দিকে মানুষের অন্তরতম মনোভাবের অবিকল ব্যঞ্জনা তূলির অবলীলাময় টানে ফুটাইয়া তুলিতেও ইহাদের ক্ষমতা অদ্বিতীয়। বৃক্ষলতাদির পত্রের অঙ্কনের অতি চমৎকার ও মনোহর আলঙ্কারিক রীতিও এই চিত্রপটগুলির ও এই চিত্রকরদের একটি অন্যতম বিশেষত্ব। এইসকল চিত্রপটে এক দিকে পুরুষ-দেহের বীরোচিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ও ভাব-ভঙ্গীর অঙ্কন-প্রণালী ও অপর দিকে নারীদেহের লীলায়িত রূপলাবণ্য-মাধুরীর বিচিত্র অঙ্কন-কৌশলের স্বভাবজাত সমাবেশ দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। অনুকরণ-মূলক অঙ্কন-বাহুল্য বর্জ্জন করিয়া ইঙ্গিতে ভাবের ও রসের পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনাশক্তি এই সকল চিত্রপটের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। ইহার একটি চিত্রেও কোন রকম ভাবের অপরিস্ফুটতা অথবা ধোঁয়াটে ধরণ নাই। চিত্রে অতি-পরিস্ফুটভাবে কাহিনী বিবৃত করিবার অসাধারণ ক্ষমতা এই চিত্রকলা-পদ্ধতি ভারতের আদিমযুগ হইতে পূর্ণভাবে বজায় রাখিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছে। রামপটে অঙ্কিত কর্ম্মযোগমূলক পৌরুষ-কাহিনীর ইতিহাস ও প্রাচীনভারতের পারিবারিক জীবন-প্রণালী, শক্তিপটে অঙ্কিত গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানমূলক দার্শনিক সত্য, এবং কৃষ্ণপটের আধ্যাত্মিক প্রেমমূলক ভাব-তরঙ্গ—বাংলার এইসকল প্রাচীন শিল্পিগণ অতি সরল ও সহজভাবে সাধারণের বোধগম্য করিয়া চিত্রপটে অঙ্কিত করিয়াছে এবং উহাদিগকে অসাধারণ ভাবব্যঞ্জক অনিন্দ্যসুন্দর রূপ প্রদান করিয়া তাহাদের অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছে। সর্ব্বোপরি বাংলার পল্লীগ্রামের সরল প্রকৃতির স্ত্রী-পুরুষগণের চরিত্রের একটি

অনির্ব্বচনীয় ও অতুলনীয় নিজস্ব মাধুর্য্যরসে এইসকল চিত্রপটের রেখা, বর্ণ ও রূপকল্পনা ওতপ্রোতভাবে পরিপ্লাবিত।

বাংলার এই প্রাচীন চিত্র-শিল্পিগণ রস-শিল্পের সঙ্গে ধর্ম্মের যে ঘনিষ্ঠ ও অটুট সম্বন্ধ তাহা কখনও ভুলিয়া যায় নাই; এবং উহা মানুষের মনে অবিরত জাগাইয়া দিবার জন্য প্রত্যেক চিত্রপটের শেষভাগে যমরাজার সভায় চিত্রগুপ্তের অভ্রান্ত খাতার চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়া এবং যমরাজার অনুশাসনে ধর্ম্মের অন্তিম জয় ও অধর্ম্মের অন্তিম পরাজয়ের কাহিনী অতিজ্বলন্তভাবে বিবৃত করিয়া সমাজে ধর্ম্মভাবের প্রচলন বজায় রাখিবার অমূল্য সহায়তা করিয়াছে।

পটচিত্রের নমুনা

বর্ত্তমান গ্রন্থে পটচিত্রের একখানি রঙ্গিন ও আটখানি একরঙ্গা আলোকচিত্র প্রকাশিত হইল। মূল-চিত্রের সবগুলিই বহুবর্ণ চিত্র; লীলায়িত রেখার সঙ্গে নানা রং-এর অতি মনোহর ও রসপূর্ণ সমাবেশ এই শ্রেণীর চিত্রগুলিকে শিল্প-হিসাবে অতি গৌরবময় বৈশিষ্ট্য দান করে। সুতরাং একরঙ্গা আলোকচিত্র হইতে মূল-চিত্রের শিল্প-সম্পদের ও রস-সম্পদের অতি অল্প আভাসই পাওয়া যায়। বহুচিত্র দীর্ঘপটের যে বিপুল সংগ্রহ আমার আছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পটচিত্রগুলির প্রতিচ্ছবি এই গ্রন্থে দেওয়া সম্ভব হয় নাই। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রঙ্গিন ছবিগুলির নমুনা আমার লিখিত প্রবন্ধের সহিত 'জার্নেল অব দি ইণ্ডিয়ান সোসাইটী অব ওরিয়েন্টাল আর্ট' (Journal of the Indian Society of Oriental Art) এবং 'রূপলেখা' পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। পাঠকগণ সেইগুলি দেখিয়া পটুয়াদের চিত্রশিল্প-প্রতিভার অপেক্ষাকৃত পূর্ণ রূপ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

পটগীতির শ্রেণীবিভাগ ও প্রকৃতি

পটগীতিগুলি সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; যথা—(১) লীলা-কাহিনী—কৃষ্ণ-লীলা, রাম-লীলা, গৌরাঙ্গ-লীলা,

শিবপার্ব্বতী-লীলা। (২) পাঁচ-কল্যাণী—এগুলি বিশেষ কোন লীলা-কাহিনী বা আখ্যায়িকা-অবলম্বনে রচিত নয়। নানা দেবদেবী-সম্বন্ধে ছড়ার পাঁচমিশালি সমাবেশ। (৩) গোপালন-বিষয়ক গীতিকা। কৃষ্ণ-লীলা, রাম-লীলা ও গৌরাঙ্গ-লীলা গীতিকার রচনাপ্রণালীর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। পটুয়াগণ সমস্ত আখ্যায়িকার বিবরণ দিবার চেষ্টা করে নাই, আখ্যায়িকার যে ঘটনাগুলিতে বিশেষ করিয়া গভীর ভক্তিরস, প্রেমরস, বাৎসল্যরস অথবা দাম্পত্যরসের সমাবেশ আছে, সেইগুলিকে তাহারা বাছিয়া লইয়া ঐ রসগুলি নিবিড়ভাবে কাব্যে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। জাতীয় সংস্কৃতির অংশরূপে কাহিনীগুলি মোটামুটিভাবে জাতির সমগ্র জনগণের মনোরাজ্যের সাধারণ পটভূমিতে যে বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা তাহারা ধরিয়া লইয়াছে। তাই কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত কেবলমাত্র গভীর রসপূর্ণ ঘটনাগুলিকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার জন্য তাহাদের অঙ্কিত চিত্রের এবং তাহাদের রচিত কাব্যের ও গীতের দ্বারা এইগুলির উপরই বিশেষ করিয়া উজ্জ্বল ও রঙ্গিন আলোকসম্পাত করিয়াছে; এবং এই ঘটনাগুলির অনুভূতিকে জাতির জনগণের মনোজগতে বৎসরের পর বৎসর নূতন করিয়া জাগাইয়া তুলিয়া জাতির সাধারণ জনগণের জীবনকে অনুপ্রাণিত এবং একটি সম-সংস্কৃতির ঐক্যসূত্রে যুক্ত করিয়া রাখিবার অমূল্য সহায়তা করিয়াছে।

শিব-পার্ব্বতীর লীলাকে বাংলার চিত্রকরগণ বাংলার পারিবারিক ও দাম্পত্যজীবনের অনুরূপ করিয়া রচনা করিয়াছে। শিবকে তাহারা চিত্রিত করিয়াছে বাংলার গৃহস্বামিরূপে, এবং পার্ব্বতীকে চিত্রিত করিয়াছে বাংলার সাধারণ গৃহিণীরূপে। শিব ও দুর্গাকে তাহারা শাস্ত্রীয় রূপ দিয়া জাতির সাধারণ জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন অতি-দূরের জিনিষ করিয়া দেখে নাই, অথবা অভিজাত-সমাজের গৃহস্থ ও গৃহিণীর বিলাসী রূপ দেয় নাই। দুর্গাকে বাগ্দিনীর রূপে চিত্রিত করিতে তাহারা সাহস করিয়াছে। তাহাদের স্বভাবজাত অসাধারণ কবিত্ব-প্রতিভার ফলে তাহারা দেখাইতে পারিয়াছে যে, বাগ্দীর মেয়ে সমাজের চক্ষে ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য হইলেও বাস্তবিক পক্ষে ভগবতীরই

অংশ; এবং প্রকৃত কবির ও স্পষ্টদর্শীর চক্ষে সকল সম্প্রদায়ের নারীর মধ্যেই ভগবতীর রূপ সমানভাবে বিরাজিত। বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনের মর্য্যাদার অতুলনীয় চিত্রণ এই সঙ্গীতগুলির একটি বৈশিষ্ট্য। শিবদুর্গার লীলাচিত্রের বর্ণনার ছলে বাংলার সাধারণ গৃহস্থদম্পতীর জীবনের নিবিড় কৌতুক-রসাত্মক দিক্‌টা পটুয়াগণ তাহাদের সহজ কবিত্বশক্তির মধ্য দিয়া অতি সুন্দর অথচ সহজ বর্ণনা করিয়াছে। বাংলার কৌতুক-রসসাহিত্যে ইহা উচ্চস্থান লাভের যোগ্য। 'চাষ-পালা' গীতিকার মধ্যে মহাশক্তির পরিচালনায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বীজের সাহায্যে ভীমের প্রয়োগে পৃথিবীর সৃষ্টি একটি অনুপম সৌন্দর্য্যময় পরিকল্পনা। 'গো-পালন' গীতিগুলিতে কপিলার মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইতে প্রথমে অনিচ্ছা-প্রকাশ এবং পরে মনুষ্যজাতির সেবার জন্য দেবগণের সনির্ব্বন্ধ মিনতিতে স্বীকৃত হইবার করুণ কাহিনী পড়িয়া পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হইবে; এবং গো-জাতির প্রতি হিন্দুর ভক্তির মূল-উৎস যে কোথায় তাহার সহজ ও সরল নির্দ্দেশ পাওয়া যাইবে। আজকালকার নব সভ্যতার ফলে গোজাতির প্রতি বাংলার শিক্ষিতা নারীদের অবজ্ঞা ও নির্দ্দয়তাপূর্ণ ব্যবহারের যে নির্ম্মম চিত্র পটুয়াগণ অঙ্কিত করিয়াছে, এবং তাহার কঠোর শাস্তির যে কবিত্বময় নির্দ্দেশ করিয়াছে তাহা হইতে পরিচয় পাওয়া যাইবে যে, এই পটুয়াগণ কেবলমাত্র ভক্ত, সাধক বা ভাবুক কবি নহে, পরন্তু নির্ভীক ও স্পষ্টভাষী সমাজ-সংস্কারক।

জাতির মনোরাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ আদর্শগুলি পটুয়াগণ অপরিসীম নিষ্ঠা ও ভক্তিপূর্ণ সাধনার দ্বারা সঙ্গীত ও চিত্রে রূপায়িত করিয়াছে এবং উহাদের ভিতর দিয়া জাতীয় জীবনকে গভীর অধ্যাত্ম আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া আসিতেছে।

পটুয়া সঙ্গীত

(১)

কৃষ্ণের অবতার

রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পায়
গিন্নির পাপে গিরস্ত নষ্ট ঘরের লক্ষ্মী উড়ে যায়।
মহারাজের দেশে দেখ জল নাইক হ'ল — শনি-নিগ্রহ
রাজার প্রজাগণ কষ্ট পেয়ে পলাইতে লাগিল।
নারদ মুনি কইছে শুনেন মহাশয়
শনিকে বধিলে পরে তবে জল হয়।
রথ ঘোড়া পিড়া সারথি সাজিয়ে
মহারাজ শনিকে বধিতে চলিলেন।
যত তত মারেন বাণ শনির উপরে
কংস রাজার দেশে হরির নাম যেবা লিবে ১০
হাতে বেড়ী পায়ে বেড়ী বক্ষঃস্থলে পাষাণ চাপা দিবে। — কংস-শাসন—
কোথা ছিলেন বসু-দৈবকিনী হরির নাম যে লিয়াছে। — বসু-দৈবকীর
শ্বেত মাছির রূপ ধারণ করে নারায়ণ দেখায় স্বপন — প্রতি স্বপ্ন—গর্ভবাস
তোমার গর্ভে তিলেক দাওগা ঠাঁই।
ছয় পুত্র হলরে বাপ কংস রাজা মেরেছে কাছিড়ে ১৫
এক পুত্র হয়ে কিবা ভাগ্য হবে।

১-২ অনুরূপ উক্তি—৩।৪ শত বৎসর পূর্ব্বেকার কুমিল্লা অঞ্চলের অন্ধ কবি ভবানীপ্রসাদ ... ত "মাণিক চন্দ্রের গানে" আছে—

রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট ভাবি চাহ মনে।
স্ত্রীহ পাপে গ্রিহ লক্ষ্মী পলাএ আপনে॥

২ গিরস্ত—গৃহস্থ।
১০ লিবে—লইবে।
১৪ দাওগা—[অনুরূপ উক্তি—করগা, খাওগা ইত্যাদি]
১৫ কাছিড়ে—আছাড় মারিয়া।

এক মাস দুই মাস মায়ের হইল কানাকানি
তৃতীয় পঞ্চম মাসের সময় হ'ল জানাজানি।
দশ মাস দশ দিন মায়ের শুভ পূর্ণ হ'ল
বসুমতী দাইমা হয়ে নিজে কৃষ্ণকে কোলে কোরে নিল। ২০
আঁওয়ালে জাঁওয়ালে দিচ্ছেন বসুদেবের কোলে
বসুদেব লুকাইতে চলল নন্দালয়ে নন্দঘোষের ঘরে।
কৃষ্টকে দেখে যমুনা উথলে উঠিল
ভগবতী শৃগাল-মূর্ত্তি হয়ে যমুনা পার হ'ল।
দশ মাস দশ দিন ছিলেন মায়েরি উদরে ২৫
আমার গর্ভে চান করেন ঠাকুর ভাগ্য হোক মোর।
এক কন্যা হয়েছে রাজা ভিক্ষা দাও মোরে
কিবা কন্যা কিবা পুত্র মারগা রজক-পাথরের উপরে।
হাতে হাতে ভগবতী স্বর্গ উড়ে গেল।
আমাকে যে মেলি বেটা কংস দুরাচার ৩০
তোকে যে মারিবে বেটা গোকুলে আছে ঘর।
একে ত রাজার ভগ্নী পূতনা স্তনে বিষ মেখে গমন করিল
সই সই বলে যখন সম্বন্ধ করিল
অন্তরযামিনী ঠাকুর সবই জানিল।
"কোহা" "কোহা" করে যখন কেঁদে যে উঠিল ৩৫
দেখুন পূতনার কোলে দিল।
এক চুমুক, দুই চুমুক, তৃতীয় চুমুকের বেলায় পূতনা বধ হ'ল।
পূতনা ম'ল ভালই হ'ল শব্দ গেল দূরে
পূতনা পড়ে রইল চৌদ্দ ভুবন পর্ব্বত সমান জুড়ে।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম—যমুনা পার—সন্তান-পরিবর্ত্তন

পূতনা-বধ

১৭ কানাকানি—[এক কান হইতে অপর কান অর্থাৎ] গোপনে জানাজানি।

১৯ শুভ—গর্ভ।

২১ আঁওয়ালে জাঁওয়ালে—[আঁওল=The Foetus, জরায়ু বা গর্ভকোষ]; জন্মিবামাত্রই শিশুকে অপরিষ্কৃত অবস্থায় বসুদেবের কোলে দিলেন।

৩৩ সম্বন্ধ করিল—আত্মীয়তা স্থাপনের চেষ্টা করিল।

৩৪ অন্তরযামিনী—অন্তর্য্যামী।

৩৭ বেলায়—সময়ে (বা বারে)।

৩৯ চৌদ্দভুবন—[ভুবন :—ভূলোক, ভুবর্লোক প্রভৃতি সপ্ত স্বর্গ এবং অতল, বিতল প্রভৃতি সপ্ত পাতাল—এই চতুর্দ্দশ ভুবন।] এই চৌদ্দ ভুবন জুড়িয়া অতি বিরাট্ পর্ব্বতের মত।

কৃষ্ণের জন্ম শুনে দেব দেবতাগণ বড় আনন্দিত হইল। ৪০
শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র
গোকুলে গোপাল নাচে পাইয়ে গোবিন্দ।
কি আনন্দ হলরে ভাই গোকুল নগরে
নন্দের ঘরে নন্দোচ্ছব
নন্দের মাথায় দধি দুগ্ধ ছানা মাখন ঢালিল। ৪৫
খোল বাজে করতাল বাজে মৃদঙ্গ বাজে হাতে
বাকুমুরারি বাজে সখীগণের মুখে।
চারি ধারে সখীগণ মধ্যে শ্যামরায়
ঢলে ঢলে পড়েন দেখ রমণীদের গায়।
বৃন্দাবনের মধ্যে তরুলতা এড়িবেড়ি যায় ৫০
ভোমরা ভোমরী তায় হরিগুণ গায়।
খেলা-রসে ছিলেন কানাই সুপলেরি সনে
হরিবে গোপীগণের বস্ত্র তাই প'ড়ে গেল মনে।
বস্ত্র দাও ঠাকুর পরিধান করি
শুকনো বস্ত্র পরে বুঝি নাম রাখিব কালী। ৫৫

জন্মোৎসব বা নন্দোৎসব

বস্ত্র-হরণ

৪০-৪৬ কৃষ্ণের জন্ম শুনে ইত্যাদি—চৈতন্য মহাপ্রভুর সমকালের বৈষ্ণব কবি শিবাই দাস বা শিবানন্দ-রচিত এতদ্বিষয়ে যে পদ অবলম্বনে এই ছত্রগুলি রচিত হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
হরি হরি হরি ধ্বনি ভরিল ভুবন॥
ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়ে গোবিন্দ॥
নন্দের মন্দিরে গোয়ালা আইল ধাইঞা।
হাতে নড়ি কান্ধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।
নাচেরে নাচেরে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া॥
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।
এ দাস শিবাইর মন ভুলিয়া রহিল॥

৪৭ বাকুমুরারি—বাঁকা মুরলী।

অনুরূপ—'বাঁকুয়া পাঁচনী হাতে রঙ্গিয়া রাখাল সাথে
বাহির হৈল রোহিণী-নন্দন।' (জ্ঞানদাস)

৫২ সুপলেরি—সুবল নামক শ্রীকৃষ্ণের সখা।

কালী কালী বলিস্ না গো শুন গোয়ালার ঝি
বিধাতা করেছেন কালো আমার সাধ্য কি ?
বস্ত্র যদি না দিয়ো ঠাকুর যাব কংস রাজার ঠাঁই
কংসেরি তাপে ঠাকুরের জাতি কুল নাই।
বারে বারে দিস্ না তোরা কংসের তুলনা ৬০
অবোধ কালে বধেছিলাম কংসের ভগিনী পূতনা।
গাছ হতে নাম ঠাকুর পেড়ে দাও ফুল
ডাল ভেঙ্গে প'ড়ে মরবে শূন্য হয় গোকুল।
ডাল বেড়ি যখন বস্ত্র পেড়ে দিল
দৌড়াদৌড়ি করে সখীরা তখন নগরে চলে গেল। ৬৫

বড়াই বুড়ীর মথুরা-যাত্রা—মথুরায় বিকিকিনি

সাজ সাজ ব'লে বড়াই নগরে দিলে সাড়া
বড়াই বুড়ীর বাত্রা পেয়ে নগরে দিল সাড়া।
কেউ করলে রস-বিল্যেস কেউ সাজালেন দধির পশরা।
নন্দ গেল বাথানে যশোদা গেলেন জলে

ননী-চুরি লীলা

খালি ঘর পেয়ে দুষ্টু ছেলে ননী চুরি করে ৭০
নন্দরাণী দেখতে পেয়ে বান্ধেন যুগল করে।
বেঁধো না মা নন্দরাণী বন্ধন-জ্বালায় মরি
হাতেরি মুরারি বেচে দিব ননীর কড়ি।

শ্রীকৃষ্ণের ভারবহন

সখীরা বলে আমরা যে মথুরা যাব ভার কে বয়াবে
জগদীশ্বর হরি আছেন তিনি ভার বয়াবেন। ৭৫

---

৫৮ ঠাঁই—স্থান বা নিকট।

৫৯ তাপে—প্রতাপে, দৌরাত্ম্যে।

৬৭ বড়াই বুড়ী—(=বড়+আই) মাতামহী (মায়ের পিসীমা)—ইঁহারই তত্ত্বাবধানে শ্রীমতী প্রভৃতি গোপীবৃন্দ মথুরার হাটে দধিদুগ্ধাদি বিকিকিনি করিতে যাইতেছেন।

বাত্রা—বার্ত্তা বা সংবাদ।

৬৮ রস-বিল্যেস—রস-বিন্যাস।

পশরা—পসার বা পণ্যদ্রব্য (সং—প্রসার)।

৬৯-৭০—অনুরূপ বৈষ্ণব পদ :—

যমুনার জলে গেলা যশোদা রোহিণী।
শূন্য ঘর পাঞা লুটে এ ক্ষীর নবনী॥ —ঘনরাম দাস।

৬৯ বাথানে—গ্রামের বাহিরে যে স্থলে গরুর পাল একত্র হয়।

৭৩ কড়ি—মূল্য। ৭৪ বয়াবে—বহন করাইবে।

শুভ শুবন্যার ভার দিলেন বেলল্যা পাটের শিকা
কৃষ্ণের কাঁধে লয়ে ভার চলিলেন রাধিকা।
ঠাকুর বললেন আমি ত ভার বয়াই নাই জগতেরি সার
শ্রীরাধিকার প্রেমের জন্য কান্ধে বয়াই ভার।
জলে কৃষ্ণ থলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহীমণ্ডলে ৮০
একা কৃষ্ণ নাম ধরেন জগতসংসারে।
বড় ঘর, মা, বড় দুয়ার, বড় কর আশা
সকল দর্ব্ব্য পড়ে রইবে গঙ্গার তীরে বাসা। ৮৩

[বালিয়া-নিবাসী ত্রিলোকতারিণী চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ]

৭৬ শুবন্যার—সুবর্ণের।

শিকা—দড়িতে বোনা ঝোলা বা রজ্জুনির্ম্মিত আধারবিশেষ।

অনুরূপ—'চণ্ডিকা বলেন বাছা লহ শিকা ভার' (কঃ কঃ চণ্ডী, ২১৪ পৃঃ)

'সিকিয়া বাঁকুয়ে দিব দুইটা জলর হাঁড়ি'

—(মাণিকচন্দ্র রাজার গান)

বেলল্যা পাটের শিকা—

[বিল=জলাভূমি] জলাভূমিতে উৎপন্ন এক প্রকার পাট হইতে প্রস্তুত শিকা। চণ্ডীদাস-প্রণীত 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন' গ্রন্থে নালিচা পাটের শিকার কথা উল্লেখ আছে—

নালিচা কটিআঁ কাহাঞিঁ মাঝ জলে থুইল।
বার পহর হয়িলেঁ তাহাক তুলিল॥
সুখায়িআঁ বাছিআঁ পাট করিল হুসর।
চারিগুণ দড়ি পাকাইল দামোদর॥
সুদৃঢ় বন্ধনে কৈল দুই সিকিআ।
তলত গাঁথিল তার দুওটি বেঙুয়া॥
বাঁহক যোড়িআঁ গেলা যমুনার পারে।
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলী-বরে।

৭৯ বয়াই—বহন করি।

৮৩ দর্ব্ব্য—দ্রব্য

(২)

কৃষ্ণলীলা

ভূমিকা

হরি বিনে বৃন্দাবনে আর কি ব্রজের শোভা আছে
জলে কৃষ্ণ স্থলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহীমণ্ডলে।
একা কৃষ্ণ নাম ধরে জগতসংসারে
বাঁকা মুরারি বাজে গোপীগণের মুখে।
খোল বাজে মৃদঙ্গ বাজে বাজে করতাল ৫

নৃত্য

তার মধ্যে নৃত্য করে মদনগোপাল।
দুই ধারেতে দুই সখীগণ মধ্যে শ্যামরায়
ঢলে ঢলে পড়ে গো সখী রমণীদের গায়।
কেও নাচে কেও বাজায় কেও দিচ্ছে তুড়ি
বৃন্দাবনের মাঝে নিতাই বলেন হরি হরি। ১০
পাহাড়ে বস্ত্র লয়ে গোপীগণ স্নানে নামিল
একে একে গোপীর বস্ত্র চুরি করে ডালেতে বাঁধিল।

বস্ত্র-হরণ

ঝড় নাই জল নাই বস্ত্র কেবা হরে
নিলর্জ্জ চোরা কালা বসন চুরি করে।
বস্ত্র দাও প্রাণবন্ধু কাপড় দাও হে পরি ১৫
শুকন বস্ত্র পরে নাম রাখব কালী।
কালী কালী বলো না শোন গোয়ালার ঝি
বিধাতা করেছেন কালো আমার সাধ্য কি ?
কাপড় যদি না দিবি কানাই যাব কংস রাজার ঠাঁই
কংসের তাপেতে গোপীদের জাতি কুল নাই। ২০

৯ তুড়ি—অঙ্গুলীর ধ্বনি।
১১ পাহাড়ে—পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শ্বস্থ উচ্চ তীরভূমি।
১৫ পরি—পরিধান করি।
১৫-২৪—৮ (৫৪-৬৫) দ্রষ্টব্য।
১৬ পরে—পরিধান করিয়া।
২০ তাপ—দৌরাত্ম্য।

গাছ হতে নাম ঠাকুর পেড়ে দাও ফুল
ডাল ভেঙ্গে প'ড়ে মরবে শূন্য হইবে কুল।
ডাল বেড়িয়ে ঠাকুর বস্ত্র পেড়ে দিল
ছোটাছুটি গোয়ালার কন্যা গৃহে চলে গেল।
সাজ সাজ ব'লে বড়াই বুড়ী নগরে দিলেন সাড়া ২৫
বড়াই বুড়ীর বাত্রা পেয়ে সাজলো গোয়ালপাড়া।
কেও করে কেশবিন্যাস কেও করেছেন তুরি
হস্ত ভরে বার করলেন স্বুবর্ণের চিরুণী।
অর্দ্ধেক দূরে যেয়ে ঠাকুর বসলেন বনমালী
মুখে বস্ত্র দিয়ে হাসে রাধা-চন্দ্রাবলী। ৩০
যেথা দধি না বিকাবে সেথা লয়ে যাব — দধির ভার-বহন
মুনির খেয়ালে শ্যাম নগরে ফিরাব।
দইএর লোব পৌণে পাঁচ বুড়ি দুধের লব কড়ি
একটি কড়া কম হলে মারব চোঙ্গার বাড়ি।
আগে যায় নন্দরাণী পেছুতে বড়াই ৩৫
ভারখানি বয়ে যায় এই শ্রীনন্দের কানাই।
নাগবতী দুটি কন্যা উপস্থিত হইল
খররা খরসি মায়ের হৃদয়ের কাঁচুনি।
নিকুঞ্জ পারগো দ্বারের প্রহরী। আ—আ—আ।
অজগর চূড়াতে মা বসিলেন বিষহরি ৪০
জয় দিয়ে বন্দিলাম গো মা জয় বিষহরি। — বিষহরি
অষ্ট নাগে ভর করে পদ্মের কুমারী
পদ্মফুলে জন্ম মা তোর পদ্ম নাম কমলা
পদ্ম নাম কমলা মা তোর পদ্ম নাম কমলা।

২৫-৩০—দ্রষ্টব্য—১ (৬৬-৬৮)।
৩৩ পৌণে পাঁচ বুড়ি—৫৮ গণ্ডা কড়ি মূল্য।
লব কড়ি—নয় কড়ি মূল্য।
৩৪ চোঙ্গা—(চোঙ্গ = সচ্ছিদ্র বংশদণ্ড) গোদোহনের বা দুগ্ধাদি-সংরক্ষণের আধারবিশেষ।
৩৮ কাঁচুনি—কাঁচুলি।
৪০ অজগর চূড়াতে—অজগর সর্পের মস্তকে।
৪১ বিষহরি—মনসা দেবী (বিষ হরণ করেন যিনি)।

গোষ্ঠ-সজ্জা

আজ শ্রীদাম সুদাম দামোদর সুপল গোষ্ঠেতে সাজিল ৪৫
সিঙ্গুলি ধবলি গাভীর পাল ছেড়ে দিল।
পালিন দেখ ফেলে গায় বনের পালা জলা খায়।
চূড়া দিলে ধড়া দিলে পাঁচুনি দিলে হাতে
গোধেনু চরাতে যায় দাদা বলরামের সাথে।
এইখানে এই কৃষ্ণ এই দেখ এই নাগরিয় থানা ৫০
আজ কৃষ্ণের গলে দিলে বনমালা।
অবির পুত্র যমরাজা যম নাম ধরে
বিনা অপরাধে যম কাউরি দণ্ড নাই করে।

যমরাজ ও নরকযন্ত্রণা

একজন বলতে তারা দুই জনে যায়
কেও ধরে চুলের মুষ্টি কেও ধরে গায়। ৫৫
পাপী লোক হলে লোহার ডাঙ্গে বেড়ে গো তার মস্তক ফাটায়।
ভাল জল থাকতে যে জন মন্দ জল দেয়
মৃত্যুকালে নরককুণ্ডে মুখে তার জল দেয়।
ঢেঁকি পেতে যে জন লোককে ধান ভানতে না দেয়
মৃত্যুকালে যমের দূতে ঢেঁকিতে তার মাথাতে পাহাড় দেয় ৬০
মস্তকে তার হাড়ের চিঁড়ে কুটে খায়।
আপনার পতি ছেড়ে যে জন পরপতি ভজে
খেজুর গাছে চাপি নারীর যম ডণ্ড করে।
জগন্নাথের পুরী যেতে যাত্রিগণ বড় পায় গো দুখ
দেখিলে জনম হয় গো দেখিলে চান্দ মুখ। ৬৫

৪৬ সিঙ্গুলি-ধবলি—শ্যামলী ধবলী।
৪৭ পালা-জল—বনগুল্ম বা বৃক্ষের পত্র।
৪৮ ধড়া—পরিধেয় বস্ত্র।
৫০ নাগরিয় থানা—নাগরের বা শ্রীকৃষ্ণের স্থান।
৫২ অবির পুত্র—(রবির পুত্র) রবিসুত যম।
৫৩ কাউরি—কাহারও।
৫৬ ডাঙ্গ—দণ্ড।
বেড়ে—বাড়ি মারিয়া বা আঘাত করিয়া।
৬৫ চান্দ মুখ—জগন্নাথ দেবের চন্দ্রবদন।

হাড়ির খায় তোড়ানি মা গো কুবেরের খায় ঝাঁটা
খাট পালঙ্ক প'ড়ে রবে নদীর তীরে বাসা।
হায় রে হরি বিনে বৃন্দাবনে আর কি ব্রজের
শোভা আছে, হরি বিনে বৃন্দাবনে, এ, এ, এ।

[আয়াস—বেলেবাড়ী-নিবাসী দেবেন্দ্র চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ]

(৩)

কৃষ্ণলীলা

নতার কদম্বমূলে নাগরিয়া থানা
বনের বনফুল গেঁথে কৃষ্ণের গলে বনমালা।
হাত বাঁকা পায় বাঁকা বাঁকা মাজাখানি
চরণে নেপুর বাঁকা চূড়ার টান্মুনি।
বৃন্দাবনে তরুলতা এড়ি বেড়ি যায়
ললিতে বিশাখা দুইজন চামর ঢুলায়।
সাত বহিনা তারা গো জলখেলা করে
পাহাড়ে বস্ত্র থুয়ে সখীরা নেমেছিল জলে।
ঝড় নাই বাতাস নাই দিদি বস্ত্র কেবা হরে
নন্দের বেটা চিকণ কালা গোপীদের বস্ত্র চুরি করে ১০
একহাত রাখিয়ে দিয়ে একহাত তুলে
কৃষ্ণের কাছে মাগে বস্ত্র মিনতি করিয়ে।

৩৬ হাড়ির খায় ইত্যাদি—[পুরীর 'হাড়ির ঝাঁটা' সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ]।
তোড়ানি—আমানি (অন্নপানি বা অন্ন জল; ফাণি—ভুর্ণি=অন্ন, পানি=জল)।
নতার—নতানিয়া। ৩ মাজাখানি—মধ্যদেশ, কটিদেশ, কোমর।
৪ নেপুর—নূপুর। টান্মুনি—বিস্তৃতি।
১০ চিকণ কালা—[চিকণ=চিক্কণ=উজ্জ্বল]।
অনুরূপ পদ :—(১) 'বরণ চিকণ কালা তাহে শোভে বনমালা
পীতাম্বর পরিধান করে।'—পঃ কঃ তঃ ১৯২.

বস্ত্র দাওহে নির্লজ্জ কানাই কাপড় দাওহে পরি
আজ থেকে হব তোমার ষোল শ রমণী।
সেই কথা শুনে কৃষ্ণ কাপড় দিল পেড়ে ১৫
কার কোন কাপড় রাধে লওগো চিনে।
আজ খোল বাজে করতাল বাজে আর বাজে ঘড়ি
বৃন্দাবনের মাঝে ঠাকুর মুখে বলেন হরি।
আজ বেউড় বাঁশের বাঁকখানি যার তরুল পাটের শিকে
কৃষ্ণর কাঁধে ভার দিয়ে চলছেন রাধিকে। ২০

মথুরায় বিকিকিনি

ভার লাও ভারতী লাওগো গোয়ালিনী
দুরন্ত বেঁকের জ্বালায় কন্ধ জ্বলে মরি।
খেয়েচো রাধিকার কড়ি ঠাকুর, হয়েচো বিগারী
আজ কেন বল ঠাকুর ভার বইতে নারি।
যে দেশে না বিকাবে দধি সেই দেশে নিয়ে যাব ২৫
নগরে নগরে তোমার ঘুরাইয়ে বেড়াব।
আজ আনিয়ে না নাশ পেটারী ঘুচায় ঢাকুনী
হস্ত দিয়ে বার করে সুবর্ণার চিরুণী।
কেশগুলি আঁচুড়িয়ে করেন গোটা গোটা

ননী-চুরি

কেশের মাঝে তুলে দিছে সিন্দুরের ফোঁটা। ৩০
নন্দ গেল বাতানেতে যশোদা গেল ঘাটে
শূন্য ঘর পেয়ে ঠাকুর সে দিন ননী চুরি করে।
এঁটে ক'সে বেঁধো না মা বন্ধন জ্বালায় মরি
নগরেতে ভিক্ষা ক'রে মা শুধব ননীর কড়ি।

১৯ বেউড়বাঁশ—একজাতীয় বাঁশ, এই বাঁশ অতি দৃঢ়।
তরুল পাটের শিকে—[তরুল = তরুণ = নূতন] ১ (৭৬)
২২ বেঁকের = বাঁকের।
২৩ বিগারী—বেগার বা মজুর, যাহারা কোনরূপ পারিশ্রমিক লয় না বা পায় না।
২৭ নাশ পেটারী—বেশ-বিন্যাসের দ্রব্যাদিসংরক্ষণের জন্য পেটারী বা আধার।
৩১ বাতানেতে—বাথানেতে; বাথান—গ্রামের বাহিরে যে স্থানে গরুর পাল একত্র হয়।
৩১-৩২—১ (৬৯-৭০) দ্রষ্টব্য।
৩৩ এঁটে ক'সে—জোরে।



শ্রীকৃষ্ণের ভারবহন

আজ বেউড় বাঁশের বাঁকখানি যার তরুল পাটের শিকে
কৃষ্ণর কাঁধে ভার দিয়ে চল্‌ছেন রাধিকে। [পৃঃ ১০]



পূতনা-বধ

এক চুমুক, দুই চুমুক, তৃতীয় চুমুকের বেলায় পূতনা বধ হ'ল
পূতনা ম'ল ভালই হ'ল শব্দ গেল দূরে—
পূতনা পড়ে রইল চৌদ্দ ভুবন পর্ব্বত সমান জুড়ে। [পৃঃ ২]

আজ সাজ সাজ ব'লে নগরে দিল সাড়া ৩৫ বড়াই বুড়ীর পসরাসজ্জা
বড়াই বুড়ীর বাত্রা দিয়ে সাজল গোয়াল পাড়া।
দইএর পসরাগুলি সখীরা মস্তকেতে নিল
মস্তকেতে নিয়া সখীরা দরিয়ার ঘাটে গেল।
দরিয়ার ঘাটে যেয়ে সেদিন মাঝিকে ডাক দিল
আজ পার কর পার কর মাঝি বেলা পানে চেয়ে ৪০
দধি দুগ্ধ নষ্ট হ'ল সময় গেল ব'য়ে। দানখণ্ড বা নৌকাখণ্ড
সব সখীকে পার করিতে লিব আনা আনা
শ্রীরাধাকে পার করিতে আমি লিব কানের সোনা।
কানের সোনা লাও কড়ি লাও ঠাকুর তাও দিতে পারি
এই যে দরিয়ার মাঝে হেঁটে যেতে নারি। ৪৫
আজ সব সখীকে পার করিতে লিব বুড়ি বুড়ি
বড়াই বুড়ী পার করিতে লিব পাটের শাড়ী।
পাটের শাড়ী চাও মাঝি তাও দিতে পারি
সমুদ্র দরিয়ার মাঝে আমি হেঁটে যেতে নারি।
আজ চেরো কড়ার মাঝি লও ঠাকুর আট কড়া দিব ৫০
তাই ব'লে কি তোমায় আমি পাটের শাড়ী দিব।
আজ কাঠের দেশে থাক মাঝি কাঠের কিবা দুঃখ
ভাঙ্গা লায়ে খেয়া দিতে কতই পেছ সুখ।
ভাঙ্গা লয় ভাঙ্গা লয় আমার বরজরিয়া কাঁড়ি
কত হস্তী ঘোড়া পার করেছি শ্রীরাধে কি এতই ভারী। ৫৫
কতগুলিন রাখালগণ জল খেতে নেমেছিল কালীদহের কূলে
বিষ পান করিয়ে পড়ল কালীদহের জলে।

৩৫-[illegible]—দ্রষ্টব্য—২ (২৫-২৬)।
৩৭ দরিয়ার—নদীর।
৪৫ বুড়ি বুড়ি—প্রত্যেকের জন্ম এক বুড়ি বা ৫ করিয়া।
৫২ লায়ে—নৌকার।
৫৩ কাঁড়ি—তালগাছের নির্ম্মিত নৌকা।

কালীয়-দমন

কোথায় ছিলেন কৃষ্ণ কালীয়দহে ঝাঁপ দিয়েছিলেন
কোথায় ছিলেন কালীয় নাগ মস্তকে তুলে নিল।
নাগবতী কন্যারা সে দিন উৎপন্ন হল। ৬০
ফুল শুনে প্রাণ ধৈরয্য ধর গো
আমার ফুল বিনে প্রাণ গেল। ৬২

[পাকুড়হাঁস-নিবাসী দ্বিজপদ চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ]

(৪)

কৃষ্ণলীলা

জলে কৃষ্ণ স্থলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহীমণ্ডলে
একা কৃষ্ণ নাম ধরে জগতসংসারে।

যুগল-বিলাস

কালিয়া কদম্বমূলে নাগরিয়া থানা
বনের বনফুল দেখুন ঠাকুরের গলে।
কাচবেড়া কাঞ্চনবেড়া আরও বেড়া ধরা ৫
রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ ভিন্ন নাই একই রঙ্গে যোড়া।
খোল বাজে করতাল বাজে মৃদঙ্গ বাজে হাতে
বাকুমুরারি বাজে সখীগণের মুখে।
চারি ধারে সখীগণ মধ্যে শ্যামরায়
ঢলে ঢলে পড়েন দেখুন রমণীদের গায়। ১০
খেলারসে ছিলেন কানাই গোপীদের সনে
হেরিয়ে গোপিকার বস্ত্র প'ড়ে গেল মনে।

বস্ত্র-হরণ

পাহাড়ে বস্ত্র থুয়ে সখীগণ সিনানে নামিল
স্নান আহ্নিক করে সখীরা পাহাড় পানে চায়।
ঝড় নাই ঝঙ্কর নাই গোপীর বস্ত্র কেবা হরে ১৫
নন্দের বেটা চিকণ কালা গোপীর বস্ত্র ডালেতে বেঁধেছে।

১১-২৮—দ্রষ্টব্য—১ (৫২-৬৫), ২ (১১-২৪)।

বস্ত্র দাও বস্ত্র দাও ঠাকুর পরিধান করি
শুক্‌না বস্ত্র পেয়ে নাম রাখিব কালী।
কালী কালী বলিস্ না গো শুন গোয়ালার ঝি
বিধাতা করেছেন কালো আমার সাধ্য কি ? ২০
বস্ত্র যদি না দিবে ঠাকুর যাব কংস রাজার ঠাঁই
কংসের তাপে কানাইএর জাতি কুল নাই।
বারে বারে দিস্ না তোরা কংসের তুলনা
অবোধ কালে বধেছিলাম ভগিনী পূতনা।
গাছ হতে নাম কানাই পেড়ে দাও ফুল ২৫
ডাল ভেঙ্গে প'ড়ে মরবে শূন্য হয় গোকুল।
ডাল বেড়ি বস্ত্র পেড়ে দিল
দৌড়াদৌড়ি গোয়ালার কন্যা গৃহে চলে গেল।
সাজ সাজ বলে বিন্দা বড়াইবুড়ী নগরে দিল সাড়া — বেশ-বিন্যাস
বড়াইবুড়ীর বাত্রা পেয়ে সাজলো গোয়ালপাড়া। ৩০
ঘুচাওয়ে বেশ পেটারী সুবর্ণার চিরুণী
সুবর্ণার চিরুণীতে কেশগুলিকে করলে গোটা গোটা
তার মধ্যে তুলে নিলেন চন্দনের ফোঁটা।
সখীরা বলে আমরা যে মথুরা যাব ভার কে বাঁধিবে
জগদীশ্বর হরি আছেন তিনি ভার বোয়ান। ৩৫
সুব সুবর্ণার বাঁক দিলেন বেলুল্ল পাটের শিকে — মথুরায় বিকিকিনি-সজ্জা
কৃষ্ণের কাঁধে লয়ে ভার চলিল রাধিকে।
ঠাকুর বলে আমি তো বওয়াই নাই ভার জগতেরি সার
শ্রীরাধিকার প্রেমের জন্য স্কন্দে বই ভার।
বড়াই বলে খেয়েছেন রাধের মজুরী কানাই হয়েছেন বিগারী ৪০
এখন কেন বল কানাই ভার বইতে নারি।
যেথা দধি দুগ্ধ না বিকাবে কানাই
সেথা লয়ে যাব মনেরি খেয়ালে শ্যাম হে তোমাকে নগরে ফিরাব।

২৯-৩০—দ্রষ্টব্য—৩ (৩৫-৩৬)।

৩৬ সুবর্ণার বাঁক—স্বর্ণনির্ম্মিত বাঁক বা ভার।

আমরা বেচিব দই দুগ্ধ তুমি সাধবা কড়ি
একটি কড়া কম হলে মারব চোঙ্গার বাড়ি। ৪৫

দানলীলা বা নৌকাখণ্ড

লজ্জাতে লজ্জিত হয়ে কানাই বসলেন দানের ঘাটে।
সব সখীকে পার করিতে আজ লিব আনা আনা
শ্রীরাধাকে পার করিতে লিব কর্ণের সোনা।
সোনা লাও সাড়ী লাও ঠাকুর সকল দিতে পারি
দুকূল যমুনা গঙ্গা হেঁটে যেতে নারি। ৫০
তিনখান কাষ্ঠ দিয়ে তবে নৌকা নির্ম্মাণ করিল।
নৌকার গুমানে ব্রজ গোপিনী করেন পার।
ডরায় গোয়ালের কন্যা বুকে মারেন ঘা
কাজ নাই কানাইয়া তোমার ভাঙ্গা লা।
ভাঙ্গা লয় চূরা লয় আমার মজুরিয়া কাঁড়ি ৫৫
হস্তী ঘোড়া পার করেছি রাধে কতই ভারী।
কাঠের দেশে থাক কানাই কাঠের কিবা দুখ
ভাঙ্গা লায়ে খেয়া দিতে কতই পেছেন সুখ।
এপারের নৌকা কানাই ওপারে নাগাইল
দৌড়াদৌড়ি গোয়ালের কন্যা মথুরা চলিল। ৬০
ভাগ্যবতী মা যশোদা নবনী চাটায়
দাদা বলরাম বাছুর ধরে রয়।
কালকৃষ্ণ ধবলমুখী গাই দোয়ায় মনের সুখে
চোঙ্গাতে না আঁটে দুগ্ধ ঢালেন চন্দ্রমুখে।

গোষ্ঠলীলা

চূড়া দিল ধড়া দিল পাঁচুনি দিলেন হাতে ৬৫
গোধন চরাতে যাবেন দাদা বলরামের সাথে।
রামের হাতে শ্যামকে দিয়ে বলেন ইন্দ্ররাণী
আমার গোপাল গোষ্ঠে যাবে এনে দেবে তুমি।

৪৪ সাধবা কড়ি—মূল্য আদায় করিবে।
৪৬ দানের ঘাট—যে ঘাটে নৌকা পার হইবার শুল্ক বা মাশুল আদায় হয়।
৫২ গুমানে—অহঙ্কারে বা গর্ব্বে।
৪৭-৫৮—দ্রষ্টব্য—৩ (৪২-৫৫)।
৬৪ চোঙ্গা—গোদোহনের পাত্রবিশেষ। না আঁটে—সঙ্কুলান হয় না।
৬৫ ধড়া-পাচুনি—পরিধেয় বস্ত্র ও গরু চরাইবার লাঠি।

খাবার সময় খেতে দিও ক্ষীর সর নবনী
তরুর ছায়াতে রেখ গোপাল গুণমণি। ৭০
সাজ সাজ ব'লে রাখালগণ গোষ্ঠেতে সাজিল
তালবন তমালবন মধুবন নিকুঞ্জবন ঠাকুর সকলি নির্ম্মাণ করিল।
মধুবনে মধু খেয়ে দাদা বলরাম ঢলিয়া পড়িল।
সেইখানে ছিলেন গিরি গোবর্দ্ধন
মার মার ব'লে গিরিধর পড়িতে লাগিল। ৭৫
দ্বাদশ রাখালগণ কড়ে আঙ্গুলের ঠেকা দিয়ে পর্ব্বত ধারণ করিল
সেইদিন হতে ঠাকুরের গিরিধর নাম যে রাখিল।
কালীদহের কূলে ছিল কেলিকদম্বের গাছ — কালীয়-দমন
তাতে চ'ড়ে কৃষ্ণচন্দ্র দিয়েছিলেন ঝাঁপ।
কালীনাগ আজ আহার ব'লে সকলে ঘেরিল ৮০
নাগবতী দুইটি কন্যা উপস্থিত হইল।
নাগের মাথায় পদ দিয়ে দেখুন ঠাকুর নাচিতে লাগিল।
নাগ ব'লে দেখুন আমার যশোভাগ্য হল
কৃষ্ণের পাদপদ্ম বুঝি মস্তকে উঠিল।
জয় দিয়ে বন্দিলাম মা জয় বিষহরি ৮৫
অষ্টনাগে ভর করেন পদ্মের কুমারী।
পদ্মফুলে জন্ম মা পদ্ম নাম কমলা
খয়রা খরসী মা তোর হৃদয়ের কাঁচুলী।
অজগর বোরাতে বসিলেন বিষহরি — বিষহরি
উনকোটি নাগ মার কর্ণের মদন কড়ি। ৯০

রবির পুত্র যম রাজা যম নাম ধরে
বিনা অপরাধে যম কারু দণ্ড নাহি করে।
চিত্রগুপ্ত মহুরী তারা দিবারাত্র লেখে — যমরাজ ও
যার যেমন কপালের লিখন বিধাতা লিখেছে — নরক-যন্ত্রণা

৮৯ অজগর বোরাতে—অজগর সর্পের মস্তকোপরি।
৯০ মদন-কড়ি—কর্ণের অলঙ্কার-বিশেষ।

ভাল লোক হলে দেখুন কৃষ্ণদূতে যায় ৯৫
মন্দ লোক হলে যমদূত সত্ত যান।
কেউ ধরে চুলের মুষ্টি কেউ ধরে পায়
পাপী লোক হলে শীঘ্র ক'রে যমালয় পাঠায়।
আপনার পতি ত্যাজ্য কোরে যে নারী পরপতি সেবা করে
তার মত পাপী দেখুন নাইকো সংসারে ১০০
খেজুর গাছে চড়ে নারীর যমদণ্ড করে।
ভাল জল থাকতে যে জন মন্দ জল দেয়
মৃত্যুকালে নরককুণ্ডের জল তাকে যমদূতে দেয়।
সত্য দ্বাপর ত্রেতা কলি চার যুগে পড়িল
কলির রাজা স্ত্রীকে ঘাড়ে লয়ে, বুড়া মার মাথায় ১০৫
চাল ডালের টোপলা দিয়ে গঙ্গাস্থান চলিলেন।
ঢেঁকি পেতে যে জন ধান্য না ভানতে দেন
মৃত্যুকালে লোহার ঢেঁকি পেতে চিড়া কুটে খায়।
মিথ্যা কথা মিথ্যা প্রবঞ্চনা মিথ্যা সাক্ষী দেন
গুরু গোবিন্দ নাম যিনি না লেন ১১০
তপ্ত সাঁড়াশী ক'রে তার জিহ্বা টেনে লেয়।
হীরামুনি নাম বেশ্যা ছিল গহক পাপের পাপী
অন্নদান বস্ত্রদান সাধু সঙ্গে হরিনাম করে
প্রাণ পরিত্যাগ করিল কৃষ্ণদূতে পুষ্পরথে বৈকুণ্ঠে লয়ে গেল।
যা খাওয়াবেন যা বিলাবেন ঐ না রহিবে সার ১১৫
কৃষ্ণ নামে দান কল্লে বৈকণ্ঠে ধরা রয়।
বড় ঘর বড় দুয়ার বড় কর আশা
সকল দ্রব্য পড়ে রইবে গঙ্গাতীরে বাসা। ১১৮

[আয়াস-নিবাসী গোপাল চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ]

---

১০৬ টোপলা—পোটলা।
১১২ গহক পাপের পাপী ['গহক' — দেশজ শব্দ ; নিরতিশয়]।

(৫)

কৃষ্ণ-অবতার

কানিয়া কদম্বমূলে নাগরিয়া থানা
বনফুল গাঁথিয়ে কৃষ্ণের গলে বনমালা।
হাত বাঁকা পায় বাঁকা বাঁকা মাজাখানি
চরণের নূপুর বাঁকা চূড়ার টান্‌নুনি। — শ্রীকৃষ্ণের সজ্জা
চূড়া বাঁধে নানা ছাঁদে অলকা দুলালী ৫
তাও দেখে ভোলে ব্রজের ষোল শ রমণী।
তার ধারে ধারে নাম লিখেছে রাধা বিনোদিনী
চার কড়ার বাঁশী নয় ঠাকুর পিতলের ছোঁয়ানি।
কোন কোন গোপী বলে, বাঁশ বাঁশিয়া নয় তরল বাঁশের ডগা
ডাকে নাম ধরে বাঁশী সদাই রাধা রাধা। ১০
সেই বাঁশী দিবানিশি করে অপমান
সেই বাঁশীতে ভোলায় সকল ব্রজ-গোপীগণ।
পাড়ে বসন রেখে তবে জলখেলা করে
গোপীর বসন লয়ে কানাই সেদিন ডালে বন্ধন করে। — বস্ত্র-হরণ
জলখেলা করতে গোপী পাড় পানে চায় ১৫
শুকান বস্ত্রখানি দেখিতে না পায়।
ঝড় নাই ঝঙ্কর নাই বস্ত্র কেবা লয়
নন্দের বেটা চিকণ কালা গোপীর বসন ধরে লয়।
কে নিলে বস্ত্র সকল গোপীগণ কেঁকায়
বলে চল চল যাব আমরা কংস রাজার ঠাঁই ২০
কৃষ্ণের অভিতাপে আর জাতি কুল নাই।
কৃষ্ণ বলে বারে বারে তোমরা দিওনা কংসের তুলনা
আমি শিশুকালে বধেছি কংসের ভগিনী পূতনা।

৮ পিতলের ছোঁয়ানি—পিতল দিয়া বাঁধানো।
১৮ কেঁকায়—চীৎকার করে।

বলে, পুরুষ বট শ্যাম নাগর সব তোমার সাজে
আমরা যদি পুরুষ হতাম মরে যেতাম লাজে। ২৫
পরের নারীর বসন লয়ে কেবা ডালে বাঁধে।
জলখেলা সাঙ্গ হল, সকল গোপী গৃহে চলে যায়।
তখন সাজ সাজ বলে বড়াই নগরে দিল সাড়া
বড়াই বুড়ীর যাত্রায় সাজিল গোপের পাড়া।
কে কে যাবি গোপী সকল তোমরা মথুরার হাটে চল ৩০
তখন রাধে বলে ওগো দধির ভার লবে কে?
বলে নন্দের বেটা চিকণ কালা ওকে দধির ভার লয়ে দাও
স্তুভ স্তুবর্ণার বাঁকখানি বেল্ল পাটের শিকে
কৃষ্ণের কাঁধে ভার দিয়ে গো লয়ে চলিল রাধিকে।
আমাদের যেথায় না বিকাবে দধি সেথায় নিয়ে যাব ৩৫
মনের সহিত তোমায় নগরে ঘুরাব।

ভারবহন

কৃষ্ণ বলছে আমরা তো বইনা ভার জগতেরি সার
রাধা-প্রেমের জন্য তাইতে কাঁধে বইছি ভার।
তখন দধি দুগ্ধ ছানা মাখন লয়ে চলিল
দানখণ্ডে গিয়ে তখন উপস্থিত হইল। ৪০

দানলীলা

শীঘ্রগতি পার কর কানাই তুমি বেলাপানে চেয়ে
দহি দুগ্ধর সময় যাচ্ছে ব'য়ে।
দুগ্ধের লব পণ পণ নবনীর লব বুড়ি
কড়া কম্‌তি হলে আমি মারব চোঙ্গার বাড়ি।
বড়াই ব'লে কাজ নাই কানাইয়া কৃষ্ণ তোমার ভাঙ্গা না ৪৫
ডরাইছে গোপের নারী কপালে মারে ঘা।
কৃষ্ণ বলে ভাঙ্গা নয় টুটা নয় ভক্তি-ভাবের তরী
হস্তী ঘোড়া পার করেছি ওগো শ্রীরাধা কত ভারী।

২৮-৫৪—দ্রষ্টব্য ৩ (৩৫-৫৫); ৪ (২৯-৫৬)।

৩৩ বেল্লপাটের সিকে—[বিল্ল=জলাভূমি] জলাভূমিতে উৎপন্ন একপ্রকার পাট হইতে প্রস্তুত শিকা দ্রষ্টব্য ১ (৭৬)।

৪৫ ভাঙ্গা না—ভাঙ্গা নৌকা।

সব সখীকে পার করিতে লিব আনা আনা
শ্রীরাধাকে পার করিতে লিব কানের সোনা। ৫০
সোনা লাও শাড়ী লাও সকল দিতে পারি
তবু তো দুকূল যমুনার জলে হেঁটে যেতে নারি।
এই ঘাটের নৌকাখানি ওঘাটে লাগাল
মথুরায় গমনে সকল গোপী চলিল।
মথুরাতে গিয়ে গোপী করে বেচা কেনা ৫৫
দ্বারে বাজছে নহবতখানা প্রেম কাঙ্গালী যেতে মানা।
ডাকিলে উত্তর মেলে না বুঝি বিষয় পেল
এইখানে সকল খেলা সাঙ্গ হয়ে গেল। ৫৮

[কুসুমযাত্রা-নিবাসী শশিভূষণ চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ]

(৬)

দানখণ্ড

নিত্য নিত্য যাও তুমি সকলে ভাঁড়াইয়া
বিরলে পেয়েছি তোমায় না দিব ছাড়িয়া।
নিত্যি নিত্যি যাই আমি করি বেচাকিনি
কভু তো শুনি নাই ঠাকুর ঘাটের মহাদানী।
ঘাটের ঘেটেল আমি পথের মহাদানী ৫
আজ দানের সতো কেড়ে লোব তোদের রাধা বিনোদিনী।
দুগ্ধের লোব পণ পণ নবনীর লোব বুড়ি
কড়া কম্‌তি হলে মারব চোঙ্গার বাড়ি।
কাজ নাই কানাইয়া নাগর তোমার ভাঙ্গা লা

৫ ঘেটেল—ঘাটিয়াল; নদীর ঘাটের পথরক্ষক এবং শুল্ক বা মাশুল আদায়কারী।
মহাদানী—মাশুল আদায়কারী সর্ব্বোচ্চ পদস্থ ব্যক্তি। [দান—শুল্ক বা মাশুল]।
৬ সতো—সহিত, সঙ্গে।

ডরাইছে গোপের কন্যা কপালে মারেন ঘা। ১০
সব সখীকে পার করিতে লিব আনা আনা।
শ্রীরাধাকে পার করিতে লিব কর্ণের সোনা
বড়াইকে পার করিতে লিব পাটের শাড়ী।
সাড়ী লাও সোনা লাও সকলি দিতে পারি
তবু তো দুকূল যমুনা হেঁটে যেতে নারি। ১৫
এ ঘাটের নৌকা তখন ও ঘাটে লাগাইল
নৌকাতে পার হয়ে সখীরা মথুরায় চলিল। ১৭

(৭)

কৃষ্ণ-অবতার

কিরূপে জন্মিল হরি দৈবকীর উদরে
(ওগো) নানা রঙ্গে করেন খেলা কদম্বেরি তলে।
কানিয়া কদম্বমূলে নাগরিয়া থানা
বনফুলে গেঁথে কৃষ্ণের গলে মালা।
হাত বাঁকা পায় বাঁকা যার বাঁকা মাজাখানি
চরণে নূপুর বাঁকা চূড়ার টান্সুনি।
চূড়া বাঁধে মন ছাঁদে ব্রজের অলকা দুলালী
তা দেখে সব ভুলে গেল ব্রজেরো গোপিনী।
কোন চূড়া শ্বেত লেত কোন চূড়া কালী
গঙ্গাজল নাম, চামরে আউটত বালী। ১০
একেতে বিদুর বৈষ্ণম, কৃষ্ণপ্রেমে ভোলা
কৃষ্ণের হাতে দিয়ে চোঁকা ভূমে ফেলে কলা।
শ্রীকৃষ্ণ-বিদুর-সংবাদ
ভূমেতে পড়িল কলা বিদুর নয়নে হেরিল
কৃষ্ণের রাতুল চরণ ধরিয়া তখন কাঁদিতে লাগিল।

১১ ভোল—বিভোর।
১২ চোঁকা—খোসা।

একে ত বিদুর বৈষ্ণম না কাঁদিয় তুমি। ১৫
ভূমেতে পড়ুক কলা কুড়িয়ে খাব আমি।
বিদুরকে চাইতে ভক্ত বিদুরের মা
নিরবধি বল রে বাপ কৃষ্ণ ভজ গো।

বস্ত্র-হরণ

পাহাড়ে বসন রাখিয়ে গোপীগণ শেয়ানে নামিল
জলখেলা করিতে সখীগণ সব পাহাড় পানে চায়। ২০
একে একে গোপীদের বসন কানাই ডালেতে বাঁধিল।
ঝড় নাই, ঝঙ্কর নাই, মোদের বস্ত্র কেবা হরে?
নন্দের বেটা চিকণ কালা বসন চুরি করে।
কেউ কাঁদে জলে ব'সে কেউ পাহাড়ে
কেউ কেউ কাঁদিছে কৃষ্ণের রাতুল চরণে ধরিয়ে,— ২৫
কাপড় দাও হে নির্লজ্জ কানাই, বস্ত্র দাও হে পাড়িয়ে
আজ হইতে হব ঠাকুর তোমারই রমণী।
কাপড় না দিলে যাব কংস রাজার ঠাঁই
কংসের তাপিতে গোপীদের জাতবিচার নাই।
বারে বারে কি দিস্ রাধে কংসের তুলনা ৩০
শিশুকালে বধেছি কংসের ভগিনী পূতনা।
সাজ সাজ বলিয়ে বড়াই নগরে দিলেন সাড়া

বড়াই বুড়ীর যাত্রা

বড়াই বুড়ীর যাত্রায় সাজিলেন গোয়ালপাড়া।
বার করিলেন নাশ-পেটারী ঘুচাইলে ঢাকুনী
হস্তভরে বাহির করিলেন স্বর্ণার চিরুণী। ৩৫
স্বর্ণার চিরুণী আনি নখকে চিরে নিল
মলঙ্গে মাথার কেশকে তেলেতে ভিজাইল।
কেশগুলি আঁচুড়ে রাধে করেন গোটা গোটা
তাহার মধ্যে সুবিধ করে চন্দনের ফোঁটা।
শ্বেত স্বর্ণার বাঁকখানি, ওগো বেলুন পাটে শিকে ৪০
কৃষ্ণের কাঁধে দিয়ে ভার চলেছেন রাধিকে।

১৯ শেয়ানে—সিনানে বা স্নানে।
৩৩ যাত্রায়—বার্তায়, কথা বা আজ্ঞা পাইয়া।
৩৪ নাশ-পেটারী—বেশ-বিন্যাস করিবার দ্রব্যাদি সম্বলিত পেটারী।

ভারবহন

ভার কভু বই নাই আমি জগতেরি হরি
দুরন্ত বেঁকের জ্বালায় কন্ধ জ্বলে মরি।
রাধিকে বলে ঠাকুর খেয়েচো রাধির কড়ি হয়েছ বিগারী
আজ কেন বলো দীননাথ ব্রজে ভার বইতে নারি। ৫৫
ভারখানি নামিয়ে বসিল বনমালী
মুখে বসন দিয়ে হাসে চন্দ্রাবলী।

দানলীলা

ই ঘাটের দানী ঠাকুর কবে হলে দানী
দান দিয়ে নৌকায় চাপ রাধে বিনোদিনী।
সব সখীকে পার করিতে লিব আনা আনা ৫০
শ্রীরাধিকে পার করিতে লিব কানের সোনা।
সোনা লাও সাড়ী লাও ঠাকুর আমি সব দিতে পারি
মধ্যে দরিয়ায় তবু হেঁটে যেতে নারি।
তা শুনিয়া পার করে দিল।
একে একে গোপীগণ সব মথুরায় চলিল। ৫৫

[পাসুরিয়া-নিবাসী পঞ্চানন চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ]

(৮)

কৃষ্ণ-অবতার

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু, গোপেশ্বর, গোপকান্ত, রাধাকান্তং
নমস্তিতং পদে।
কৃষ্ণ ভাব, কৃষ্ণ চিন্তা, কৃষ্ণ কর সার
যে ধরিয়া না ভজিবে, নন্দেরি কুনার।
কদম্বতলাতে কৃষ্ণ মুরারি বাজায়
রাধামাধব তারা তম্বুলা জোগায়।

৪৩ বেঁকের—বাঁকের বা ভারের।
৪৮ দানী—মাশুল আদায়কারী [দান—শুল্ক বা মাশুল]।

রাধা জোগায় তম্বুলা, ত্রিমলা করে পাখা ৫
ময়ূরের পশ্চাতে অনেকে করে শোভা।
বিন্দাবনের তরুলতায় এড়িবেড়ি যায়
ভ্রমরা ভ্রমরি তারা কৃষ্ণগুণ গায়।
বিন্দাবনের পক্ষগুলি বড় পূর্ণমান
দিবারাত্র তারা করে কৃষ্ণগুণগান। ১০
কৃষ্ণনাম পরমপদ যেবা নরে পূজে
কৃষ্ণনাম করি ঢাল যে জন যমের সঙ্গে যোঝে।
অনন্তশয়নে হরি শয়ন করিল
লক্ষ্মী এসে পদসেবা করিতে লাগিল।
তেত্রিশ কোটী দেবতা করিয়ে যুকতি ১৫
বলে অসুর মার, হে গদাধর রাখ হে সৃষ্টি।
দেবতাদের কথা প্রভু ঠিলিতে নারিল
জয়া বিজয়া দুই জন সঙ্গে করে লইল।
জয় জয় বলে প্রভু মর্ত্তে দিলেন পা

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম

প্রথমে দৈবকীর ঘরে কৃষ্ণ তোলেন গা। ২০
খাট পেড়ে দৈবকী সুনিদ্রা যায়

দৈবকীর স্বপ্ন

শিয়রে থাকিয়ে হরি চৈতন্য জানায়।
তোমার গর্ভেতে দাওগে কৃষ্ণেরে ঠাঁই।
দৈবকী স্বপনেতে কহিছেন কাহিনী
যে আমার গর্ভেতে নাহি স্থলখানি। ২৫
সাতপুত্র স্থল দিলাম কংসে বধিল
তোমাপুত্রে স্থল দিলে কতই পাব সুখ।
আমাপুত্র স্থল দিলে বড়ই পাবে সুখ
বধিব পাটের রাজা নরপতি কংসাসুর।
ক্ষত্রিয় মারিয়া আমি নিক্ষত্রি করিব ৩০
বলি রাজার ছলিতে পাতালপুরী যাব।

৯ পক্ষ—পক্ষী।
১২ কৃষ্ণনাম করি ঢাল—কৃষ্ণনামকে আত্মরক্ষার উপায় করিয়া।

গর্ভবাস

এতেক বলিয়া কৃষ্ণ স্থল নাহি পেল
শ্বেতমাছির রূপ ধরি গর্ভেতে পূজিল।
এক মাস, দুই মাস, শুনি কানাকানি
পঞ্চমী গর্ভেতে মায়ের লোকে জানাজানি। ৩৫
সপ্তমী গর্ভেতে তখন রাজারে শুনিল
নাগডণ্ড, কালডণ্ড পহরা রাখিল।
জগদ্দল পাথর বসুর বুকে চাপাইল
গর্ভপূজা করিতে নারদ মুনি এল।
গর্ভে হতে শ্রীহরি কহিছেন কাহিনী ৪০
বলে ও নারদ ভাদুরী অষ্টমী দিনে কৃষ্ণের জনম
তামাম মথুরা সব শিলে বরিষণ।
মারিবে কংসের চর না পাইয়া চেতন
এতেক বলিয়া নারদ বিদায় হইল।
গর্ভে হতে শ্রীহরি ভূমিস্তে পড়িয়া চতুর্ভুর্জ হলেন। ৪৫
আচম্বিতে বসুদেবের বন্ধন খুলে গেল।
বার হয়ে দেখ বসু বাধে কোন অনুবাদ
আজ আমারে লয়ে চলো নন্দালয়।
বসুদেব আসিয়া ছওয়াল কোলে লইল

যমুনা পার

যমুনার ধারে প্রভু আসি ভাবিতে লাগিল। ৫০
হেথা মাতা দুর্গা নবী অন্তরে জানিল
শৃগালের রূপ ধরি যমুনা পার হইল।
সেই অনুসারে বসু জলেতে নামিল
সপ্তত তালগাছ জল একুই হেঁটো হল।
হাত ফুঁকুলে কৃষ্ণচন্দ্র জলেতে পড়িল ৫৫
পদ্মপুষ্পের উপরে কৃষ্ণ খেলিতে লাগিল।

৩৮ জগদ্দল—অত্যন্ত ভারী প্রস্তর।
৪১ ভাদুরী—ভাদ্রমাসের।
৪৭ অনুবাদ—প্রতিকূলতা (অনু=পশ্চাৎ, বাদ=বিবাদ)।
৫৪ একুই হেঁটো—এক হাঁটু পরিমাণ (অর্থাৎ জলের গভীরতা হাঁটু পর্য্যন্ত)।
৫৫ হাত ফুঁকুলে—হাত ফসকাইয়া।

বসুদেব দেখে কাঁদিতে লাগিল
ব্রাহ্মণের কান্না প্রভু সহিতে নারিল।
লম্ফ দিয়ে কৃষ্ণ কোলেতে উঠিল
নিশিযোগে নন্দালয়ে ছওয়াল বদল করিল। ৬০
পুত্র বদল দিয়া বসু কন্যা বদল লিল
সেই কন্যা আসি দৈবকীর কোলে দিল।
দৈবকী বলে যে আমার ঘরের সোনার চাঁদ
কার ঘরে দিল, কার ঘরের পোড়ামুখী মোর কোলে দিল।
ছওয়াল ওঁয়া-চোঁয়া করে কাঁদিতে লাগিল ৬৫
কুড়িটা অসুর এসে পুরীটা ঘেরিল।
দৈবকীর কোলের ছওয়াল কাড়িয়া লইল
ধোবার পাটে আছিরে মারিতে হুকুম হইল।
হাত ফুকুলে মহামায়ী স্বর্গবাহিনী হইল।
স্বর্গবাহিনী কহিয়ে যায় ৭০
আমারে মারিতে তোরা বীর জন্মিলি
তোদের রাজাকে যে মারিবে, সে গোকুলে জন্মিল।
তখন কাঁদে রাজা খাটে আর গা
বোন বোন পূতনা ক'রে ঘন ছাড়ে রা।
এসো বোন বসো বাটা স্তম্বুল খাবে ৭৫
শিশুকালে গিয়ে কৃষ্ণরে বধিবে।
একে বোন পূতনা রাজা আজ্ঞা পেল
বিষের স্তন দুটি নির্ম্মাণ করিল।
সই সম্বা ক'রে গেল নন্দের বাড়ী
বলে সই তোমার ঘরের কেমন ছওয়াল দাও মোর কোলে। ৮০
নির্বুদ্ধির গোয়ালার মেয়ে বুদ্ধি নাইকো ঘটে
শ্রীপুত্র লয়ে দিছে, পূতনারি কোলে।

৬৮ ধোবার পাটে ইত্যাদি—ধোপার কাপড় কাচিবার পাটাতে আছাড়িয়া মারিবার
৬৯ ফুকুলে—ফস্কাইয়া
৭৫ স্তম্বুল—তাম্বুল, পান; বাটা—তাম্বুল রাখিবার পাত্র
৭৯ সই সম্বা ক'রে—সই সম্বন্ধ পাতাইয়া

কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান, অন্তরে জানিল
আমাকে মারিতে আজ পূতনা মাসী এল।
কর স্তনপান কৃষ্ণ কর স্তনপান ৮৫
চুমকারির ঘায়ে পূতনার বধিল পরাণ।
পড়ল বিটী পূতনা আশাবন্ধ গেল দুর
এমতে প্রকারে মরে দাতার শত্তুর। ৮৮

[বনকাপাসী নিবাসী উপেন্দ্রচন্দ্র চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ]

(৯)

ব্রজলীলা

কানাইয় কদম্বমূলে নাগরিয় থানা
বনের বনফুল গেঁথে হরির গলে বনমালা।
হাত বাঁকা পায় বাঁকা বাঁকা মাজাখানি
চরণের নেপুর বাঁকা যেন চূড়ার সাজুনী।
বাঁধিল বিনোদের চূড়া ময়ুরপুচ্ছ দিয়ে ৫
নবরঙ্গ মালতীর মালা দিচ্ছেন চূড়াতে বেড়িয়ে।
পরের নারীর বসন ধরে সদাই বল বস
নিজের কড়ি ভেঙ্গে ঠাকুর বিয়ে নাইকো কর।
বিয়ে করব কি হে রাধে, তাই নাইকো দায়
তোমার মত রসবতী খুঁজলে কোথা পাই? ১০
আমার মত রসবতী খুঁজলে কোথা পাবে
গলাতে কলসী বেঁধে যমুনায় ঝাঁপ দিবে।
চারি কড়ার বাঁশী নয় ঠাকুর পিতলের ছোঁয়ানী
ধারে ধারে লেখা নাম রাধে কলঙ্কিনী।

৮৬ চুমকারি—চুমকের টানে
৮৭ বিটী– কন্যা, মেয়ে (এখানে অবজ্ঞাসূচক শব্দ)
৮ নিজের কড়ি ভেঙে—নিজের পয়সা খরচ করিয়া
১৩ পিতলের ছোঁয়ানী—পিতল দিয়া বাঁধা

বৃন্দাবন করিলেন হরি, বৃন্দাবন করিলেন। ১৫
বৃন্দাবনের তরুলতা এড়ি বেড়ি যায়
ভ্রমরা ভ্রমরী তারা কৃষ্ণগুণ গায়।
পাহাড়ে বস্ত্র থুয়ে গোপীকাগণ জলখেলা করে
কোথা ছিল চোরা কানাই, গোপীদের বস্ত্র চুরি করে।
স্নান করে গোপীকাগণ পাহাড় পানে চায় ২০
শুখান বস্ত্রগুলি দেখিতে না পায়।
ঝড় নাই বাতাস নাই যে বস্ত্র উড়ে যাবে
নন্দের বেটা চিকণ কালা হরি ও বসন চুরি করে।
বস্ত্র বস্ত্র করে সখীরা করেগো চীৎকার
কদম গাছে চেপে হরি বাঁশরী বাজায়। ২৫
কেউ জলে বসে, কেউ কাঁদে পাহাড়ে।
বস্ত্র দাও হে নির্লট কানাই বস্ত্র দাও হে
কাপড় দাও হে পরি
শুখান বস্ত্রে যেন দেখো না মুছ কালী।
কাল কাল বলিস না ও গোয়ালার ঝি ৩০
বিধাতা করেছে কাল আমার সাধ্য কি ?
বস্ত্র দাও ওহে ঠাকুর কাপড় দাও পরি
আজ হতে হলেম ঠাকুর আপনার চরণের দাসী।
বস্ত্র যদি না দেবে যাব কংস রাজার বাড়ী।
বারে বারে কি দাও রাধে কংসেরি তুলনা ৩৫
শিশুকালে বধ করেছি কংসের পূতনা ভগিনা।
কংসের বিচারে সখীদের জাত-কুল নাশ।
ওই কথা বলে সখীদিকে কাপড় দিল পেড়ে
কার কোন্ বস্ত্র রাধে লাও হে চিনে।
সাজ সাজ বলে বড়াই নগরে দিছে সাড়া ৪০
বড়াই বুড়ীর বার্তা শুনে সাজে গোয়ালপাড়া।

২৭ নির্লট—নির্লজ্জ, নিলাজ বা বেহায়া

বার করিল নাশ-পেটারী খুলিল ঢাকুনী
হস্ত ভরে বাহির করে সুবর্ণার চিরুনী।
সুবর্ণার চিরুনী আনি নখে চিরে দিল
গঙ্গাজলি মাথার কেশ তেলেতে ভিজাইল। ৪৫
কেশগুলো আঁচুড়ে রাধে করে গোটা গোটা
তাহার মধ্যে তুলে নিছে যেন সিন্দূরিয়া টোপা।
নাশ-বেশ করে সখীরা দধির পসরা নিচ্ছে মাথে
চলিল গোয়ালার কন্যে ওগো মথুরারি পথে।
শুভ সুবর্ণার বাঁকখানি বেলুল্যা পাটের শিকে ৫০
কৃষ্ণের স্কন্ধে দধির ভার চলিছে রাধিকে।
আগেতে সুন্দরী রাধে পেছুতে বড়াই
বাঁকখানি লয়ে যায় শ্রীনন্দের কানাই।
তরুতলে ভার নামাইয়া বলে হরি হরি
শ্রীরাধিকার প্রেমের ভার কন্ধ জ্বলে মরি। ৫৫
ঠাকুর খেয়েছ রাধিকার কড়ি, হয়েছ বিগারী
আজ কেন বললে ছাড়বো ভার বইতে নারি।
দইএর লোবো পণ পণ দুধের লোবো কড়ি
এক কড়া কমি হলে মারবো চোঙ্গার বাড়ি।
যে-না দেশে বিকাবে সেই-না দেশে যাব ৬০
মনেরি উল্লাসে শ্যামকে নগরে ফিরাব।
পার কর কাণ্ডারী হরি আমার বেলা পানে চেয়ে
দধি দুগ্ধ নষ্ট হল সময় যাচ্ছে ব'য়ে।
নিত্য নিত্য যাও বড়াই দানীকে ভাঁড়িয়ে
পেয়েচি তোমার নাগাল বিরলে বসিয়ে। ৬৫
আজ না দিব ছাড়িয়ে এ ঘাটের দানী ঠাকুর
কভু নাইকো শুনি
দান দিয়ে চেপে যাও রাধে বিনোদিনী।

---

৪২ নাশ-পেটারী—বেশ-বিন্যাসের দ্রব্যাদি সংরক্ষণের পেটরা

৬০ না—'না'-শব্দ এখানে নিষেধার্থক নহে। উক্ত কথায় জোর দিবার জন্ত এই ভাবে ব্যবহৃত হয়।

৬৮ দান—মাশুল বা শুল্ক

যাবার বেলাতে দানের কড়ি পাতি নাই
আসবার বেলাতে দানের যৌবন করব দান। ৭০
হাতে ধরে সখীদিকে নৌকাতে বসাইল।
কোথা রাখচে দধি কোথায় রাখচে পা।
ওগো ডরাইচে গোয়ালার কন্যে কপালে মারচে ঘা
লাজ নাই কানিয়া কৃষ্ণ তোমার ভাঙ্গা লা।
কাঠের দেশে থাক ঠাকুর কাঠের কিবা দুঃখ ৭৫
ভাঙ্গা লায়ে খেয়া দিতে কতই পাচ্ছেন সুখ।
ভাঙ্গা লয় চুরা লয় অসুরিয়া কাঁড়ি
হস্তী ঘোড়া করেচি পার রাধে কতই ভারী।
সব সখীকে পার করিতে লিব আনা আনা
ওগো শ্রীমতীকে পার করিতে কানের লিব সোনা। ৮০
সব সখীকে পার করিতে লিব বুড়ি বুড়ি
ওগো শ্রীমতীকে পার করিতে লিব পাটের সাড়ী।
সাড়ী লাও সোনা লাও সকলি দিতে পারি
এ দরিয়ার মাঝে ঠাকুর হেঁটে যেতে নারি।
এ ঘাটের তরী উ ঘাটে লাগিল ৮৫
মথুরায় যাবার বিলম্বে দধি উড়িয়া গেল।

৭৬ ভাঙ্গা লায়ে—ভাঙ্গা নৌকায়

৭৮ অনুরূপ পদ—

দুকূলে বহিছে বায় কাঁপিছে রাধার গায়
নন্দসুত নবীন কাণ্ডারী।
তরণী নবীন নয় ভার দিতে করি ভয়
ভাঙ্গা নায় বসিতে না পারি॥
হাসি বলে গোবিন্দাই পার হবে ভয় নাই
অশ্বগজ কত করি পার।
দেবতা গন্ধর্ব্ব কত পার করি শত শত
যুবতীর যৌবন কত ভার॥ (বংশীদাস

৮১ বুড়ি বুড়ি—প্রত্যেক সখীর জনপ্রতি ৫ করিয়া কড়ি

কাল কৃষ্ণ ধলা গাভী দুইছে মনের সুখে
চোঙ্গাতে দধি নাহি আঁটে ঢালে চন্দ্রমুখে।
তালবন তমালবন মধুবনের মধু খেয়ে
রাখালগণ ঢলে ঢলে পড়ে। ৯০
শিঙ্গায় করে জল এনে ছিদামের মুখে দিল
এক লক্ষ গাভী দাদা বলরাম ঘুরাইল।
দে রে ভাই শিঙ্গায় শান
ঘরে আছে নন্দরাণী শুনে জুড়াক রে জীবন।
কালীদহে ঝাঁপ দিয়ে তুলিবে কখন ৯৫
আহার বলে কালীনাগ ঘেরিল সকল।
নাগবতীর কন্যাগুলি উপস্থিত হ'ল
ওগো নাগেরি মস্তকে ঠাকুর নাচিতে লাগিল।
আমার কি ক্ষণে হইল দেখা
শ্যাম-বিনোদিনী রাধা কি ক্ষণে হইল দেখা। ১০০

[দাদপুর নিবাসী ভূপতি চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ]

(১০)

কৃষ্ণলীলা

বটপত্রে ভেসেছিলেন প্রভু নারায়ণ
চরণসেবা তাঁর করেছিলেন লক্ষ্মীঠাকরুণ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম চতুর্ভুজ ধরা
মকর কুণ্ডল প্রভুর গলে বনমালা।
হাতে বেড়ী পায়ে বেড়ী বুকেতে পাষাণ
বন্দীশালে কারাগারে কংসের আছে চিরকাল।
শিয়রে বসিয়ে নারায়ণ স্বপন দেখায়—
কত নিদ্রা যেছ মা দৈবকীর রায়।
তোমার গর্ভে আমাকে তিলেক মাত্র দিবে ঠাঁই

৮৭-৮৮ দ্রষ্টব্য ৪ (৬৩-৬৪)
৮৮ আঁটে—সঙ্কুলান হয়

ছয় পুত্র হ'ল কংশ মারিল কাছিরে ১০
তোমাকে থল দিলে আমার কিবা লভ্য হবে।
আমাকে থল দিলে মা তুই বড়ই পাবি সুখ
পাছে রাজা বধ করিব নর কংসাসুর।
কোন মতে কৃষ্ণ থল নাহি পেল
শ্বেত মাছির রূপ ধ'রে গর্ভেতে প্রবেশিল। ১৫
হাতের বেড়ী পায়ের বেড়ী বুকের পাষাণ খসিয়া পড়িল
যতগুলি কংসের সেনা সুখে নিদ্রা গেল।
পঞ্চম মাসে লোকে সব করে কানাঘুষি
ছ-মাসে ন-মাসে গর্ভ হ'ল জানাজানি।
দশ মাস দশ দিন পরিপূর্ণ হ'ল ২০
ভাদ্র অষ্টমীর দিনে কৃষ্ণ জন্ম হ'ল।
দৈবকীর কাঁদনে গাবিনী গাব ছাড়ে
হেরো হেরো গাছের পাতা সব খসে খসে পড়ে।
ফলে ফুলে যখন কৃষ্ণ ভূমিস্তে পড়িল
দাইরূপে বসুমতী হস্ত পেতে নিল। ২৫
সুবর্ণার চাকুতে কৃষ্ণের নাড়ি ছেদন করে
জাঁওলে জাঁওলে দিল ওগো বসুদেবের কোলে।
বসুদেব কংসের ভয়ে লুকাইতে যায়
নন্দালয়ে নন্দ ঘোষের ঘরে।
ছিপি ছিপি জল হয় ঘরে অন্ধকার ৩০
পাতালে নাগ বাসুকী ঠাকুরকে ছত্র ধরে যান।
যমুনার ধারে দেব দরশন দিল
ঠাকুরকে দেখে যমুনা উতলতে লাগিল।

১০ কাছিরে—কাছাড় বা আছাড় মারিয়া
২২ গাবিনী গাব ছাড়ে—গর্ভিণীর গর্ভপাত হয়
২৩ হেরো হেরো—তাজা তাজা
২৪ ভূমিস্তে—ভূমিতে
২৭ জাঁওলে জাঁওলে—১ (২১)

বসুদেব দেখে যমুনা ভাবে মনে মনে
দশ মাস দশ দিন ছিলেন ঠাকুর দৈবকীর উদরে। ৩৫
আমার গর্ভে স্নান কর ভাগ্যে হোক আমার
কোন মতে বসুদেব পার নাহি পেল।
শৃগালমূর্ত্তি হয়ে ভগবতী যমুনা পার হইল
শৃগালের নামা দেখে বসুদেব যমুনায় পা দিল।
হাত পিছুলে কৃষ্ণ যমুনায় পড়িল ৪০
মা যমুনা পুত্র বলে ঠাকুরকে কোলে কোরে নিল।
আঁকাবাঁকি করে বসুদেব হাতড়াতে লাগিল
যমুনাকে কোল দিয়ে দুই বাহু তুলে দিল।
বাহু তুলে কোলে কোরে নন্দালয়ে নন্দ ঘোষের ঘরে
দরশন দিল।

৪২ আঁকাবাঁকি করে—অতিশয় ব্যস্ত হইয়া

৪২ হাতড়াতে—খুঁজিতে

৪৫-৫৭ নন্দোৎসব উপলক্ষে শিবাই বা শিবানন্দ দাস রচিত একটি পদ ইতিপূর্ব্বে (৩ পৃঃ) উদ্ধৃত হইয়াছে; আর একটি পদ উদ্ধৃত হইল।

জয় জয় ধ্বনি ব্রজ ভরিয়া রে।
উপনন্দ অভিনন্দ সনন্দ নন্দন নন্দ
পঞ্চ ভাই নাচে বাহু তুলিয়া রে॥ ধ্রু॥
যশোধর যশোদেব সুদেবাদি গোপসব
নাচে নাচে আনন্দে ভুলিয়া রে
নাচে রে নাচে রে নন্দ সঙ্গে লৈয়া গোপবৃন্দ
হাতে লাঠি কান্ধে ভার করিয়া রে॥
খেলে নাচে খেলে গায় সূতিকাগৃহেতে ধায়
ফিরয়ে বালক মুখ হেরিয়া রে।
দধি দুগ্ধ ভারে ভারে ঢালয়ে অবনী পরে
কেহ শিরে ঢালে দধি ভুলিয়া রে॥
লগুড় লইয়া করে আওল ধীরে ধীরে
নন্দের জননী নাচে বরিয়সী বুড়ী রে॥
যত বৃদ্ধ গোপনারী জয়কার ধ্বনি করি
আশিস্ করয়ে শিশু বেঢ়িয়া রে॥
নর্ত্তক বাদক কত নাচয়ে শত শত
ধেনু ধায় উচ্চ পুচ্ছ করিয়া রে।
ভোর হইল গোপ সব অপরূপ নন্দোৎসব
এ দাস শিবাই নাচে ফিরিয়া রে॥

কি আনন্দ হ'ল বড় ও গো কি আনন্দ হ'ল
গোয়ালার ঘরে গোবিন্দ জন্ম নিল।
এলো রে বড়াই বুড়ি হাতে নিয়ে লড়ি
নাতিনী হয়েছে বলে যায় গড়াগড়ি।
গোয়ালা এল ধেয়ে আরে গোয়ালিনী এল ধেয়ে
হাতে লড়ি কাঁধে ভার নাচে থেয়ে থেয়ে। ৫০
গোয়ালার ব্যবহার দই ঢালে ভারে ভার
কাদা হ'ল নন্দেরি আগনে রে ভাই।
শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র
গোকুলে গোয়ালা নাচে পেয়ে রে গোবিন্দ।
নন্দের দুলাল নাচে কোলে ক'রে কানু ৫৫
ব্রাহ্মণের উপরে যায় নবলক্ষ ধেনু।

---

৫১ ব্যবহার—রীতি
৫২ আগনে—আঙ্গিনায়

৫২—

(ক)

গোপ গোপীগণ দধি ঘৃত মাখন
ঢালত ভারাহি ভার।
কহ শিবরাম সকল দুঃখ মিটন
আনন্দে কো করু পার॥

(খ)

দধি ঘৃত নবনী হরিদ্রা হৈয়ঙ্গব
ঢালত অঙ্গন মাঝে।
কহ শিবরাম দাস আনন্দে নাচত
গাওত ব্রজনব-রাজে॥ (—শিবরাম)

৫৫-৫৬—

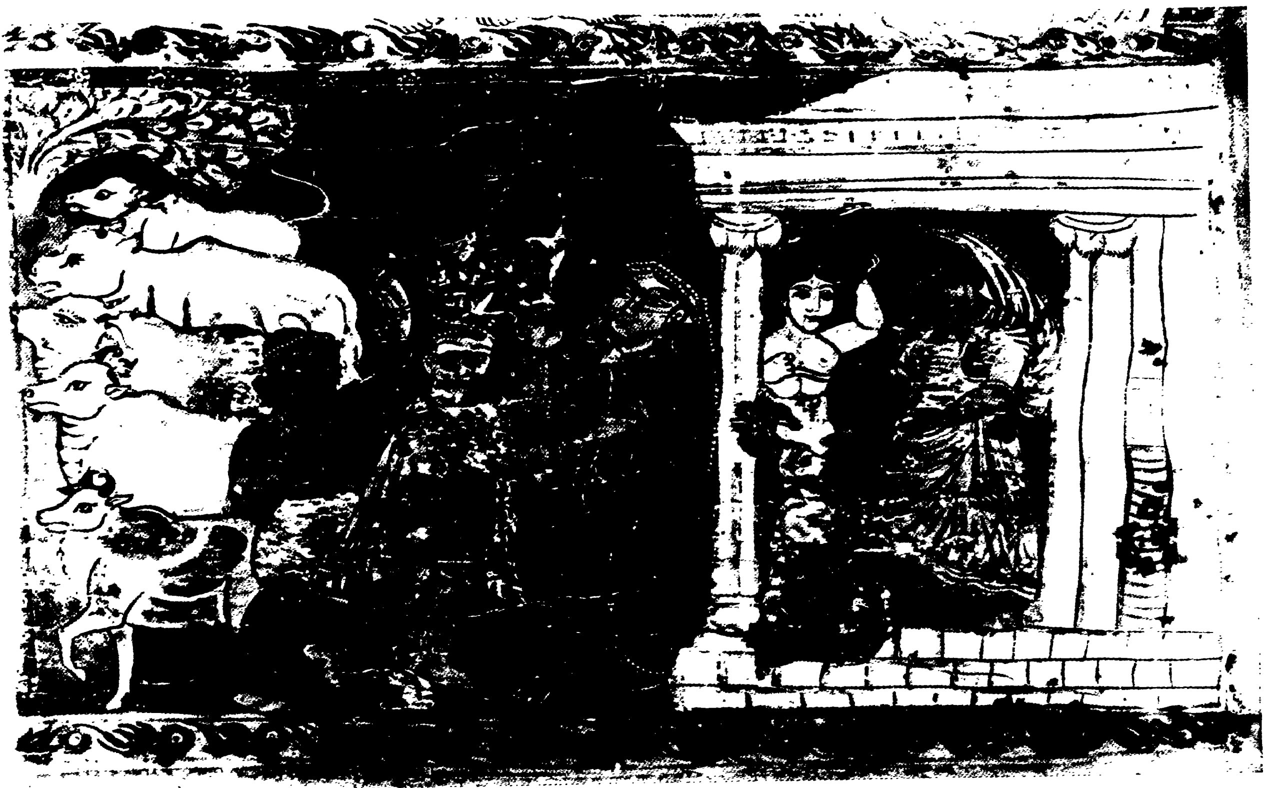
লক্ষ লক্ষ গাভীবৎস অলঙ্কৃত করি।
ব্রাহ্মণে করয়ে দান আপনা পাসরি॥
গায়ক ব্রাহ্মণ ভাট করে উতরোল।
দেহ দেহ নেহ নেহ শুনি এই রোল॥ (—উদ্ধবদাস)

৫৬—অনুরূপ পদ

বিপ্রবৃন্দমভূদলঙ্কৃতিং গোধনৈরপি পূর্ণম্।
(বিপ্রবৃন্দ অলঙ্কার ও গোধনের দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়াছিল)

নন্দরাণী দই ঢালে নন্দেরি শিরে
হেন সময়ে খবর দিল কংসেরি হুজুরে।
করণে-পুত্তুর জন্ম নিল রাজা দৈবকীর উদরে
করণে-পুত্তুর মার কাছিরে রজকের পাষাণে। ৬০
এক কাছাড় দুই কাছাড় তিন কাছাড় মেল
হাতের কায়া হাতেই থাকল, শঙ্খচিল হয়ে ভগবতী
উড়িতে লাগিল।
আমাকে মারবি রাজা তুমি বরাবর
তোকে যে মারবে তার গোকুলে হবে ঘর।
পূতনা পূতনা বলে ডাকিতে লাগিল ৬৫
ঘরে ছিল পূতনা বাটীর বাহির হল।
এস গো পূতনা বাটার তম্বল খাবি
গোকুল বৃন্দাবনে জন্ম নিল তাকে বধ করে আসবি।
কংসের আজ্ঞা পেয়ে পূতনা বিষের স্তন নির্ম্মাণ করিল।
গোকুল বৃন্দাবনে পূতনা দরশন দিল। ৭০
নন্দ গেল বাতানে যশোদা গেল জলে
খালি ঘর পেয়ে কৃষ্ণ উঠিছে কাঁদিয়ে।
আঁকা বাঁকি করে কোলে করে নিল
মাসীমা মাসীমা বলে কোলে চেপে এল।
বিষেরি স্তন পূতনা ঠাকুরকে খাওয়াতে লাগিল ৭৫
এক চোঁয়ে পূতনা বধ হল।
পূতনা মল ছুতনা করে শব্দ গেল দূরে
হেন সময়ে খবর গেল কংসেরি হুজুরে।

৬০ করণে-পুত্তুর—কন্যা-সন্তান
৭৬ চোঁয়—চুমুকে
৭৭ ছুতনা—ওজর, অবলম্বন বা অছিলা
৭৮ কংসের হুজুরে—কংসের নিকট



গোষ্ঠ-লীলা

চূড়া দিল ধড়া দিল পাচুনি দিলেন হাতে
গোধন চরাতে যাবেন দাদা বলরামের সাথে। [পৃঃ ১৪]

তর দিল বালা দিল পাচুনি দিল হাতে
ওগো সাজায়ে কুজায়ে দিচ্ছে দাদা বলরামের সাথে। ৮০

[দাদপুর-নিবাসী ভূপতি চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ]

---

(১১)

কৃষ্ণঠাকুর

রাধাকৃষ্ণ দর্শন কর কদম্ব কিশোরী — রাধাকৃষ্ণ
চাঁদমুখে মুরলী বাজান ধীরি ধীরি।
ললিতা বিশাখা রসের তম্বল যোগান
বিন্দাবনের তরুলতা অতি ভাগ্যবান্।
চূড়া বেঁধে দে গো ও মা মুরলী দে হাতে ৫
গোধন চরায়ে আসি বলাই দাদার সাথে।
পরিপাটী নাই নাগরের চূড়াটী ডাগর — গোষ্ঠ-লীলা
ধেনু বাছুর লয়ে কৃষ্ণ গোষ্ঠেতে সাজিল।
সাজিল গো যত গোপী দিগাম্বরী হয়ে
জলখেলা করে গোপী আনন্দিত মনে। ১০
কৃষ্ণ লয়ে গোপীর বসন চড়িল কদমে — জল-কেলি
ডালে ডালে গোপীর বসন রাখিল বাঁধিয়ে।
দাও হরি নারায়ণ বস্ত্রখানি বসন দিলে পরি — বস্ত্র-হরণ
বস্ত্র বিনা সব গোপী লজ্জাতে মরি।

৭৯ তর — তাড় (বাহুতে পরিবার বলয়-বিশেষ)
পাঁচুনি — গরু চরাইবার ছোট লাঠি

৩ তম্বল—তাম্বূল বা পান

১১ কদমে—কদম্ববৃক্ষে

যার যে গোপীর বসন কৃষ্ণ বাড়াইয়ে দিল ১৫
বসন পাইয়া গোপীর আনন্দিত মন।
পথ বুঝে বসেন কৃষ্ণ কেল-কদম্বের তলে
এই পথে গোয়ালিনী দধি বেচিতে যায়।
কিসের পসরা রাধা মস্তকের উপর
এক ভাঁড় দই দুগ্ধ এক ভাঁড় ঘিয়। ২০

দান-লীলা বা নৌকা-খণ্ড

পথের পথিক নয় রাধিকা ঘাটের মহাদানী
ভাঁড় ভর্ত্তি করে লোব এই পঞ্চাশ কাহনে।
তখন কিবা বড়াই বুড়ি সম্বন্ধ জুড়িলেন
তুমি আমার ভাগিনা ভাগিনী দুবরাজ।
ভাল সম্বন্ধ পাতাইলি বড়াই ভাগিনা মিলাইলি। ২৫
এত কথা শুনে কৃষ্ণের পাটার পারা বুক
রাধিকার লোভে কৃষ্ণ দধির নিল ভার।
আগুতে সুন্দর রাধা পেছাতে বড়াই
তার মাঝে ভার লয়ে যায় নন্দের নন্দন।

ভারী শ্রীকৃষ্ণ

ভার বইতে নারি রাধা ভারের কিবা রঙ্গ। ৩০
তবে কেন খালি কৃষ্ণ দধিরি মঞ্জরী
এই ভার লয়ে চল মথুরার পুরী
লোকে যে শুধালে বলবে রাধিকার বিগারী।
রাধা বেচেন দধি দুগ্ধ কৃষ্ণ গুণে কড়ি।
নাউড়ে হয়ে কৃষ্ণ কিনারে নামিল ৩৫
পাঁচখানি কাঠের নৌকা ঘাটে সৃজন করি ।
সব সখীকে পার করিতে লিব আনা আনা
শ্রীরাধাকে পার করিতে লিব কাণের সোণা।

২৬ পাটার পারা বুক—পাটার মত সুবিস্তৃত বা সুপ্রসারিত বক্ষ
২৮ আগুতে—অগ্রে
৩৪ বিগারী—বেগার (বিনা বেতনের মজুর)
৩৫ নাউড়ে—নৌকা খেয়া দিবার মাঝি

হাতে ধরে শ্রীরাধাকে নৌকাতে চাপাইল
খেয়া দিতে নৌকাখানি দরিয়াকে লিল। ৪০
দরিয়ার মাঝে নৌকা কাঁপিতে লাগিল।
শ্রীরাধিকা ভয় পেয়ে কৃষ্ণের গলে ধরে।
শ্যাম কোলে ক'রে প্রভু যমুনায় দিল ঝাঁপ। — যমুনাজলে যুগলমিলন
ছি ছি হেন লজ্জা নাগর লজ্জা নাইকো বাসর
পরের রমণী দেখে জলে ডুবে মর। ৪৫
কাল কৃষ্ণ ধল গাইটী দুহে মনের সুখে।
ভাঁড়ে না আঁটে দুগ্ধ ঢালে চন্দ্রমুখে। — গোদোহন
বৃন্দাবনে রাসলীলা করে কোন জন — রাসলীলা
যত কৃষ্ণ তত গোপী বলি পুণ্যবান্।
জয় ঠাকুর মহাপ্রভু করিবে কুশল ৫০
গারুস্থের মঙ্গল চিন্তিবে নারায়ণ। ৫১

[কুসমা-(ঢুমকা)নিবাসী কীর্ত্তি চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ]

(১২)

কৃষ্ণলীলা

লতান্য কদমের তলে ঠাকুর বাজাচ্ছেন মুরলী
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম মা বংশীতে দিলেন শ্যাম।
ছলনা করিয়া কৃষ্ণ মায়ের কোলে যায় — গোষ্ঠ-সজ্জা
বলে চূড়া বেঁধে দাও গো মা মুরলী দেও মা হাতে
গোধন চরাতে যাব বলাই দাদার সাথে। ৫

৪৬-৫১ দ্রষ্টব্য—২ (৪৫-৫১), ৪ (৬৩-৬৪), ৯ (৮৭-৮৮)
৪৭ আঁটে—সঙ্কুলান হয় ৫১ গারুস্থের—গৃহস্থের
১ লতান্য—লতানীয়া গাছ

চূড়া বেঁধে দিচ্ছে মায়ে লবগন্ধ দিয়ে
শ্রীদাম সুবল বলরাম গোধন চরায়
ভাণ্ডীর বনেতে যেয়ে গাভী যে উঠায়।
ষোল সখী গোপকন্যা না ধরে পরাণ
কাঁখে কলসী লিয়ে সখী যমুনাতে যায়। ১০
হাতেতে তেলের বাটী কাঁখে কুম্ভ কলসী
যমুনার ছিনানে গোপী আনন্দিত মন।
ভূমেতে বসন রাখি যমুনায় দিল ঝাঁপ
কোথায় ছিলেন চোরা কানাই জানিবারে পায়।

বস্ত্র-হরণ

বসনখানি লয়ে কৃষ্ণ কদম্বে চড়িল ১৫
ডালে ডালে গোপীর বসন বাঁধিয়ে রাখিল।
এক সখী বলে দিদি জলের কিবা রঙ্গ
কানাই নিলেন গোপীর বসন চড়েছে কদম্ব।
দিবেন প্রভু নারায়ণ বস্ত্র দেওনা পরি
বসন বিনেতে লজ্জা গতে মরি। ২০
বলে জোড় হস্ত কর রাধা কর পরণাম
তবেই আর গৌরাঙ্গী বস্ত্র দিব দান।
একে একে গোপীর বসন বাড়ায়ে ভাল দিল।
বসন পাইয়া গোপী আনন্দিত মন।
বলে পথ বুঝে বসেন কৃষ্ণ নন্দের কানাই ২৫
এই না পথে গোয়ালিনীরা দধি বেচতে যায়
বলে ভারের উপর পসরা দেখি রাই আর ভারে কি।

ভারী শ্রীকৃষ্ণ

আর ভারে দই ও দুগ্ধ আর ভারে ঘি—
পথের পথিক তুমি ওধাবার কি ?
পথের পথিক লইগো ঘাটের মহাদানা ৩০
ভারগতি করিনিগো এবঞ্চ করনা।

৬ লবগন্ধ—নয় প্রকার গন্ধদ্রব্য

২৯ ওধাবার—শুধাইবার বা জিজ্ঞাসা করিবার। তুমি সেকথা জিজ্ঞাসা করিবার কে ?

মানন সুরথী লেব রত্ন-সিংহাসন।
এতক বলিয়া কৃষ্ণ ভার লইল কাঁধে
বলে আগুতে সুন্দর রাধা পিছেতে বড়াই
তার মধ্যেতে ভার লয়ে যায় নির্লজ্জ কানাই। ৩৫
ভার বইতে নারে রাধা ভার বড় ভারী
কেনে কৃষ্ণ খেলে তুমি দধির মজুরী
এই ভার নিয়ে যাবে মথুরার পুরী।
ইন্দ্র ইন্দ্র বলি কৃষ্ণ স্মরণ করিল
ইন্দ্রে আনে জল, পবনে আনে ঝড়, ৪০
মায়ানদী সাঁতার দিয়ে ডাঙ্গালে উঠিল।
দান-লীলা
মাঝখানে কাঠের নৌকা কৃষ্ণ ঘাটে তেষ্ট করিল
লাউরে হইয়ে কৃষ্ণ কিনারে রহিল।
সব সখী পার করিতে লিব আনা আনা
রাধিকারে পার করিতে লিব কাণের সোণা। ৪৫
বলে বৃন্দাবনে থাক কৃষ্ণ কাঠের কিবা দুঃখ
ভাঙ্গা নায়ে খেয়া দিতে কত পাবে সুখ।
ভাঙ্গা নৌকা নয়গো রাধে অসুরের কাঁড়ী
জগৎ সংসার পার করেছি তুমি কত ভারী।
মাঝ দরিয়ায় যাইয়ে কৃষ্ণ কাঁপাইয়ে দিল ৫০
যমুনা-জলে যুগলমিলন
ভয় পাইয়ে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের গলে ধরে।
ধরাধরি হয়ে কৃষ্ণ যমুনায় দিলেন ঝাঁপ
পদ্মপাতে গোলকমূর্ত্তি ডাঙ্গায় উঠিল।
খোল বাজে বেণু বাজে বাজে করতাল।
কালো কৃষ্ণ ধলো গাই দুহে মনের সুখে ৫৫
ভারে না আঁটান দুগ্ধ ঢালেন চন্দ্রমুখে।
গো দোহন

৩৪ আগুতে—অগ্রে
৩৭ তুমি কেন দধি বহিবার মজুরী গ্রহণ করিলে?
৪২ তেষ্ট করিল—তেষ্ঠ—তিষ্ঠ, অর্থাৎ স্থিত করিল বা নৌকা বাঁধিল
৫৫ ধলো গাই—শ্বেত বর্ণের গাভী (ধলো = ধবল)।
৫৬ না আঁটান—সঙ্কুলান হয় না।

ভাগ্যবতী যশোদা মাই নবনী খাওয়ায়
সপ্তরাত সপ্তদিন গোকুলে বাদল।
গোবর্দ্ধন-ধারণ
গিয়া পর্ব্বত ধারণ করেন প্রভু চক্রপাণি।
বৃন্দাবন যাইয়ে কৃষ্ণ রাস আরম্ভিল ৬০
কুঞ্জে কুঞ্জে কৃষ্ণ গোপী ঘেরিয়া রহিল। ৬১

[সাঁওতাল পটুয়ার (যাদু পটুয়া) গান হইতে লিপিবদ্ধ]

---

৫৮ বাদল—বর্ষা, ক্রমাগত বারিবর্ষণ।

৫৮-৫৯ অনুরূপ বৈষ্ণব পদ এই—

যত ব্রজবাসিগণ পূজা কৈল গোবর্দ্ধন
না করিল ইন্দ্রের অর্চ্চন।
করিল শৈলের পূজা শুনি ইন্দ্র মহারাজা
ক্রোধ করি ডাকে মেঘগণ॥

মহাক্রোধে ইন্দ্রদেব প্রলয়-কালের মেঘ
চারি জনে ডাকিয়া আনিল।
অতি কোপ মন করি নন্দের গোকুল হরি
ডুবাইতে তারে আজ্ঞা দিল॥

পবনে করিয়া ঝড় উড়াইল বৃক্ষ ঘর
মুষল ধারায় পড়ে জল।
ঝলকি তড়িত পাত মন হয় বজ্রাঘাত
জগৎ ছূর্ণ হৈল উচ্চস্থল॥

কৃষ্ণের আদেশ পায়্যা গোধনাদি সব লৈয়া
গোবর্দ্ধনের লইল শরণ।
কৃষ্ণচন্দ্র অতি ত্রস্ত প্রসারিয়া বাম হস্ত
ধরিলেন গিরি গোবর্দ্ধন॥

(১৩)

রাম-অবতার

ওগো রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পাবে আর নিপুত্রিকা।
(এই যে) অজ রাজার পুত্র রাজা নামে দশরথ
(এই যে) সভা করিয়া বসলেন রাজার যতেক প্রজাগণ।
রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পাবে
(এই যে) অপুত্রিকা বলছে রাজাকে অযোধ্যারি লোকে। ৫
নারদ মুনি কয় কথা সব শোনেন মহাশয়
(এই যে) শনিকে জিনিতে পার তবে রাজার রথসজ্জা হয়।
(এই যে) রথ উড়ে স্বর্গ-পথে গগনমণ্ডলে
(ওগো) কোথায় ছিলেন জটায়পক্ষ, দেখ রথকে নামায় ভূমিতলে।
এই যে রথ রথী সারথি ঘোড়া সকলি নামাইল ১০
এই যে নিজের গলায় পুষ্পমালা খুলে জটাইর গলে দিল।
তুমি আমার মৈত্র পাখী তোমার আমি মিতে
(এই যে) বিপদ্ সময়ে যেন মনে রেখো মিতে।
(এই যে) রথখানি বাঁধিলে রাজা শাল বিরিক্ষির তলে
(এই যে) শীঘ্র করে আসি আমি (বনের) মৃগ শীকার করে। ১৫
(এই যে) নিলে ঘোড়া খাসা জোড়া, (রাজার) পায়েতে পা মুড়ি (মোজা)
গলাতে তুলসীর মালা (যার) বিনন্দের পাগুড়ি।
(এই যে) বনের ভিতর একাদশী ব্রত করে ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী
(এই যে) শীঘ্র করে জল আনো বাপ প্রাণের সিন্ধুক মনি।

১ অনুরূপ উক্তি—রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট ভাল চাহ মনে।
স্ত্রীহ পাপে গ্রিহলক্ষ্মী পলাএ আপনে।
(মাণিকচন্দ্রের গান—ভবানীপ্রসাদ)

৬-১৩—রামায়ণ (কৃত্তিবাস) আদি কাণ্ডে—(১) দশরথে শনির দৃষ্টি ও জটায়ুর সহিত মিত্রতা এবং (২) দশরথরাজ্যে শনির শুভবর-প্রদানপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

(এই যে) আমি নিত্য আসি নিত্য যাই সরোবরের ঘাটে, ২০
আজতো যাবনা পিতা, আমার প্রাণ কেঁদে উঠে।
(ওগো) ধর্ম্ম ক'রে মরে যদি পাণ্ডবের নন্দন
(ওগো) তবে লোকে ধর্ম্ম করে কিসেরি কারণ।
(এই যে) কাঁদিতে কাঁদিতে সিন্ধুক অমৃত নিল হাতে
(এই যে) জল পূরিতে যায় সিন্ধুক মনি সেই সরোবরের ঘাটে। ২৫
এ দিকে জলের শব্দ রাজার দেখ কর্ণগত হইল
(এই যে) বনের হরিণ বলে দেখ বাণ যে মারিল।
ওরে কে মেলিরে ব্রহ্মাস্ত্র বাণ আমার অঙ্গ গেল জ্বলে
(এই যে) পিতা মাতা কান্দে দুই জন দেখ বনেরি ভিতরে।
(এই যে) অমৃত নয় জল দাও গো যাব পিতারি নিকটে ৩০
(এই যে) বাণে কাতর হয়ে সিন্দুক মনি পড়ে গেল যমুনারি জলে।
(এই যে) ঘোড়া পৃষ্ঠে নেমে রাজা মরা সিন্দুক করে কোলে।
মরা সিন্দুক করে রাজা ফেরে বনে বনে
এখানে হাত পড়িয়ে ডাকে দেখেন ডাকেন উচ্চৈঃস্বরে।
ওরে সিন্ধুক এলি না কে এলি বাপ আয় রে করি কোলে। ৩৫
ওগো তোমার সিন্দুক নয় গো মণি নামে দশরথ
আমি না জানাতে বধ করেছি তোমারি নন্দন।
কি কথা শুনাইলি রাজা তোর কি বেরোইল মুখে
(এই যে) বজ্রাঘাত হইল দেখ যেন দ্বিজ অন্ধক মুনির বুকে।
এই যে পুত্র যদি আছে রাজার তু নিপুত্রিকা হবি ৪০
আর পুত্র যদি না আছে রাজার তু পুত্তুর বর পেলি।
ওগো সিন্ধুক এলি না কে এলি বাপ আয়রে করি কোলে
একবার মা কথা বল রে বাপ জুড়াক রে জীবন।
তোমার সিন্দুক নয় গো মুনি আমার নাম দশরথ
আমি না জানাতে বধ করেছি তোমারি নন্দন। ৪৫
হায় হায় করিয়া কপালে মারে ঘা
কোথা গেলি প্রাণের সিন্দুক কেবা বলে মা।

৩৮ বেরোইল—বাহির হইল

সাত নয় পাঁচ নয় আমার একা সিন্ধুক মণি
কি অপরাধ করেছিল দণ্ড দিতাম আমি।
মৎস্য চিনে গহীর গমিন পক্ষ চিনে ডাল ৫০
মায়ে চিনে পুত্রের বেদন প্রাণ কাঁদে মার।
ওগো যে মাটীতে বৃক্ষ থাকে সেই তো মাঠের মাথা
একা মায়ের পুত্র মলে মা দাঁড়ায় বা কোথা।
তোর রাজ্যে যাবি না রাজা করি আশীর্ব্বাদ
ওগো বাউটে সন্তান বধো সাধো আপন বাদ। ৫৫
চার পুত্তুর হবে রাজার রাজা যাবে বন
পড়ে রবে খাট পালঙ্গ ত্যাজিবে জীবন।
নিজে মুখে যে দিন বল্‌বি রাম যাবে বন।
এই কথা বলিয়া—দেখ একজনার সাথে মৃত্যুই তিনজনার হইল,
এই যে বনের ভিতর রাজা দেখন চিতা সাজাইল। ৬০
ঘড়ার ঘড়ার ঘৃত নয়ে ডাহন করিল
ডাহন করিয়ে রাজা অযোধ্যাকে গেল।
অযোধ্যাকে যেয়ে রাজা ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া ব্রাহ্মণে করে দান।
ওগো শত শত মুনিতে বলে রামের হোক কল্যাণ।

৫০—গহীর—গহীন=দুস্তর বা গভীর। অনুরূপ উক্তি—

(১) বিরহ সাগর মোর গহীন গম্ভীর বড়ারি
এহাত কেমনে হইব পার।
—চণ্ডীদাস, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

(২) মন রসময় তনু অন্তর গহীন।
নিমগন কতহুঁ রমণী-মন-মীন॥
—গোবিন্দদাস—পঃ কঃ তঃ, ৭০৪ পদ

৫০-৫১—অনুরূপ উক্তি—

মাছে চিনে গহিন গমিন পক্ষী চিনে ডাল।
মায়ে চেনে পুতের দয়া জার বক্ষে স্থাল॥
গোপীচন্দ্রের গান, ৭১৬-১৭

(গহিন গমিন—গভীর জমিন)

৬২ ডাহন—দাহন

বাপ যার বিভাণ্ড মুনি মা তার হরিণী ৬৫
তাহার গর্ভে জন্ম নিলে নামে হৃষ্যশৃঙ্গ মুনি।
রাম না জন্মাইতে ছিল যাইট হাজার বচ্ছর
(এই যে) বাল্মীক মুনি পুঁথি রচনা করেছে পেয়ে ব্রহ্মার বর।
এখানে যজ্ঞতে উঠিল চরু রাজা মেগে নিল।
কৈকেয়ী সুমিত্রা যার চরু ভক্ষণ করে। ৭০
(এই যে) অন্ধকের বরে অযোধ্যায় রাম জন্ম নিলে।
(এই যে) দূর্ব্বদলশ্যাম যার কমল-লোচন
সভা করে বসিলে রামের ভাই যে চার জন।
যেমন রামের গাণ্ডীব বাণ তেমনি রামের ছটা
নবীন বয়সে রামের মস্তকেতে জটা। ৭৫
(এই যে) সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে দশরথ পিতা।
এখানে অশ্বমেধের যজ্ঞ করিতে মুনিদের গেল সাধ
এখানে শ্বেত কাগা পক্ষী এসে যজ্ঞে পাতিলে প্রমাদ।
(এই যে) শ্বেত কাগার ভয়ে মুনিরা পলায় দেশ দেশান্তরে
এমন কে বীর আছে যে রাম আনিতে পারে। ৮০
(এই যে) রাজার গুরু বিশ্বামিত্র মুনি রাম আনিতে পারে
(এই যে) দিব্য মালা চাঁপার কলি লয়ে রামের তরে।
(এই যে) ধীরে যাত্রা করে দেখ অযোধ্যানগরে।
ঘরে কয় রাণী বার্ত্তা দ্বারে গেল মুনি
বসিতে আসন দিলে পথের আগে জল। ৮৫
কোথাকারে যাও মুনি কও দেখি বচন।
ছমাস হাঁটি এলাম আমি অযোধ্যা ভবন।
তোমার ঘরে জন্ম নিলেন শ্রীরামলক্ষ্মণ
দিতে হবে মুনিদের যজ্ঞেরি কারণ।
রাজা বলে প্রাণ চাও ধন চাও,মুনি সব দিতে পারি ৯০
আমি আপনার জ্ঞানে রামকে কভু বনে দিতে নারি।

৬৭ হৃষ্যশৃঙ্গ—ঋষ্যশৃঙ্গ



তাড়কা-বধ

যত শত বাণ মারে ধরে ধরে খায়
এই রঘুনাথের গাণ্ডীব বাণে তাড়কা-বধ হয়। [পৃঃ ৪৫]

মুনি বলে রাম পাঠাইতে পাপিষ্ঠ ওগো কান্দে জীবন
নিজ মুখে বলিবি যে দিন রাম যাবে বন।
রামলক্ষ্মণ লুকায়ে থুয়ে ভরত সঙ্গে লইল
(ওগো) বাড়ির বাহির হয়ে নাম জিজ্ঞাসা করিল। ৯৫
তোর নাম কিরে বাপু তোরি বা নাম কি।
আমার নাম ভরত মুনি ভাইএর নাম শত্রুঘ্ন
ওগো ঘরে আছে মুনি মশায় শ্রীরামলক্ষ্মণ।
এই কথা শুনে মুনির অঙ্গ গেল জ্বলে
(ওগো) মুখে অগ্নি চোখে অগ্নি ছুটিতে লাগিল ১০০
(ওগো) সেই অগ্নিতে রাজার অযোধ্যা পুড়িল।
রাজা বলে কদ্দূর গেল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আনগা ফিরায়ে
শ্রীরামলক্ষ্মণ দিব চরণ ধরে।
রামলক্ষ্মণ মুনির আগে দিল
(ওগো) শ্যাখ দিল, ধানদূর্ব্বা আশীর্ব্বাদ করিল। ১০৫
ছদিনের পথে যাবি না ছমাসের পথে যাবি
ছমাসের পথে যজ্ঞ দরশন
ছদিনের পথে আছে তাড়কা একজন।
উত্তর দক্ষিণা বীর সুখে নিদ্রা যায়
(ওগো) শাল গাছের আড়ে মুনি তাড়কাকে দেখায়। ১১০
তাড়কা দেখে মুনি কাঁপে থরে থরে
(ওগো) মুনিকে লুকায় লক্ষ্মণ শাল পাতের ভিতরে।
যত শত বাণ মারে ধরে ধরে খায়
এই রঘুনাথের গাণ্ডীব বাণে তাড়কা-বধ হয়।
(ওগো) অহল্যা পাষাণ হয়েছিল গৌতম মুনির শাপে ১১৫
(ওগো) তাহার দেহ মানব হইল রামের চরণের ধূলাতে।
পার কররে ধীবর মাঝি পার কররে মোরে
(ওগো) ওপার হইয়ে ধীবর বর দিব তোরে।

১০৩ কদ্দূর—কতদূর
১০৬ শ্যাখ—শাঁখ

পার করি কি ঠাকুর মহাশয় প্রাণে লাগে ভয়
আমার কাষ্ঠের নৌকা যদি মনুষ্য কভু হয়। ১২০
নির্ব্বোধ বলিরে ধীবর নির্ব্বোধ বলি তোরে
(ওগো) কাষ্ঠের নৌকা কভু মনুষ্য হতে পারে।
কি দিব রাম নামেরি তুলনা
চরণের ধূলায় পাষাণ মানব ধীবরের নৌকা হোক সোণা।
ধেনুকভাঙ্গা পণ ছিল রাজার জনকেরি ঘরে ১২৫
(ওগো) তেত্রিশ কোটি দেবতা এসে ধেনুক নড়াইতে না পারে।
রাজা বলে এই ধেনুক যে ভাঙতে পারবে, সীতা কন্যা দিব দান।
নিজে রামচন্দ্র বলবান্ ধেনুকে দিল টান
ঐ গিটে গিটে, ধেনুক ভেঙ্গে করিলে সাতখান
ততক্ষণ জনক রাজা সীতা কন্যে দিলে দান। ১৩০
সীতে কন্যে দান করে দিল
ওগো দুই ভেইয়ের বিয়ের কথা একত্রে হইল।
বশিষ্ঠ মুনি আদি রামকে ছয়নাতলায় নান্‌মুখো করালেন।
(ওগো) পালকী সারি কত সাজিয়ে রাখিল।
ঢোল বাজে, নাগ্‌রা বাজে, ওগো আর বাজে কাঁশী ১৩৫
তোলপাড় করে নয়ে যাইছে মিথিলার ঘাটি।
পরশুরাম বল্লে রে ভাই আমার চেয়ে রাম কেবা আছে
আমার চেয়ে রাম যে আছে সে আমার সঙ্গে যুদ্ধ দিয়ে যাবে।
পরশুরাম রামচন্দ্র ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভিল
(ওগো) হাতে হাতে পরশুরামের বল হরে নিল। ১৪০
অবির পুত্র যম রাজা যম নাম ধরে
বিনা অপরাধে জীবের দণ্ড নাহি করে।
চিত্রগুপ্ত মহুরী দুজন দিবারাত্র লেখা পড়া করে।
একজন বল্‌তে যমের দুইজন যায়
তোলাতুলি করে রাজার নিকটে দেয়। ১৪৫

১৩৪ ছয়নাতলা—ছাদনাতলা (বিবাহের অধিবাসস্থান বা মণ্ডপ)

ওগো লোহার ডাঙ্গুর বেড়িয়ে পাপীদের মস্তক ফাটায়।
পরের বাড়ির ধর্ম কড়ি যে চুরি করে খায়, মিথ্যে কথা কয়
তপ্ত সাঁড়াশী কয়ে জিহ্বা কেড়ে নেয়।
ভাল জল থাকতে যিনি মন্দ জল দেয়
উপবাসী তারে লয়ে যেয়ে খারানি জল খাওয়ায়। ১৫০
হীরা নাম বেশ্যা ছিল মহাপাপের পাপী
অন্নদান বস্ত্রদান ব্রাহ্মণকে গরু দান করে ছিলেন
বিষ্ণুদূত আসিয়ে তারে পুষ্পরথে বৈকুণ্ঠে গমন করেন।
আপনার ঢেঁকি থাকতে যেজন ঢেঁকি নাহি দেয়
বক্ষস্থলে লয়ে তার ঢেঁকিতে পার দেয়। ১৫৫
কলির রাজা কলির প্রজা কলির হৈল শেষ
বৃদ্ধ মার চরকা দিয়ে আপনার স্ত্রীকে স্কন্ধে লয়ে
রাজা গঙ্গা-স্নানে করিলেন গমন।
আপনার পতি থাকতে পর-পতি হরণ করে
খাজুর গাছে লাগিয়ে তার উচিত প্রহার করে। ১৬০

[ভক্তি পটুয়ার গান হইতে লিপিবদ্ধ]

---

(১৪)

রাম-লক্ষ্মণ

রামনাথ তারণ পতিতপাবন রাম ভুবনমোহন নীলে
আজ ডুবাইলি জানকীর তরী সেদিন জলে ভাসান শিলে
ধেনুক ভাঙ্গা পণ আছে রাজা জনকেরি ঘরে
ত্রিশ কোটীর দেবতা ধেনুক নড়াইতে না পারে।

১৫১ খারানি জল—কাপড় সিদ্ধ জল
১৫৬—পার—পাড় (=পাতন বা পাড়ন)

হরের ধেনুক দেখে রাম সে দিন নিজে বলবান্ ৫
আজ হরের ধেনুক ভেঙ্গে সেদিন করিলে তিনখান।
হরের ধেনুক ভেঙ্গে সীতা করনা পেলে দান।
শুভদিন দেখিয়া রামের বিয়ে জুড়ে দিল
কাহার বেগার বরযাত্র সব একত্রে সাজাল।
অগড় দগড় বাজনা বাজে সেদিন তালে বাজে কাঁশী ১০
তোলপাড় করে চলিল সব মিথিলার মাটী।
যাইতে যাইতে পরশুরামের সঙ্গে রাস্তায় দরশন হল
পরশুরামের সঙ্গে রাম সেদিন যুদ্ধ আরম্ভিল।
পরশুরামকে পরাভব করে রাম সেদিন বিয়ে করে
রযোধ্যাকে যায়
জলধারা দিয়ে রামের মা রামকে সেদিন বাড়ী লয়ে যায়। ১৫
বলে দুয়ারে ঢুকিতে রাম কপালের লিখন পায়
আজ লিখন পড়িয়ে বলে গুণের ভাইরে লক্ষ্মণ
রাত্র প্রভাত হলে বুঝি আমাদিগকে যেতে হবে বন।
কেড়ে নিচে তার বালা সেদিন কাণেরি কুণ্ডল।
সৎমা হয়ে পড়ায় রামকে গাছেরি বাকল। ২০
বাকল পড়িয়ে তবে বনে বিদায় দিল।
চৈত্র বৈশাগ্য মাসে রাম হলেন বনচারী
উপরে রবির তাপ সেদিন নীচে খর বালি
(আজ) চলিতে না পারেন মা জানকী প্রাণেরো বিকুলি।

৭ করনা—কন্যা
৯ কাহার বেগার—বাহক ও বেকার মজুর
১৪ রযোধ্যাকে—অযোধ্যাকে
১৯ তার বালা—তাড় বালা—(তাড়-বাহুর ভূষণবিশেষ)
২১ পড়িয়ে—পরিয়ে, পরিধান করাইয়া
২৩ খর—উত্তপ্ত
২৪ বিকুলি—ব্যাকুলতা

রাম ভাঙ্গে রশোকের ডাল লক্ষ্মণ ধরে সীতারো শিরে ২৫
তাহার ছাঁওয়াতে মা জানকী যান ধীরে ধীরে।
যাইতে যাইতে গুহক চণ্ডালের ঘরে যেঁয়ে দরশনো দিল।
স্তুতি ভক্তি করে গুহক চণ্ডাল সেদিন চরণে ধরিল।
লক্ষ্মণ বলে গুহক চণ্ডাল মদ খায় মাংস খায় দাদা যার নাকে
মদ্র গলে
মৃণাক্কার করেন না প্রভু চণ্ডালে করো কোলে। ৩০
ভাই লক্ষ্মণ তোরে বোধ নাই, চণ্ডাল আমার সিদ্ধু ভক্ত
চণ্ডালের আমি গুরু
(আজ) ভক্তে নাম রেখেছি, ভক্তের বাঞ্ছাকল্পতরু।
বলে এইখানে থাক চণ্ডাল, তুমি এইখানে থাক,
(আজ) আসিবার স্থমই তোমায় মুক্তি করে যাব।
(আজ) পঞ্চবটীর বনে কুঁড়ে নির্ম্মাণ করে ছিল। ৩৫
(আজ) শালপত্রের কুঁড়েখানি (সেদিন) খড়কেরো টিপুনী,
বলে তাতে বসে পাশা খেলেন জানকী নন্দিনী।
তারা পাশা খেলেন সারাসারি
(বলে) লক্ষ্মণকে রাখিলেন দেখুন দ্বারেরো প্রহরী।
পাশা খেলিতে খেলিতে পাশা পড়লো ভূমিতলে ৪০
(আজ) রাবণের ভগ্নী সূর্পণখা যায় সেদিন পুষ্প তুলিবার
সলে।
(আজ) সূর্পণখা নয়ন বাঁকা আড়নয়নে চায়
(আজ) বিয়ে কর বিয়ে কর বলে লক্ষ্মণের কাছে যায়।
লক্ষ্মণ বলে আমি চৌদ্দ বছর খেদা রাখবো না কি নিদ্রা যাব না
পোড়ামুখী আমার সম্মুখ থেকে বিদায় হ। ৪৫
ওই কথা শুনে সেদিন একটা দুর্ব্বাক্য বলিল
ক্রোধ করে, বিমুখ হয়ে রাবণের ভগ্নীর সেদিন নাসিকা কাটিল।

---

২৪ রশোক—অশোক
২৮ নাকে মদ্র গলে—নাক দিয়া মদ নির্গত হয়
৩০ সিদ্ধু ভক্ত—সিদ্ধভক্ত
৩৩ স্থমই—সময়কালে ৪৩ খেদা—ক্ষুধা

রাবণের ভগ্নী সূর্পণখা সেদিন লঙ্কাপানে ধায়
(আজ) রাবণের কাছে যেঁয়ে জানাইবারে যায়।
রাবণ বলে ভগ্নী তোর নাক চুল কোথা যায় কেবা নেয় ? ৫০
বলে পঞ্চবটী বনে দুজনে রামা লখা বলে বালক এসেচে
রাণী মন্দোদরী হইতে তারা একটা নারী এনেচে।
(আজ) তারা আমার নাক চুল কেটে নিল।
ঐ কথা শুনে রাবণ মায়া মারীচ ডাকিল।
একা ছিলেন মারীচ সেদিন দুজো আজ্ঞ পেল ৫৫
স্বর্ণমৃগ হয়ে কুঁড়ের দ্বারে সেদিন নাচিতে লাগিল।
ঐ মৃগ দেখে সীতার মন পাগল হল।
ঐ মৃগ ধর ঠাকুর আমরা পুষিব পালিব
বলে চৌদ্দ বছর বন ভববন হলে আমরা দেশে চিহ্নিত লয়ে যাব।
নারীর কথা শুনে সেদিন মৃগ ধরতে যায় ৬০
দুরন্ত মায়া মৃগের সেদিন নাগাল নায়কো পায়।
বাণের চোটে মৃগ কেটে সেদিন দুখান হয়ে গেল
মৃগ কাটিয়ে দেখুন মারীচ বেরোইল।
মারীচের সঙ্গে রাম সেদিন যুদ্ধ আরম্ভিল।
লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ করে মারীচ প্রাণ পরিত্যাগ করেছিল ৬৫
লক্ষ্মণের কথা সীতার কর্ণগত হলো।
সীতা বলে হাদে হে দেবর লক্ষ্মণ, তোমার দাদা গিয়াছে
মায়ামৃগ শিকার করতে
তার কোন বনের মধ্যে ব্যাঘাত হয়েছে, তোমায় খনে খনে
ডাকছে,
তুমি শীঘ্র যাও।
বলে সীতা গো, আমার দাদা তিনি সেনা ব্রহ্মতন দূর্ব্বাদলশ্যাম ৭০
আমার দাদাকে জিনিবে এমন বীর কেহ নাই।

৪৮ যেঁয়ে—যাইয়া
৫১ রাণী মন্দোদরী হইতে—রাণী মন্দোদরী হইতে সুন্দরী
৫৮ ভববন—ভ্রমণ ; চিহ্নিত—নিদর্শন

বলে জানিলাম, জানিলাম, লক্ষ্মণ তোদের ভেইএর ঠারাঠারি
(আজ) ভরত নিলে রাজ্যপাঠ বনে তুই কি হরবি নারী।
ঐ কথা শুনে লক্ষ্মণের সেদিন রঙ্গ জ্বলে গেল
কুঁড়ের বাহির হয়ে, ধেনুকের ফলি করে তিনটি অঙ্ক দিল। ৭৫
সীতা গো অঙ্কুর ভিতর থাকলে, তোমার বিপদ্ নাশ হবে।
অঙ্কু পার হইলে সীতা তোমার বিপদ্ ঘটবে।
দশমুণ্ড লুকায়ে রাবণ সেদিন যোগীর বেশে গেল
ভিক্ষা দাও গো মা জানকী ভিক্ষা দাও গো মোরে।
ভিক্ষা দাও গো মোরে ৮০
তোমার ভিক্ষা নোব নিয়ে বেড়াব নগরে।
বলে কি ভিক্ষা দোব যোগিবর, কি দিব তোমারে
আসবে আমার দেবর লক্ষ্মণ ভিক্ষা দোব গো তোমারে।
বলে সীতা গো তোমার সেই দেবর লক্ষ্মণের গণ্ডীবাণ দেখে
আমার পরাণে বড় ভয় হয়।
ভিক্ষা দাও চলে যাই। ৮৫
অতিথ বৈমুখ হবে বলে সেদিন ভিক্ষা দিতে গেল
এক অঙ্কু, দুই অঙ্কু, সীতা সেদিন তিন অঙ্কু পার হইল।
রাবণের কাছে ছিলেন মায়ারথ
রামের সেদিন সীতা হরে নিল।
মৃগ শীকার করে রাম তবে কুঁড়ের দ্বারে গেল। ৯০
শূন্য কুঁড়ে দেখে রাম সেদিন অচৈতন্য হল॥
ভাই লক্ষ্মণ আমাদিগ্‌গে বনে দিয়ে আমাদের মল পিতা
(আজ) হলাম দুভাই বনচারী বনে হারাইলাম সীতা।
(আজ) রাম কাঁদে স্থির না বান্দে পড়ল ভূমিতলে
হাতের গণ্ডিবাণ ফেলে ভাই লক্ষ্মণ করে কোলে। ৯৫
উঠ দাদা উঠ রঘুমণি আজ সকলের সকলো আছে
আমার কেবল তুমি।

৭১ ঠারাঠারি—পরস্পর ইসারা
৭৩ রঙ্গ—অঙ্গ, দেহ
৭৪ ফলি—ফলা ; অঙ্কু—দাগ বা চিহ্ন

বলে সীতা মলে পাব আমরা কোটারো কামিনী
দাদা মলে অনাথ হব, কোথায় পাব আমি।
বলে এইখানে রাম লক্ষ্মণের কথা সাঙ্গ হয়ে গেল।
(আজ) যমকে জবাব দিতে হবে, মুখে একবার
হরি হরি বল। ১০০
বলে অবির পুত্র যমরাজা যম নাম ধরে
(আজ) বিনা অপরাধে জীবের দণ্ড নাইকো করে।
চিত্রগুপ্ত মহুরী তারা দিবারাত্র লিখছে
কালদূত আর বিষ্ণুদূত যমের পাহারাতে আছে।
একজনা বলতে তারা দুজনা যায় ১০৫
কেউ ধরে চুলের মুষ্টি কেউ ধরে পায়
তোলাতুলি কোরে তাকে যমপুরী পাঠায়। ১০৭

[দ্বারকা-নিবাসী গুণমণি পটুয়ার গান হইতে লিপিবদ্ধ]

(১৫)

রাম-অবতার

রাম রাম পিভু রাম কমললোচন
দিব্যাদলে শ্যাম রাম জানকীই জীবন।
রথের উপরি রঘুনাথ কিঞ্চিৎ ভূমিস্তলে
হৃদয় পেসন্ন নাম, মধুর বাক্য বলে।
বামে সীতা, বন্দিব ডাইনে লক্ষ্মণ
রত্ন সিংহাসনে বসে প্রভু নারায়ণ।

৯৭-৯৮—লক্ষ্মণের শক্তিশেল-প্রসঙ্গে রামচন্দ্রের উক্তি—
দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তন্ত দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ॥ (রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড)

১ পিভু—প্রভু
২ দিব্যাদল—দূর্ব্বাদল

যাহার নাম লইলে খণ্ডিবে দেহের পাপ ।
পুরাণে ছিলেন বাল্মীক মনি জানিলেন আপনি
ছিরাম জন্মিবে প্রভু জানিছে আপনি ।
পিতা হবে দশরথ অজির নন্দন । ১০
রামের কথা কিবা কব বাখান
যাহার গুণে বনের বন্দী পাষাণ ভাসে জলে ।
শীকার করিতে রাজা করিলেন সাজন
অন্ধমনির স্তপবনে রাজা দিল দরশন ।
সিন্ধুমনিকে বাণ মারে স্বরয নদীর কোলে ১৫
রাম নামের ধন্যি ক'রে সিন্ধু জলেতে পড়িল ।
রাম নামের ধন্যি রাজা কর্ণেতে শুনিল
হাতের ধেনুক বাণ রাজা ভূমিস্তে রাখিল ।
পাতালি কোলে কোরে আসি সিন্ধুমনির নিকটে আসিল ।
নেপুরের উনুঝুনু প্রভু শুনিতে পাইল । ২০
এসো এসো বলে সিন্ধু বলে সম্ভাষা করিল ।
এক নিবেদন করি গো, মনি মহাশয়
তোমার সিন্ধু মারা গেছে স্বরয নদীর কূলে ।
আরে কি কার্য্য করিলি রাজা কি কার্য্য করিলি
আমার অন্ধের নড়ি রাজা তু কেন ভাঙ্গিলি । ২৫
আমি যেমন পুত্রশোক পাইলাম আচম্বিতে
এমনি পুত্রশোক রাজা পাবি অযোধ্যানগরে ।
অপুত্রবর ছিল রাজার পুত্রবর হইল
সহস্তি সহস্তি করে নাচিতে লাগিল ।
মিথিলা নগরে আসি যজ্ঞ আরম্ভিল ৩০
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি এসে যজ্ঞ পূর্ণ দিল
যজ্ঞ থেকে দুইটী তরু জুটিল ।

৯ ছিরাম—শ্রীরাম ১০ অজির—অজের ১৪ স্তপবনে—তপোবনে
১৫ স্বরয—সরযূ ১৭ ধন্যি—ধ্বনি ১৯ পাতালি কোলে—কোলে শায়িত করিয়া
২১ সম্ভাষা—সম্ভাষণ ২৬ আচম্বিতে—হঠাৎ
২৯ সহস্তি—স্বস্তি ৩২ তরু—চরু

মিথিলা, কৈকয়, কৌশল্যা, বাঁটিয়া খাইল
রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন চার ভাই জন্মিল।
কত বাদ্য বাজনা বাজিতে লাগিল। ৩৫
আনন্দেতে দশরথ পুত্র লয়ে কোলে
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেন বদনকমলে।
রামলক্ষ্মণের কথা বিশ্বামিত্র শুনিতে পাইল
শ্রীরাম লইতে প্রভু যাত্রা করিল।
রামলক্ষ্মণ চাইতে দশরথ, ৪০
রামলক্ষ্মণ লুকায়ে থুয়ে ভরতশত্রুঘ্ন দিল।
ভরতশত্রুঘ্ন লইয়া প্রভু যাত্রা করিল
তেমাথা রাস্তায় এসে বাত্রা শুধাইল।
ছদিনের পথে যাবে না ছমাসের পথে যাবে ?
ছদিনের পথে প্রভু কিবা ভয় আছে ? ৪৫
তাড়কা রাক্ষস বধে হে পরাণে।
তাড়কার নাম যখন ভরতশত্রুঘ্ন শুনিল
ডরে ডরে কম্পমান কাঁপিতে লাগিল।
বিশ্বামিত্র মনি তখন অভিসম্প করিল
অযোধ্যানগরে মনির শাঁপেতে অগ্নিবৃষ্টি হল। ৫০
রামলক্ষ্মণ তাহা জানিতে পারিল
বিশ্বামিত্র মনি পুনরায় আসি রামলক্ষ্মণে লইল
আচম্বিতে মেঘবৃষ্টি হয়ে অগ্নিনির্ব্বাণ হইল।
তেমাথার রাস্তায় এসে বাত্রা শুধায়
ছদিনের পথে যাবে না বাপু ছমাসের পথে যাবে ? ৫৫
ছদিনের পথে প্রভু কিবা ভয় আছে ?
তাড়কা রাক্ষস বধে হে পরাণে।
তাড়কা বধিতে রাম চলিল বনেতে
তাড়কার সঙ্গে যুদ্ধ হইল বহুতর।

৪৩ বাত্রা—বার্ত্তা
৪৯ অভিসম্প—অভিসম্পাত

তরুণীর ঘাটেতে রামচন্দ্র খেয়ায় পার হইল ৬০
কাষ্ঠের তরুণী রামের রেণু ঠেকাইতে স্বর্ণময় হইল।
পঞ্চবটীর বনে এসে রাম দিল দরশন
তাড়কা রাক্ষস বধিল পরাণে।
পড়ল বিটী তাড়কা শব্দ গেল দূর
এমত প্রকারে মরে দাতার শত্তুর। ৬৫
শ্বেত কাগ বধে রাম বধে উদয়গিরি
কুল ছেড়ে বিবাহ হচ্ছে জানকী সুন্দরী।
হরের ধেনুক ভেঙ্গে রাম সীতা পেলেন দান
বিয়ে কোরে রাম দোলায় চড়ে যান।
ঘরের দুয়ারে অক্ষর দেখিবারে পায় ৭০
চৌদ্দ বৎসর রামের বনবাস।
পিতার সত্য পালিতে রাম চলিল বনবাস।
রাজপোষাকে ত্যাগ করিল রাম
জটা বাকল পরিধান।

(বনকাপাসী-নিবাসী উপেন্দ্রচন্দ্র চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ)

(১৬)

রাম-অবতার

ওগো রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পাবে
অপুত্রিকা বলছে রাজাকে সব রযোধ্যার লোকে।
নারদ মুনি কহে বচন শুন মহাশয়
শনিরে জিনিতে পারলে রাজার রথশয্যা হয়।

৬০ তরুণী—তরণী
৬৪ বিটী—কন্যা (এখানে অবজ্ঞাসূচক)

নীলে গোঁড়া খাসা জোড়া ওগো পায়েতে পামরী ৫
গলাতে তুলসীর মালা বিনন্দে পাগুরী।
যতশত বাণ মারে শনিরি উপরে
শনির দৃষ্টিতে রথ ওড়ে স্বর্গ বনে।
রাজা বলে রথ রথী সারথি ঘোড়া
ওড়ে স্বর্গবনে, কোথা ছিল জটায়ু পক্ষ ১০
রথকে নামায় ভূমিতলে।
প্রাণদান দিলি জটা আমায় বনমাঝারে
নিজ গলের ফুলের মালা দিয়ে জটা পেখের গলে।
গলেতে দিয়ে মালা যার মত্যতা করিল
তুমি আমার মিতে পক্ষ, আমি তোমার মিতে, ১৫
বিপদ সময়ে যেন মনে রেখ মিতে।
বনে থাকি বনজন্তু আমি মত্যতার কি জানি
তোমার সঙ্গে ধর্ম্ম মত্যতা রাজা, মনে রেখো তুমি।
এইখানে থাক মিতা আমার রথ আগুলিয়া
শীঘ্র আসি কানন হতে মৃগ শীকার করে। ২০
একাদশী করে তুই জন অন্ধক ব্রাহ্মণী
পারণের জল আনতে যাবে প্রাণের সিন্ধুমণি।
সিন্ধু বলে নিত্য যাই নিত্য আসি পিতা সরোবরের ঘাটে
আজতো যাব না পিতা প্রাণ কেঁদে উঠে।
মনি বলে ধর্ম্ম কোরে মরে যদি পাণ্ডবের নন্দন ২৫
তবে লোকে ধর্ম্ম করে কিসেরি কারণ।
কাঁদিতে কাঁদিতে অমিত্য নিল হাতে
অমিত্য মুখে জল পড়ে সরোবরের ঘাটে
ঘোড়াপৃষ্ঠে মহারাজ শীকারে সাজিল
চৌকসী বনে ঘুরে রাজা শীকার নাহিক পেল। ৩০

৬ পাগুরী—পাগুড়ী—মাথার পাগ বা সজ্জাবিশেষ
১৪ মত্যতা—মিত্রতা
৩০ চৌকসী—চারিক্রোশ পরিধিযুক্ত বন (চৌক্রোশী)

জলের শব্দ রাজা কর্ণে যে শুনিল
শব্দভেদী বাণ তখন রাজা যে জুড়িল
বনের মৃগ জল খেচে বলে সিন্ধুকে বধিল।
কে মেলিরে ব্রহ্মাস্ত্র বাণ, অঙ্গ গেল জ্বলে
পিতা মাতা কাঁদচে দুজনে বনেরি ভিতরে। ৩৫
শীঘ্র করে জল দাওগো আমার পিতারি নিকটে
ঘোড়া হইতে নেমে রাজা সিন্ধুকে নিল কোলে।
মরা সিন্ধুকে কোলে করে ফেরে তপোবনে
কি করিলাম, কোথায় এলাম, আমার এই ছিল কপালে।
ব্রহ্মহত্যা করলাম এসে বনেরি ভিতরে ৪০
স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, আর করি সুরাপান
চারি পাপের পাপী যারা লেবে রামের নাম।
ক্ষুধাতে, তৃষ্ণাতে মনি ওগো ডাকে বাহু তুলে
সিন্দুক এলি না কে এলিরে, আয়রে করি কোলে।
একবার মা কথা বলরে, আজ জুড়াবে জীবন ৪৫
তোমার সিন্ধুক নয় আমার নাম দশরথ
না জানাতে বধ করেছি তোমারি নন্দন।
হায় হায় করিয়ে কপালে মারে ঘা
কোথা গেলি প্রাণের সিন্ধুক কেবা বলে মা।
সাত নাই পাঁচ নাই, আমার ওগো একা সিন্ধুক মুনি ৫০
কি অপরাধ করেছিল দণ্ড দিতাম আমি।
মৎস্য চেনে গহীর গম্ভীর পক্ষ চেনে ডাল
মায়ে চেনে পুত্রের বেদন, প্রাণে কাঁদে যার।
যে মাঠেতে বৃক্ষ থাকে, সেইতো মাঠের মাতা
ওগো একা মায়ের পুত্র মলে মা দাঁড়ায় কোথা। ৫৫
মনি বলে তোর রাজ্যে থাকি না রাজা আমি করি আশীর্ব্বাদ
কিবা উঠে সন্তান বধ, সাধ আপন বাদ।

৫২-৫৩ ১ (৫০-৫১) দ্রষ্টব্য

পুত্র যাদ আছে রাজার নিপুত্রকা হবি
পুত্র যদি না আছে পুত্তুর বর পেলি ।
চার পুত্র হবে তোমার ওগো রাম যাবে বন ৬০
পরে রবে খাট পালঙ্গ তেজিবি জীবন ।
শাপ দিয়ে মুনি প্রাণ তেজিল
তিন জনের চিতা রাজা একস্তে সাজাইল ।
চুয়া চন্দন কাষ্ট কিবা বনে কিনেছিল
কলসীতে ঘৃত যার অগ্নিতে ঢালিল । ৬৫
শতকার্য্য করে রাজা ভাণ্ডার চলে যায়
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়ে ব্রাহ্মণে করে দান ।
এই সকল মুনিতে বলে রাজার হোক কল্যাণ ।
বাপ তো তবে বিভাণ্ড মুনি মাতার হরিণী
যার গর্ভে জন্ম নিল নামে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি । ৭০
এই সকল মুনি আসিয়ে যজ্ঞ আরম্ভিল
যজ্ঞে উঠিল চরু রাজা মেগে নিল ।
কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকয়ী রাণী ওগো চরু ভক্ষণ করে
অন্ধকের বরে রযোধ্যায় রাম জন্ম নিলে ।
দিব্যদলশ্যামে রামে কমল-লোচন ৭৫
সভা করে বসিল রামের ভাই যে চারি জন ।
যেমন রামের গাণ্ডীবন, তেমনি রামের ছটা
নবীন বয়সেতে যার মস্তকেতে জটা ।
সম্মুখেতে দাঁড়িয়ে আছে আপনার দশরথ পিতা
বিমুখে রাখিলে যার ভরত শত্রুঘন । ৮০
সম্মুখেতে আছে আপনার গুণের ভাই যে লক্ষ্মণ
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে মুনিদের গেছে সাধ
হেরম্বনে রাক্ষস এসে যজ্ঞে পাতিল প্রমাদ ।

৬৩ একস্তে—একত্র, একসঙ্গে
৭৪ রযোধ্যায়—অযোধ্যায়
৭৫ দিব্যদলশ্যাম—দূর্ব্বাদলশ্যাম
৮২-১২৯ ১ (৭৫-১৪১) দ্রষ্টব্য

রাক্ষসী দেখে মুনিরা পলায় দেশ দেশান্তরে।
পালায়ো না ভাই উপায় বলে দিই ৮৫
রাম যদি আনতে পার যজ্ঞ রক্ষা হয়।
ছমাসের পথ কেবা যেতে পারে
রাজার গুরু বিশ্বামিত্র তিনি রাম আনিতে পারে।
দিব্যমালা চাঁপার কলি রামের তরে লয়ে
ধীরে ধীরে যাত্রা করে মুনি রযোধ্যানগরে। ৯০
ঘরে কয় বাণীবার্ত্তা, দ্বারে গেলেন মুনি
বসিতে আসন দিলে ওগো পদ্মের আগে জল।
কোথাকার যাও মনি কও দেখি বচন
ছমাস হাঁটিয়া এলাম আমি রযোধ্যা ভুবন।
তোমার ঘরে জন্ম নিল শ্রীরামলক্ষ্মণ ৯৫
ওগো দিতে হবে মনিদের আজ যজ্ঞেরি কারণ।
প্রাণ চাও ধন চাও মনি আমি সব দিতে পারি
আপনার জ্ঞানে রামকে কভু বনে দিতে নারি।
রাম পাঠাইতে পাপিষ্ঠ তোমার কাতর জীবন
ওগো নিজে মুখে বলবি যেদিন রাম যাওগো বন। ১০০
রামলক্ষ্মণ লুকায়ে রেখে ভরত সঙ্গে দিল,
ওগো বাড়ীর বাহির হয়ে নাম জিজ্ঞাসা করিল।
তোর নাম কিরে বাপু, তোরি বা নাম কি?
আমার নাম ভরত, মনি, ভেয়ের নাম শত্রুঘ্ন।
মুখে অগ্নি চোখে অগ্নি ছুটিতে লাগিল ১০৫
সেই অগ্নিতে রাজার রযোধ্যা পুড়িল।
কতদূর গেল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাকে আনগা ফিরায়ে
আমি শ্রীরামলক্ষ্মণ দিব মনির চরণ ধরিয়ে।
রাম লক্ষ্মণ মনির আগে দিল
সেঁকে ছিল ধান দুর্ব্বো আশীর্ব্বাদ করিল। ১১০

৯৪ রযোধ্যা—অযোধ্যা

ছ'দিনের পথে যাবি না ছ'মাসের পথে যাবি
ছ'মাসের পথে যজ্ঞ দরশন
ছ'দিনকার পথে আছে তাড়কা একজন।
উত্তর দক্ষিণা বীর সুখে নিদ্রা যায়
ওগো শাল গাছের আড়ে মুনি তাড়কা দেখায়। ১১৫
তাড়কা দেখে মনি কাঁপে থরে থরে
মনিকে লুকায় লক্ষ্মণ শাল পাতার ভিতরে
যত শত বাণ মারে ধরে ধরে খায়
এই রঘুনাথের গাণ্ডীবাণে তাড়কা বধ হয়।
তাড়কা মলো ভালই হলো শব্দ গেল দূরে ১২০
পড়ে রইল তাড়কা বীর চৌদ্দ ভুবন জুড়ে।
অহল্যা পাষাণ হয়েছিলেন, গৌতক মুনির শাপে
তাহার দেহ মানব হল, রামের চরণের ধূলাতে।
পার কররে ধীবর মাঝি আজ পার কর মোরে
উপার হয়ে, ধীবর বর দিব তোরে। ১২৫
পার করি কি ঠাকুর মহাশয়, আমার প্রাণে লাগে ভয়—
কাষ্টের নৌকা যদি মনুষ্য কভু হয়।
নির্ব্বোধ বলিরে ধীবর, আমি নির্ব্বোধ বলি তোরে
কাষ্টের নৌকা কভু মনুষ্য হতে পারে।
কি দিব রাম নামেরি তুলনা ১৩০
চরণের ধূলায় পাষাণ মানব, ধীবরের নৌকা হোক সোনা।
প্রভু নারায়ণ রামচন্দ্র যারে দেবেন বর
লক্ষ্মী রাখিবেন তার যুগ যুগান্তর।
ধেনুক ভাঙ্গা পণ ছিল রাজা জনকেরি ঘরে ;
ওগো তেত্রিশ কোটী দেবতা এসে, ধেনুক নড়াইতে না
পারে। ১৩৫

১২২ গৌতক—গৌতম



যমরাজা

রবির পুত্র যমরাজা যম নাম ধরে
বিনা অপরাধে যম কারু দণ্ড নাহি করে। [পৃঃ ১৫]

রাজা বলে এই ধেনুক যে ভাঙ্গতে পারবে
সীতে করণে দিব দান।
নিজে রামচন্দ্র বলবান, ধেনুকে দিল টান
গিঁটে গিঁটে, ধেনুক ভেঙ্গে করিলে সাত খান।
ততক্ষণে জনক রাজা, সীতে কন্যে দিল দান ১৪০
সীতা কন্যে দান পেয়েছিল।
দুই ভেয়ের বিয়ের কথা একত্রে হইল
বশিষ্ঠ মুনি আসিয়ে ছরলা তলায় রামকে নানমুখো করাইল।
পালকী সোয়ারী কত সাজিয়ে রাখিল।
ঢোল বাজে নাগরা বাজে আর বাজে কাঁসি ১৪৫
তোলপাড় করে নয়ে যেচে মিথিলার মাটী।
পুরুষরাম বলেরে ভাই, আমার চেয়ে রাম কেবা আছে।
আমার চেয়ে রাম যে হবে, সে আমার সঙ্গে যুদ্ধ দিয়ে যাবে।
পুরুষরাম রামচন্দ্র ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভিল
হাতে হাতে পুরুষরামের বল হরে নিল। ১৫০
অবির পুত্র যম রাজা যম নাম ধরে
বিনা অপরাধে জীবের ডণ্ড নাহি করে।
যমদূত আর কালদূত, দুই জনে পেয়াদা পহরা আছে।
চিত্রগুপ্ত মহুরী তারা দিবারাত্র লেখাপড়া করছে
একজন বলতে যমের দুই জনা যায় ১৫৫
তোলাতুলি করে রাজার নিকটে দেয়।
লোহার ডাঙ্গুরে বেড়িয়ে পাপীদের মস্তক ফাটায়
পরের বাড়ী ধন কড়ি যে চুরি করে খায়।

১৪৩ নানমুখো—নান্দীমুখ শ্রাদ্ধাদি
১৪৭ পুরুষরাম—পরশুরাম
১৫১ অবির—রবির
১৫১—১৭০ (১) ১(১৪২—১৬১) দ্রষ্টব্য
১৫২ ডণ্ড—দণ্ড
১৫৭ ডাঙ্গুর—দণ্ড

দরবারে মিথ্যা কথা কয়
তপ্ত সাঁড়াশী দিয়ে তাহার জিহ্বা কেড়ে নেয় ১৬০
ভাল জল থাকতে যে জন মন্দ জল দেয়
উপুরীকে নিয়ে যেয়ে চামের পরোতে করে খারানী জল খাওয়ায়।
আপনার ঢেঁকি থাকতে যেজন ঢেঁকি নাহি দেয়
বক্ষস্থল লয়ে তার ঢেঁকিতে পার দেয়।
কলির রাজা কলির প্রজা কলির হল শেষ ১৬৫
বৃদ্ধ মার মাতাতে চরখা দিয়ে পরিবারকে কন্ধে লয়ে
কলি রাজা গঙ্গাস্থানে করিলেন গমন।
হীরানামে বেশ্যা মহাপাপের পাপী ছিল
অন্নদান বস্ত্রদান, ব্রাহ্মণকে গরুদান করিল।
সাধু প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, বিষ্ণুদূত আসিয়া ১৭০
পুষ্পরথে কোরে লয়ে, বৈকুণ্ঠে গমন করে। ১৭১

পাঙ্গুড়িয়া নিবাসী পঞ্চানন চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ]

(১৭)

সিন্ধুবধ

রজ রাজার পুত্র রাজা নামে দশরথ
শোভা করে বসে রাজা যত প্রজাগণ।
অপত্রিকা বলে রাজা দেশে নাহি রহিব
আজ হতে রযোধ্যা মোরা পরিত্যাগ করিব।

১৬২ উপুরী—যমপুরী; পরো—থলে
১৬৪ পার—পাড়—(পাতন বা পাড়ন)
পূর্ববর্তী ৪টী গানের সহিত এই প্রসঙ্গের অনেক মিল আছে।
১ রজ রাজা—অজ রাজা ২ শোভা—সভা
৩ অপত্রিকা—অপুত্রক ৪ রযোধ্যা—অযোধ্যা

রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পায় ৫
গিন্নীর পাপে গৃহস্থ নষ্ট লক্ষ্মী উড়ে যায়।
নারদ মুনি বলে, কথা শুন মহাশয়,
শনিকে জিনিতে পারলে রথশয্যা হয়।
নারদের কথা রাজা কর্ণেতে শুনিল
শনিকে জিনিবার জন্য রথ সাজাইল। ১০
জামাজোড়া নিল ঘোড়া পায়েতে পামরী
গলাতে তুলসীর মালা বিনন্দে পাগুরী।
শনি রাজা বসে আছেন ধর্ম্ম-সিংহাসনে
শনিরি রিষ্টিতে রথ ওড়ে স্বর্গ পানে।
রথ রথী সারথি ঘোড়া উড়িতে লাগিল ১৫
কোথায় ছিল জটায় পক্ষ, রাজ ধরে নামাইল।
আপনার গলের পুষ্পমালা রাজা জটায়ুর গলে দিল
জনমে জনমে রাজা মত্যতা পাতাইল।
আমার মিতে জটা তোমার আমি মিতে
ওগো বিপদে সম্পদে যেন মনে রেখো মিতে। ২০
বনে থাকি বনের পশু রাজা মত্যতার কিবা জানি
আমার সঙ্গে মত্যতা রাজা পাতায়েছ আপনি।
এইখানে থাক মত্য রথ আগুলিয়া
আজ মৃগ শিকার করে আনি বনল কাননে।

৫-৬ অনুরূপ উক্তি—রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট ভাবি চাহ মনে।
স্ত্রীর পাপে গৃহলক্ষ্মী পলায় আপনে॥ ('ময়নামতীর গান'—ভবানীপ্রসাদ)
১১ পামরী—পায়জামা বা মোজার মূল্যবান্ বস্ত্রবিশেষ
১২ পাগুরী—পাগড়ি (শিরোভূষণ)
১৪ রিষ্টিতে—পাপে বা অকল্যাণে।
১৬ জটায় পক্ষ—জটায়ু পক্ষী
১৮ মত্যতা—মিত্রতা বা মৈত্রী
১৯ জটা—জটায়ু
২১ মত্যতার—মিত্রতার

বত একাদশী করেছিল বনের অন্ধক ব্রাহ্মণ। ২৫
পারণের জল আনরে বাপ গুণের সিন্ধুমনি।
নিত্য নিত্য যাই পিতা সরোবরের ঘাটে
আজতো যাব না পিতা কি আছে কপালে।
কাল গেছে বাপ একাদশী আজ ব্রাহ্মণ ভুজন
শিগির করে জল আন বাপ করিব পারণ। ৩০
ওই কথা শুনে সিন্ধু কমুণ্ডল লিল হাতে
কাঁদিতে কাঁদিতে জল আনিতে যায় সরোবরের ঘাটে।
সরোবরে জল পোরে আনন্দিত মনে
জলের ভুকভুকি রাজা কর্ণেতে শুনিল।
বনের মৃগয়া হরিণ বলে বাণেতে বধিল। ৩৫
কে মেলি ব্রহ্মাস্ত্র বাণ আমার দেহ গেল জ্বলে।
মাতাপিতা কাঁদচে আমার ওগো বনেরি ভিতরে
কাল গেছে বত একাদশী আজ ব্রাহ্মণ ভুজন
শিগির করে জল লয়ে যাও করবে পারণ।
এই কথা বলে সিন্ধু প্রাণ পরিত্যাগ করিল ৪০
সরোবরের ঘাটে সিন্ধু ভাসিতে লাগিল।
সিন্ধুকের কথা শুনে রাজা ওগো ঘোড়া হতে নামিল
আজ মরা সিন্ধুকে রাজা কোলেতে করিল।
স্ত্রীহত্যা ব্রহ্মণহত্যা করিলাম সুরাপান
চার পাপের পাপী হলাম মুখে আনে রাম নাম। ৪৫
মরা সিন্ধুক কোলে কোরে রাজা বেড়ায় বনে বনে
খিদাতে তৃষ্ণাতে মুনিরা ওগো ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
মুনির ডাক যখন রাজা কর্ণেতে শুনিল
মরা সিন্ধুক কোলে কোরে মুনির দ্বারে গেল।
পাতার মচমচি মুনি কর্ণেতে শুনিল। ৫০

২৫ বত—ব্রত
২৯ ভুজন—ভোজন
৩০ শিগির—শীঘ্র

কে এলি বাপ সিন্ধুক এলি বলরে বচন
মা বলিয়ে ডাকরে বাপ জুড়াক রে জীবন।
তোমার পুত্র নয় মুনি করি নিবেদন
না জানাতে বধ করেছি তোমার নন্দন।
কি বেরোইল মহারাজা তোমার কি বেরাইল মুখে ৫৫
আকাশ পাতাল ভেঙ্গে পড়ে অন্ধক মুনির বুকে।
হায় হায় বলে অন্ধকিনী কপালে মারছে ঘা
কোথায় গেলি গুণের সিন্ধুক একবার মা বলে যা।
পাঁচ নয় ছয় নয় আমার একা সিন্ধুক মনি
কি অপরাধ করেছিল আনলে ডণ্ড দিতাম আমি। ৬০
একা সিন্ধুক মেলি না রাজা মেলি রে তিন জন
রাজার যদি না আছিস পুত্তুর পুত্তুর বর পেলি।
অপুত্র মহারাজা ওগো পুত্তুর বর পেল
মরা সিন্ধুক কোলে কোরে নাচিতে লাগিল।
চার পুত্র পাবি রাজা রামকে দিবি বন ৬৫
খাট পালঙ্গ পেরে সেদিন আমার মতন তেজিবি জীবন।
রাম না জন্মাইতে ছিল ষাট হাজার বৎসর
বাল্মীক মুনি ছিল পুঁথি পেয়ে ব্রহ্মার বর।
ব্রহ্মণশাপে অন্ধকমুনি দশরথকে দিল
সিন্ধু সিন্ধু বলে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। ৭০
তিন জনের সতকার্য্য একস্তে করিল
নিমকাষ্ঠ দিয়ে চিতা সাজাইতে লাগাইল।
চুয়া চন্দন ঘৃত ঢালিতে লাগিল
তিন জনের সতকার্য্য করে রাজা অযোধ্যাকে গেল
রামচন্দ্র জন্ম লোবো বলে মুনিগণ যজ্ঞ আরম্ভিল। ৭৫

[দাদপুর-নিবাসী ভূপতি চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ।]

৬০ ডণ্ড—দণ্ড
৭১ সতকার্য্য—সৎকার ; একস্তে একত্রে
৭৫ লোবো বলে—লইবে বলিয়া

(১৮)

সিন্ধুবধ

রজ রাজার পুত্র রাজা যার নাম দশরথ
সভা করে বসে আছে লয়ে প্রজাগণ।
রাজার পাপে রাজ্যনষ্ট প্রজা কষ্ট পায়
গিন্নীর পাপে গৃহস্থ নষ্ট যার লক্ষ্মী ছেড়ে যায়।
প্রজায় বলছে, শুন দেখিন রাজা মহাশয় ৫
শনিকে জিনিতে পারলে রথ যাত্রা হয়।
শনিকে জিনিতে মহারাজ রথ সাজাইল
ধেনুকা টঙ্কার শনি চেতন পাইল।
যত শত বাণ মারে শনি ভক্ষণ করিল
শনি জিনিতে মহারাজা রথ উড়ে গেল। ১০
রথ রথী সারথি ঘোড়া উড়িতে লাগিল
কোথায় ছিল জটায়ুপক্ষ রথ ধরে চৌকুশী বনের
মধ্যে নামাইল।
রাজা নিজ গলার পুষ্পমালা জটার গলে দিল।
তুমি আমার মিতে জটা তোমার আমি মিতে
ত্রিপদ কালে এসব কথা যেন মনে রেখো মিতে। ১৫
এইখানে থাক জটায় বলে বনে পুষ্পরথ আগুলে
আমি আসি তোমার জন্য বনে মৃগশীকার করে।
চৌকুসী বনের মধ্যে রাজা শিকার নাই পায়
তাঁবু টাঙ্গিয়া রাজা বনের পাশে রয়।
সেই চৌকুশী বনের মধ্যে আছে অন্ধক আর অন্ধকী ২০
একাদশী আছে কোরে ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী।
পারণের জল আনতে পাঠায় গুণের সিন্ধুমণি

১৫ ত্রিপদ—বিপদ
১৮ চৌকুসী—চারিক্রোশ জুড়িয়া



কদম্বমূলে শ্রীকৃষ্ণ

কানিয়া কদম্বমূলে নাগরিয়া থানা
বনফুল গাঁথিয়ে কৃষ্ণের গলে বনমালা।
হাত বাঁকা পায় বাঁকা বাঁকা মাজাখানি
চরণের নূপুর বাঁকা চূড়ার টাম্বুনি। [পৃঃ ১৭]

[একটি বর্ত্তমান পটুয়ার অঙ্কিত পট—পৃঃ ১৮ দ্রষ্টব্য]

সিন্ধুবধ

কে মেলি রে দুরন্ত বাণ অঙ্গ গেল জ্বলে।
শীঘ্র কোরে লয়ে চল মা বাপের কোলে।
ঘোড়ার পৃষ্ঠে মহারাজ নামিতে হইল
মরা সিন্ধু কোলে কোরে রাজা চলিতে লাগিল। পৃঃ ৬৭]

নিত্য নিত্য যাই পিতা সরোবরের ঘাটে
আজতো যাবনা পিতা আমার কি আছে কপালে।
দশ নাই পাঁচ নাই, একা সিন্ধুমনি ২৫
শীঘ্র কোরে পারণের জল আন সিন্ধুমনি।
কাঁদিতে কাঁদিতে সিন্ধু কুম্ভ নিল হাতে
জল আনিতে যায় সিন্ধু সরোবরের ঘাটে।
সিন্ধু জল পোরে রাজা কর্ণেতে শুনিল
শব্দভেদী বাণ রাজা ধেনুকে জুড়ে দিল। ৩০
বনের মৃগ বলে সিন্ধুকে বধ করিল।
বাপরে বলে পড়ে গেল সিন্ধু সরোবরের জলে
কে মেলি রে দুরন্ত বাণ অঙ্গ গেল জ্বলে।
শীঘ্র কোরে লয়ে চল মা বাপের কোলে।
ঘোড়ার পৃষ্ঠে মহারাজ নামিতে হইল ৩৫
মরা সিন্ধু কোলে কোরে রাজা চলিতে লাগিল।
পাতার মচমচানি কর্ণেতে শুনিল
সিন্ধু সিন্ধু রব কোরে ডাকিতে লাগিল।
কে এলিরে বাপ সিন্ধু এলি এস করি কোলে।
সিন্ধু নয় রন্ধক মুনি রাজা নামে দশরথ ৪০
না জানাতে বধেছি বাপ তোমারি নন্দন।
কি বেরোইল রাজা দশরথের মুখে
বজ্রাঘাত ভেঙ্গে পড়ুক অন্ধক মনির বুকে।
কি অপরাধ করেছিল আমার সিন্ধুমনি
ধরে কেন আন নাই তার ডণ্ড দিতাম আমি। ৪৫
ওই কথা শুনে মায়ে কপালে মেরেছিল ঘা
আমার পুত্র মেরে রাজা আমার প্রাণ কাঁদাইলি
পুত্রশোকে দাবানলে তুই তোর জীবন পরিত্যাগ করিবি।
পুত্রের বাপ হোস রাজা নিপুত্রি হবি
পুত্রের বাপ না হোস রাজা চার পুত্র পাবি। ৫০

---

৪০ রন্ধক মুনি—অন্ধমুনি

পুত্রের বর পেয়ে রাজা আনন্দিত হল
মরা সিন্ধুক কোলে কোরে রাজা নাচিতে লাগিল।
একা তুই মারিস নাই সিন্ধু মেরেছিস তিন জন
এই তিনজনার সৎকার্য্য করিবি এখন।
মায়ের পিতার পুত্রের একুই ঝিলে সাজাইল ৫৫
কলসী কলসী ঘৃত ঢালিতে লাগিল।
সৎকার্য্য করে রাজা গঙ্গাস্নানে গেল
গঙ্গাস্নান কোরে রাজা রযোধ্যাকে গেল।
কৈকয়ী রাণী কৌশল্যা সুমিত্রা রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন
তোমার মতন অধার্ম্মিক রাজা নাইকো কোন জন। ৬০
এই কথা বলে রাণী কান্দিতে লাগিল
চরু খেয়ে রাম জন্মাইল।
রবির পুত্র যম রাজা যম নাম ধরে
মিনি অপরাধে কারও ডণ্ড নাই করে।
কৃষ্ণদূত আর বিষ্ণুদূত তারা পহরাতে থাকে ৬৫
যাকে যখন হুকুম করে, এরাই তখন ছোটে।
যার যেমন কর্ম্মের ফল এই যমপুরীতে আছে।
ভাল জল থাকতে যেজন মন্দ জল দেবে
যমের কাছে সে জন খারানি জল পাবে।
ধানভানারিকে যে জন চাল কম দিয়েছিল ৭০
লোহার ঢেঁকিতে কোরে তার যমপুরীতে হাড় পিযে লিল।
পতি নিন্দা শাস্ত্রমতন নয়
তাহার শাস্তি যমপুরীতে খাজুর গাছে হয়।
হীরামুনি বেশ্যা ছিল মহাপাপের পাপী
অন্নদান বস্ত্রদান ফলদান বহুত করেছিল ৭৫
সেইজন্য কৃষ্ণদূত পুষ্পরথে মাথায় করে বৈকুণ্ঠে গেল। ৭৬

[পাকুড়হাঁস-নিবাসী শশীপটুয়ার গান হইতে লিপিবদ্ধ]

৫৫ একুই ঝিলে—একই চিতায়
৭০ ধানভানারি—যাহারা ধান হইতে চাউল প্রস্তুত করে

(১৯)

শঙ্খ-পরান পালা

ব্যাঘ্র ছাল বিছিয়ে বসেন শিব দুর্গাপতি
হরের বামে বসলো চণ্ডিকা পার্ব্বতী।
বাম করে বসে দুর্গা কহিছে বচন
এক বাক্য বলি দেখ দেব ত্রিলোচন।
আমার বাইএর শঙ্খ নাই তোমার নাইকো লাজ ৫
একে বাই শঙ্খ দিবে স্বামী দেবরাজ।
রূপা সোনা পর গৌরী আকালে বিচে খাবি
আঙ্গা উলি শঙ্খ পরে কোন সরগে যাবি।
রূপা সোনা পরতে আমার গতর বেদনা করে
আঙ্গা উলি শঙ্গ পরতে বড় সাধ লাগে। ১০
মর মর ভাঙ্গড় বুড়ো চক্ষে পড়ুক ছানি
চোকে না দেখতে পাবি হীরে লাল কুচনী।
চোক খাক তোর মাতামিতা চোক খাগা তোর খুড়ো
জেনে শুনে বিয়ে দিলে লাঠি ধরা বুড়ো।
ঘর থেকে বেরোইতে গৌরীর মস্তকে ঠেকিল চাল ১৫
বামে গেল কাল সাপিনী ডাহিনে শৃগাল।
আজ মায়ের মাথার উপর ডেকে গেল কালবরণের পেঁচা।
বিনা মেঘে বরষণ হচে রক্ত নেচা-নেচা।

৩ বাম করে – বাম দিকে
৫ বাইএর – বাহুর
৬ বাই—শাখা, চুড়ি প্রভৃতির গুচ্ছ বা গাছা
৮ আঙ্গা উলি – রাঙ্গা রুলি
৯ গতর – দেহ বা শরীর
১২ কুচনী – বেশ্যা (কুচ্ বা শোভা যাহাদের অবলম্বন)
১৬ বামে গেল কাল সাপিনী ইত্যাদি – অনুরূপ উক্তি—"বামে সর্প দেখিলেন শৃগাল দক্ষিণে।" (কৃত্তিবাস)
১৮ নেচা-নেচা – চাপ-চাপ বা থোকা-থোকা

ঢেঁকির বাহন নারদ গেছে ব্রহ্মারি ভুবন
রাস্তার মাঝে মামীর সঙ্গে হল দরশন। ২০
আজ কেন দেখি মামী তোর বিরস বদন ?
তোর মামাকে চেয়েছিলাম দু বাই
দিতে পারে নাই গোসা করে যাচ্ছি বাপের বাড়ী।
কুচনী-পাড়ায় থাকে মহাদেব কুচনীর মাথা খেয়ে
আমি চললাম কার্ত্তিক গণেশ দুই ছেলে লয়ে। ২৫
কোলে নিল কার্ত্তিক হাঁটিয়ে লম্বোদর
গোসা করে চললো গৌরী মাতাপিতার ঘর।
আজ আমি শুভ যাত্রা নাহি দেখি
কেন ঘরে থেকে বাহির করলাম কার্ত্তিক গণপতি।
একা বসে আছ মামা রত্ন সিংহাসনে— ৩০
কার্ত্তিক গণেশ ভাই না দেখি কৈলাস ভুবনে ?
তোর মামী চেয়েছিল দু বাই শঙ্খের কড়ি
দিতে পারি নাই গোসা করে গেল বাপের বাড়ী।
কতদূর গেল তোমার মামী আনগে ফিরায়ে
কাল শঙ্খ কিনে দিব নগরে ভিক্ষা কোরে। ৩৫
দু কাটি বাজিয়ে নারদ করিলেন গমন
মামীর দ্বারেতে নারদ দিলে দরশন।
পালাবি তো পালা মামী প্রাণ জীবন লয়ে
ভাঙ্গড় মামা দেখতে পেলে বধিবে পরাণে।
তোমার পিতা দক্ষ রাজা ধনের অধিকারী ৪০
শঙ্খ পরিবার সাধ থাকে তো যাওনা বাপের বাড়ী।
দু কাটি বাজিয়ে নারদ করিলে গমন
মামার দ্বারেতে নারদ দিলে দরশন।
আমার কিরে দিলাম মামা দিলাম শত শতবার
কার্ত্তিক ভেয়ের কিরে দিলাম পঞ্চবার। ৪৫

২৩ গোসা—রাগ
৪৪ কিরে—শপথ বা দিব্য

তবু গুণের মামী না এলো গো ঘর।
উপায় দে রে নারদ ভাগ্নে বুদ্ধি দেরে মোরে
তোর মামী কৈলাসে আসিবে কি প্রকারে।
মামী হলো বাগ্দীনী তুমি হওগা বাগা
বড়বনের বাঘ সেজে পথে দাওগা দেখা। ৫০
ঠিক বলেচিস্ নারদ ভাগিনা যুক্তি বড় নয়।
বড়বনের বাঘ সেজে পথে দাঁড়াইল
কার্ত্তিক গণেশ দুটি ভাই ডরিয়ে উঠিল।
ভয় কি আছে কার্ত্তিক গণেশ ভয় কি মোরে আছে
বাপের বাড়ী যাব আমি বাহন পেলাম কাছে। ৫৫
কাছ মেরে কাপড় পরে চড়িবার যায়
বোম বোম বলিয়া বাঘ বন দিয়ে পালায়।
যাহক রে নারদ ভাগনা তোর বুদ্ধি হতভাগা ধরেছিলাম করে
তোর মামী চাপে নাই আমারি ঘাড়ে।
তোর বুদ্ধি হতভাগা জলে ডুবতে হয় ৬০
সাতবার গঙ্গাস্নান না করলে দেহের পাপ না যায়।
উপায় দে রে নারদ ভাগ্নে বুদ্ধি দে রে মোরে
তোর মামী কৈলাসে আসিবে কি প্রকারে।
যদি মামা সাজতে পার শেখারী বরণ
রূপে গুণে মামীর সঙ্গে হবে দরশন। ৬৫
এই কথা শুনে মহাদেবের মনেতে লাগিল
গরুড় পক্ষী বলে মহাদেব ডাকিতে লাগিল।
স্বর্গে ছিল গরুড় পক্ষী মর্ত্তে নেমে এল।
আয় দেখিরে গরুর বীর বাটার তাম্বুল খাবি
এক বাই শঙ্খ এনে আমার হাতে দিবি। ৭০

৫৩ ডরিয়ে—ভীত হইয়া
৫৬ কাছ মেরে—মালকোঁচা মারিয়া
৬৪ শেখারী বরণ—শাখারীর রূপ

কতকগুলি গরুড় পক্ষী চরিবারে গেল
চরিবারে যেয়ে গরুড় বীর ভাবিতে লাগিল।
এক ডেনাতে বাঁধে সমুদ্র এক ডেনাতে ছেঁচে
কতগুলি শঙ্খ পারে তুলে দিচে।
শঙ্খগুলি নিয়ে মহাদেবের কাছেতে দিল ৭৫
বিশ্বকর্ম্মা ব'লে মহাদেব তিন ডাক দিল।
আয়রে দেখি বিশ্বকর্ম্মা বাটারি তাম্বুল খাবি
নিজহাতে শঙ্খগুলি নির্ম্মাণ করে দিবি।
কারিকরের হাতে শঙ্খ তৈয়ার করে দিল
শেখার গুঁড়িগুলি মহাদেব গায়েতে মাখিল। ৮০
শেখাঘষা লড়িখানি ডান বগলে লিল।
সিদ্ধির ঝোলা গাঁজার কলকে বাঁ বগলে লিল।
শঙ্খের পসরা মহাদেব মাথায় তুলে নিল
এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দিল
শিবের খুড় শাশুড়ী ঘরের বাহির হল। ৮৫
শঙ্খ পরাবার লেগে শিবের খুড় শাশুড়ী করে তাড়াতাড়ি
মাথায় বসন দেয় না তারা করচে হুড়াহুড়ি।
ওই কথা শুনে গৌরীর মনেতে লাগিল।
সোনার খাটে বসে গৌরী রূপার খাটে পা
শঙ্খ পরতে বসল কার্ত্তিক গণেশের মা। ৯০
গাছি গাছি শঙ্খ পরার মন্ত্র করে সার
যাবার সময় যাবি শঙ্খ নড়িয়ে চড়িয়ে
আসবার সময় আসবি না শঙ্খ বজ্রাঘাত পড়িলে।

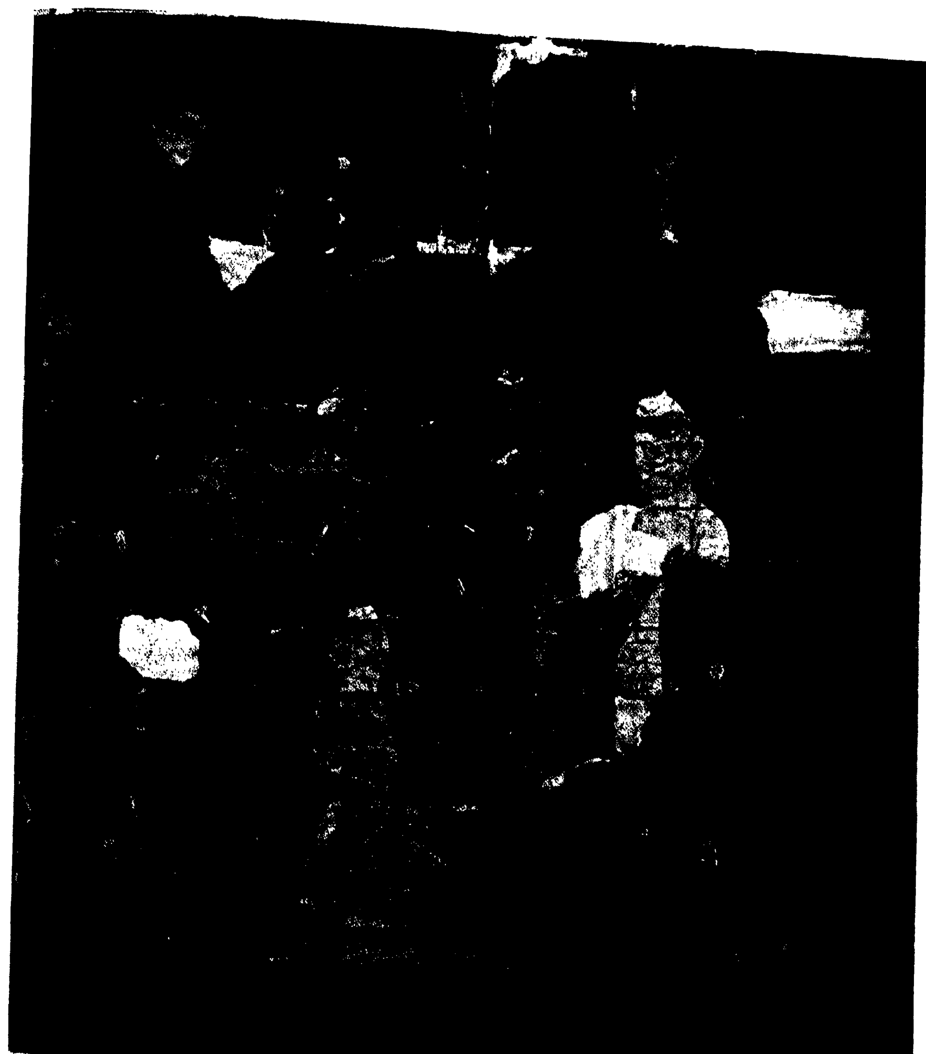
৭৩ ডেনাতে—ডানাতে ; বাঁধে—আটকায় ; ছেঁচে—সেচন করে

৭৪ পারে—পাহাড়ে, তীরে ; দিচে—দিয়েছে

৮১ শেখাঘষা লড়িখানি—শাখা ঘষিবার প্রস্তরময় ক্ষুদ্র দণ্ড

৮৩ পসরা—বিক্রয়ের বস্তুর বোঝা

৯২-৯৩ শঙ্খ পরিবার সময় যেন ধীরে ধীরে মুষ্টির ভাগ অতিক্রম করে ; কিন্তু বজ্রাঘাত হইলেও যেন শঙ্খ আর বাহির না হয়, অর্থাৎ যেন কখন শঙ্খ হস্তচ্যুত না হয়।



"বস্ত্র-হরণ"

জলখেলা করতে গোপী পাড়পানে চায়

শুকান বস্ত্র খানি দেখিতে না পায়।

ঝড় নাই ঝঙ্কর নাই বস্ত্র কেবা লয়

নন্দের বেটা চিকণ কালা গোপীর বসন ধরে লয় [১৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

কোথায় তোমার বাড়ী শাখারী কোথায় তোমার ঘর ?
সূর্য্যপুরে থাকি আমি ইন্দ্রপুরী ঘর ৯৫
আমার নাম দেব শাখারী পিতা সদাগর।
বড়ঘরে দা আছে আনগা পাড়িয়ে
হাত কাটিয়ে শঙ্খ দিব বাহির করিয়ে।
হাত ও যাব তাকেও পারি
শঙ্খের রক্ত না লাগিবে নগরে বিক্রী করতে গেলে ডাকাতি
বলিবে। ১০০
কৌটী ভাবে চায় গৌরী ক্রোধ ভাবে চায়
তবু যে দেব শাখারী ভস্ম নাহি হয়।
ওইখানে গৌরীর ক্রোধ ক্ষান্ত হল
শিবদুর্গার যুগল মিলন কৈলাসেতে হল।
অবির পুত্র যম রাজা যম নাম ধরে ১০৫
চিত্রগুপ্ত মহুরী তারা দিবানিশি লেখে
যার যেমন কপালের ফল ইহারা দুজনে লেখে
কালদূত আর বিষ্ণুদূত যমের পহরাতে থাকে।
একজনা বলতে এরা দুই জন দড়ে
কেরু ধরে চুলের মুষ্টি কেরু ধরে ঘাড়ে। ১১০
লোহার ডাঙ্গসে পাপীর মস্তক ছেদন করে।
কলিকালে কল্কি অবতার
রুগী পড়ে আছে, ডাকতারে হাত ধরে বসে আছে।
মাথার উপর দাঁড়কাক ডাকছে, যমে মানুষে টানাটানি করছে,
বুকে পাষাণ চাপাইয়াছে। ১১৫
চুলের মুটী ধরে তুলছে আর বসাইতেছে।
কাউকে শুলি দিয়াছে।

১০৫ অবির—রবির (সূর্য্যপুত্র যম)
১০৯ দড়ে—দৌড়ায়
১১০ কেরু—কাহারও
১১১ ডাঙ্গস—অঙ্কুশ (হস্তী চালাইবার দণ্ড-বিশেষ)

হীরামণি বেশ্যা অন্নদান বস্ত্রদান দান-ধ্যান বহুত করেছিল।
কৃষ্ণদূতে পুষ্পরথে স্বর্গে নিয়ে গেল।
আপন পতি নিন্দা করে পরপতি ধরে ১২০
খাজুর গাছে তুলে উচিত সাজা দেয়।
খেয়ে বলে খাই নাই নিয়ে বলে নিই নাই—
জিহ্বা সাঁড়াশী দ্বারা টেনে বার করে।
হামান দিস্তাতে ফেলিয়ে পাক দিচ্ছে। ১২৪

(২০)

মহাদেবের শঙ্খদান

নম নম দুর্গা নম নারায়ণী
ওগো কৃপা কর দুক্ষহর বিপদতারিণী।
বিপদে পড়িয়ে মা করিলে স্মরণ
আপনি তরাবেন আজ দুঃখনিবারণ।
ব্যাঘ্রছাল আসনে বসিলেন যুগপতি
হরের বামে বসিলেন চণ্ডিকে পার্ব্বতী।
বাম করে বসে গৌরী বলিছেন বচন
এক বাক্য বলি শুন দেব ত্রিলোচন।
আমার বাই শঙ্খ নাই তোমার নাইকো লাজ
দুইটী বাই শঙ্খ দাও সোয়ামী দেবরাজ।
কোথায় নাচে নীল শঙ্খ কোথায় খুঁজে এলি
কি বুঝিয়ে দান শঙ্খ আমারে মাগিলি।
ওই যে আছে বীর বসোয়া
আমার ওই সিদ্ধির ঝুলি

১০ বাই—শাঁখা বা চুড়ির গুচ্ছ বা গাছা

উয়োকে বেচিলে হব জনমকার ভিখারী　　১৫
কড়ারি ভিখারী দুর্গা কড়ার জন্যে মরি।
কোথায় গেলে পাব আজি দু'বাই শঙ্খের কড়ি
আমার ঠিঁয়ে লে গৌরী দিব্যি গেঁটের সোনা
উয়োই ভেঙ্গে পর আজ নাকেরই নাকচোনা।
রূপোসোনা পর যা আকালে বিচে খাবি　　২০
রাঙ্গা উলি শাঁক পরে কোন্ স্বর্গে যাবি ?
রূপো সোনা পর্‌তে আমার অঙ্গ বেথা করে
রাঙ্গা উলির শঙ্খ পর্‌তে বড় সাধ লাগে।
তোমার পিতা দক্ষ রাজা তিনি ধনের সদাগর
শঙ্খ পরার সাধ থাকেতো যাওনা পিতার ঘর।　　২৫
শুনিলি শুনিলি পদ্মা ভাঙ্গড়ের বচন
সদাই কি মা-বাপের ঘরে পরে আভরণ।
ভাঙ্গড় ভাঙ্গড় বলে আজ না দিও গাল
হাতে ধরে বলেন মহাদেব শঙ্খ দিব কাল।
দুর্গা বলে এইখানে থাক ভাঙ্গড় বুড়ো,
কুচানীর মাথা খেয়ে—　　৩০
আমি চললাম পিতার বাড়ী কার্ত্তিক গণেশ লয়ে।
কোলে নিলেন কার্ত্তিক হাঁটিয়ে লম্বোদর
ক্রোধ করে যাত্রা করে মাতা-পিতার ঘর।
ঘরে থেকে বেরোইতে মস্তকে ঠেকে চাল ;
ডানে যায় শৃগাল রূপ বামে কাল সাপ।　　৩৫
মিনি মেঘে বরষণ জলে রক্ত নেচা নেচা—
মাথার উপর ডেকে যায় কালবরণী পেঁচা।

১৬　কড়ারি—কড়ার (এক কড়াও ভিক্ষা করিতে হয়)
১৮　ঠিঁয়ে—ঠাঁই বা নিকটে
১৯　উয়োই—উহাই ; নাকচোনা—নাসিকার অলঙ্কার-বিশেষ
৩০　কুচানী—বেশ্যা

এমন কেউ থাকে গো বিবুরী এসে লিতে
লাজলজ্জা খেয়ে মহাদেবের আজ থাকিতাম এক ভিতে।
ঢেঁকি চেপে গিয়াছে নারদ ব্রহ্মারি ভুবন ৪০
আসিতে মামীর সঙ্গে পথে দরশন।
কেন দেখি মামী গো তোমার বিরস বদন
মামাতে মামীতে কোঁদল কিসেরি কারণ।
ভাগনে রে তোর মামাকে চেয়েছিলাম আমি দু'বাই
শঙ্খের কড়ি;
মিছে কোঁদল করে পাঠাইলে বাপের বাড়ী। ৪৫
এইখানে থাক মামী তিলেক বসিয়ে
মামাকে আসিয়ে জিজ্ঞাস তোমায় নোব সিঁয়ে।
খিড়কী দুয়োরে নারদ ওগো ঢেঁকিটী বাঁধিল
সদর দুয়োর যেয়ে দরশন দিল।
একা কেন বসে মামা, মামী কোথা যায়? ৫০
কার্ত্তিক গণেশ ভাই বিনা কৈলাস আঁধার হয়।
কতদূর গেল নারদ ভাগ্না
আনগা ফিরায়ে দুটি বাই শঙ্খ দিব নগর মাগিয়ে।
আলকুশীর গুঁড়ি নারদ কতক গুলো সঙ্গে কোরে নিল
কুন্দুলের পড়ো নারদ বগলে ডাবিল। ৫৫
দু'কাটি বাজিয়ে নারদ গমন করিল।
সেখান হইতে হইল নারদের গমন
মামীর কাছেতে নারদ দিলে দরশন।
মামী বলে—ধেয়োনা ধেয়োনা নারদ, তুমি ওইখানে দাঁড়াও
কি বলেছে তোমার মামা সত্যি কথা কও। ৬০
পালাবি তো পালা মামী প্রাণ জীবন লয়ে
মামা বসেছে দুয়ারে ত্রিশূল হাতে ক'রে;

৩৮ লিতে—লইতে
৪৭ নোব সিঁয়ে—আসিয়া লইয়া যাইব
৫৪ আলকুশী—যন্ত্রণাদায়ক লোমযুক্ত ফল-বিশেষ
৫৫ পড়ো—পড়ুয়া বা অভিজ্ঞ

ধরতে পেলে বধিবে আজ তোমারে পরাণে।
দুর্গা বলে গাল দেয় ভবানী নারদের মাথা খেয়ে
কতই ছলা জানিস নারদ চক্ষের মাথা খেয়ে। ৬৫
সেখান হইতে হল গো নারদের গমন
মামার কাছেতে যেয়ে দিল দরশন।
আপনার মাথার কিরে আমি দিলাম বারংবার
কার্ত্তিক গণেশ ভেইএর কিরে দিলাম গো আবার।
কুঁদুলের ঝি বটে মামা যেদিন কুঁদুল নাইকো পাই; ৭০
বেনাগাছে চুল জড়িয়ে গড়াগড়ি যায়।
কুঁদুলের ঝি বটে মামা কুঁদুলকে কেবা পারে
দেবতার বধূ জলকে যায় না তার কুঁদুলের ডরে।
কেন তখনি বলিলাম মামা বিয়ে নাইক কর
সহুরে নহুরে মামী অনবড়ো নাগর। ৭৫
বুদ্ধি বল নারদ ভাগিনা, বুদ্ধি বল মোরে
তোর মামী ঘরকে আসে কেমন প্রকারে।
সাজতে যদি পার মামা বাঘেরি বরণ
রূপে গুণে মামীর সঙ্গে হইবে দরশন।
বাঘমূর্ত্তি সেজে মহাদেব ডিঙ্গে লিল পথে ৮০
গর্জ্জাইল গণেশের মা বাহন পেল পথে।
লম্ফ দিয়ে চাপতে যায় বাহনেরি ঘাড়ে
জয় রাম শ্রীরাম বলে বুড়ো গমন আজকে করে।
কি বুদ্ধি দিলিরে নারদ ভাগ্‌না কি দিলিরে মোরে
ধরতে পেলে তোর মামী পুরুষ বধ করিত কেমনে। ৮৫
মামা গো এই কি তোমাদের হাত
ভেয়ে ভেয়ে কাঁধে চাপা ছিল কিছু সাধ।
বুদ্ধি বল নারদ ভাগনা বুদ্ধি বল মোরে
তোর মামী ঘরকে এসে কেমন প্রকারে।
সাজতে যদি পার মামা শাঁখারীর বরণ ৯০
রূপে গুণে মামীর সঙ্গে হবে দরশন।
গরুড় গরুড় বলে মহাদেব ডাকিতে লাগিল
কোথায় ছিল গরুড় পক্ষ মৃত্তিকায় নামিল।

আয় গরুড় বাটার তম্বুল খা
শীঘ্র করে সমুদ্রর শঙ্খ মেরে আনগা। ৯৫
একেত গরুড় জাত দ্বিজ আজ্ঞা পেল
উড়িতে উড়িতে গরুড় গমন করিল।
সেখান হইতে হল গরুড়ের গমন
সমুদ্রের ধারে গরুড় দিলা দরশন।
সমুদ্রের ধারে গরুড় ভাবে মনে মনে ১০০
এমন সমুদ্র আজি মরিবে কেমনে।
এক ডেনাতে বন্ধন করে এক ডেনাতে হেঁচে
বেলা দুপুরে সময় শঙ্খ মেরে আনে।
সেই শঙ্খ হেতেরে কাটিয়ে নির্ম্মাণ করিল
শঙ্খের গুড়ি কিবা গায়েতে মাখিল। ১০৫
শঙ্খ মাজা লড়ি খানি বগলে ডাবিল
শঙ্খের পসরা কিবা মস্তকেতে নিল।
শঙ্খ নেবা নেবা বলে গো নগরে হাঁক দিল
দুর্গা বলে আয় পদ্মা বাটার তম্বূল খা।
কোন গাঁয়ের শাখারী বটে ওকে দুয়োরে বসাগা। ১১০
কোথাকার শাখারি ঠাকুর পদ্মা বলে কোন্ নগরে ঘর
তোমার শঙ্খ পরিবে অভয়া মঙ্গল।
এক দুয়োর দুই দুয়োর পেরিয়ে মহাদেব ভাবে মনে মনে
আমি না জানি শঙ্খ পরাইতে পরাব কেমনে।
শঙ্খ দেখতে এল শিবের খুড়শেষ শাশুড়ী ১১৫
গায়ে বস্ত্র নেয়না তারা করে হুড়াহুড়ি।

১০২ হেঁচে—জল সেঁচিয়া ফেলে
১০৪ হেতেরে—অস্ত্র-দ্বারা
১০৬ লড়ি—ছড়ি; শঙ্খ মাজিবার ছড়ি
ডাবিল—দাবাইয়া রাখিল
১০৯ অনুরূপ উক্তি—'বৈস বৈস আছে বাপু বাটরে পান খাও'—গোবিন্দচন্দ্রের পাঁচালী
১১০ বসাগা—বসাওগা বা বসিতে দাও

মহাদেব বলে কে কে পরবে শঙ্খ কিনে কিনে পর
আমার শঙ্খের মূল্য তোমরা কেবা দিতে পার।
তেল জল লয়ে গো শাখারীর আগে দিল।
সোনার খাটে বসে দুর্গা রূপার খাটে পা ১২০
শঙ্খ পরতে বসিল কার্ত্তিক গণেশের মা।
গাছে গাছে পরায় শঙ্খ মন্ত্র করে সার
যাবার বেলা যাবি শঙ্খ না বেরোবি আর।
ওরে শঙ্খ করাতে না যাবি কাটা
শিলনোড়াতে ওরে শঙ্খ না যাবি ভাঙ্গা। ১২৫
ধন ধান লয়ে কিছু শাখারীর আগে দিল
তা দেখে শাখারীর হরি ভক্তি উড়ে গেল।
ধন ধান নিব না মাণিক মুক্তা কত আমার তালাইয়ে শুকায়—
তা কুড়াইতে দাসী বাঁদীর অঙ্গে বেথা হয়।
সোনার কুমড়া কত গড়াগড়ি যায়। ১৩০
পদ্মা বলে ধন ধান মাণিক মুক্তো
যদি তোমার তালাইয়ে শুকায়
তবে দারুণ শঙ্খের পসরা কেন মস্তকেতে বও।
জাতিহীন নই পদ্মা বিত্তিহীন হই—
সেই কারণে দারুণ শঙ্খের পসরা মস্তকেতে বই। ১৩৫
ধন ধান লিব না বঞ্চিব বাসর।
কি করিলাম কোথা এলাম আপনার মাথা খেলাম—
নালা কাটিয়ে জল ঘরকে আনিলাম।

১২০ অনুরূপ উক্তি—

সোনার খাটে বৈসে মৈনা রূপার খাটে পাও।
দণ্ডকে দণ্ডকে পড়ে শ্বেত চাওয়ের বাও॥
—গোবিন্দচন্দ্রের পাঁচালী

১২৮ মাণিক মুক্তা ... তালাইয়ে শুকায়—অনুরূপ উক্তি—'হীরা মণিমাণিক্য লোকে তলিতে (ত্যনাইএ) শুখাইত'—ময়নামতীর গান—ভবানীপ্রসাদ

১৩৪ বিত্তিহীন—বৃত্তিহীন।

মনের ক্রোধ করি শঙ্খ ভাঙ্গিতে গেল
নোড়া চূর্ণ হল, শঙ্খের গায় ঘা নাইক লাগিল। ১৪০
উঁচু পিড়ে দেখে ঠাকুর গর্জ্জিয়ে বসিল।
শিব ভগবতী বাসরে মিলন হইল
শিবদুর্গা নাম একবার বদনে বল। ১৪৩

[পাসুড়িয়া-নিবাসী পঞ্চানন পটুয়ার গান হইতে লিপিবদ্ধ]

(২১)

ভগবতীর শঙ্খ-পরান পালা

ব্যাঘ্র ছাল বিচিয়ে বসিল শিবদুর্গাপতি
হরের বামে বসিল চণ্ডিকা পার্ব্বতী।
বাঁ দিকে থেকে গৌরী বলিছে বচন
এক বাক্য বলি প্রভু, দেব ত্রিলোচন।
শিব নিন্দা করো না শিবের করো সেবা ৫
দিতে পারি ইন্দিপদ ধনে করিবে রাজা।
আমার বাইএর শঙ্খ নাই, তোমার নাইক লাজ
দুইটী বাই শঙ্খ দিবে, স্বামী দেবরাজ।
কড়ার ভিখারী গৌরী কড়ার জন্যে মরি
কোথায় গেলে পাব আমি দু'বাই শঙ্খের কড়ি। ১০
যতক্ষণে মাগি ভিক্ষা ততক্ষণে খাই
বুঝে সুঝে শঙ্খ চেও মোর ঠাঁই।
এ আমার বসোয়া এ সিদ্ধির ঝুলি
এই বেচিলে হব নাচের ভিখারী।
তোমার পিতা দক্ষরাজা ধনে সদাগর ১৫
শঙ্খ পরতে সাধ থাকে তো যাওনা পিতার ঘর।

১৪০ নোড়া—প্রস্তর-খণ্ড (শিল-নোড়া)
১ বিচিয়ে—বিছায়ে, বিস্তার করিয়া

শুনিলি শুনিলি পদ্মা ভাঙ্গড়ের বচন
সদাই কি মা-বাপের ঘরে পরে আভরণ।
চোখ খাক মোর মা বাপ পিতা চোখ খাগ মোর পরে
দেখে শুনে বিয়ে দিয়েছে ওগো আমায় ভিখারীর ঘরে। ২০
চোখ খাগ মোর মা বাপ পিতা চোখ খাগ মোর খুড়ো
জেনে শুনে বিয়ে দিয়েছে লাঠি ধরা বুড়ো।
থাক থাক ভাঙ্গড় বুড়ো, কুচনীর মাথা খেয়ে—
চলিলাম পিতার বাড়ী কার্তিক গণেশ লয়ে।
কোলে নিল কার্তিক, হাঁটিয়ে লম্বোদর ২৫
ক্রোধ মুখে যাত্রা করে গৌরী মাতা পিতার ঘর।
ঘর হইতে বেরিয়ে মস্তকে ঠেকিল চাল
ডাইনে শৃগাল গেল, বাঁয়ে কাল সাপ।
বিনি মেঘে জল হয় রক্ত নেচা নেচা
মাথার উপরে ডেকে গেল লক্ষ্মীর কালপেঁচা। ৩০
আজি কি আমার যাবার যাত্রা লক্ষণ ত নাই
কেন আমি বার করিলাম কার্তিক গণেশ দুইটী ভাই।
যদি থাকত নারদ ভাগিনা আমায় যেত লয়ে
ওগো যাব না যাব না করে, যেতাম নারদ ভাগ্নের সঙ্গে।
ঢেঁকির বাহনে নারদ করিছে গমন ৩৫
ব্রহ্মার ভুবনে গিয়ে ওগো দিলে দরশন।
আসতে মামীর সঙ্গে হল দরশন।
কোথাকার যাও মামী, কোথায় গো গমন?
আজ কেন দেখি মামীর মলিন বদন
মামাতে মামীতে কোন্দল কিসের কারণ? ৪০
তোমার মামাকে চেয়েছিলাম দুবাই শখের কড়ি
শঙ্খ দিতে পারে না যাচ্ছি পিতার বাড়ী।
এইখানে থাক মামী, মোর বিলম্ব চেয়ে
মামাকে জিজ্ঞাস করে তোমায় যাব লয়ে।

---

১৭ ভাঙ্গড়—সিদ্ধিখোর   ২৩ কুচনী—বেশ্যা   ২৯ নেচা—ঘন, জমাট
৪১ দুবাই শঙ্খের কড়ি—দুই বাহুতে পরিবার জন্য শাঁখার মূল্য

মামীকে বসিয়ে নারদ করিলেন গমন ৪৫
কৈলাস ভবনেতে গিয়ে দিলে দরশন।
একা কেন বসে মামা কৈলাস ভুবনে
মামীতে মামাতে কোন্দল কিসেরি কারণে।
তোমার মামী চেয়েছিল বাপ দুবাই শঙ্খের কড়ি
শঙ্খ দিতে পারি নাইরে তাই গেল পিতার বাড়ী। ৫০
যে দিন হেমন্তর বিটী কোন্দল নাই পায়
ওগো বেনাগাছে চুল জড়িয়ে গড়াগড়ি যায়।
যেদিন হেমন্তর বিটী মায়ের ঘর গেল
ওগো কৈলাস ভবনে আমার কোন্দল ঘুচিল।
নারদ ভাগ্নে বাপরে কোন্দলকে কে বা পারে ৫৫
ওগো দেবতা পশু জলকে যায় না তার কোন্দলের ডরে।
কত দূর গেল তোর মামীকে আনগে ঘুরাইয়ে
দুইটী বাই শঙ্খ দিব নগরে মাগিয়ে।
এই কথা নারদ কর্ণেতে শুনিল
কোন্দল ধুকুড়ী নারদ বগলে ডাবিল। ৬০
মামীর কাছে যেয়ে নারদ দরশন দিল
পালাবি ত পালা মামী প্রাণ জীবন লয়ে।
ওগো দুয়ারে বসেছে মামা ত্রিশূল ঘাড়ে কোরে
ওই আসচে মামা বেটা ভাঙ্গ ধুতরো খেয়ে।
মরুক মরুক তোর মামা চক্ষে পড়ুক ছানি ৬৫
ওগো দুটি চোখে দেখতে না পাই হীরে নাম কুচানী।
মামীকে বিদায় দিয়ে নারদের গমন
কৈলাস ভবনে নারদ দিলে দরশন।
মামাগো কার্ত্তিক গণেশের ভেয়ের কিরে দিলাম বারম্বার
তবু ত মামী এল না কৈলাস ভুবন। ৭০

৬০ ধুকুড়ী—ঝুলি বা কাঁথা ; কোন্দল-ধুকুড়ী – কোন্দল পটু। যথা—
'দেবী বলে দূর বেটা কোন্দল-ধুকুড়ী'—ঘনরাম—ধর্ম্মমঙ্গল
রাখিয়া বাহন ঢেকী কোন্দল-ধুকুড়ী'— ঐ

বুদ্ধি দে রে নারদ ভাগ্নে উপায় দেরে মোরে
তোমার মামী কৈলাস আসিবে কেমন প্রকারে।
আমার বুদ্ধি সাজতে পার মামা ওগো বাঘেরি বরণ
রূপে গুণে মামীর সঙ্গে হবে দরশন।
ওই কথা যখন শিবের মনেতে লাগিল ৭৫
বাঘবরণ শিব সাজিতে লাগিল।
নেঙ্গুড় টেঙ্গুড় নিয়ে বাঘ চৌদ্দ হাত হল
বড় বনের বাঘ হয়ে পথে আগুলিল।
কোলে ছিল কার্ত্তিক গণেশ ডরিয়া উঠিল
কেঁদো না কেঁদো না বাপ কপালে কিবা আছে ৮০
ভালই হল কার্ত্তিক গণেশ বাহন পেলাম কাছে।
কাঁছ মেরে কাপড় পরে দুর্গা চড়িবারে যায়
বোম বোম বলে বাঘ বন দিয়ে পালায়।
তোর বুদ্ধি হতভাগা নারদ ধরেছিলাম আমি
লাফ দিয়ে আমার ঘাড়ে চড়ে নাই তোর মামী। ৮৫
ঐ কথাটী মামা তুমি বলো না কারু কাছে
তোমাদের সব ভেয়ে ভেয়ে কাঁধাকাঁধি আছে।
দেখ মামা রাসলীলা করেছিল ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনে
রাসলীলা করেছিল সব গোপিনীদের সনে।
রাসলীলা করে রাধা বলে আমি হেঁটে যেতে নারি ৯০
দয়াল প্রভু বলে এসো রাধে আমি স্কন্ধে করি।
তবে বুদ্ধি বল নারদ ভাগনা উপায় বল মোরে
তোমার মামী কৈলাস আসবে কেমন প্রকারে।
যদি সাজতে পার মামা শেখারী বরণ
তবে রূপে গুণে মামীর সঙ্গে হবে দরশন। ৯৫
এই কথা মহাদেবের মনেতে লাগিল
শেখারী বরণ মহাদেব সাজিতে লাগিল।

৮২ কাছ—কাছা ৮৭ কাঁধাকাঁধি—কাঁধে করার অভ্যাস
৯৪ শেখারী শাঁখারী

সেদিন বিশ্বকর্ম্মা বলে তখন ডাকিতে লাগিল
আসিয়ে সে বিশ্বকর্ম্মা চরণ বন্দিল।
এসো রে বাপ বিশ্বকর্ম্মা বাটার তাম্বুল খাবি ১০০
শীঘ্র কোরে দুবাই শঙ্খ আমার নির্ম্মাণ করে দিবি।
একেতে সে বিশ্বকর্ম্মা তখন শিবের আজ্ঞা পেল
জয় জয় বলে শঙ্খ বানাইতে লাগিল।
দুই বাই শঙ্খ ঠাকুর নির্ম্মাণ করিল
শঙ্খ দেখে মহাদেব আনন্দিত হল। ১০৫
শেখারী বরণ শিব সাজিতে লাগিল
শেখারী পসরা ঠাকুর আকিনেতে সাজিল।
শেখারীর গুঁড়ি ঠাকুর গায়েতে মাখিল
শেখা মাজা লড়িখানি বাম বগলে ডাবিল।
জয় জয় বলে শিব কৈলাস বাহির হল ১১০
হেমলা নগরে গিয়ে দরশন দিল।
শেখা নেবা বলে তখন তিন ডাক দিল
ঘরে ছিল পদ্মাবতী শুনিতে পাইল।
আনগো শেখারী আমাদেরি বাড়ী
তোমার শেখা পরিবে অভয়া মঙ্গলি। ১১৫
বড়লোকের ঘরকে যেতে বড় লাগে ভয়
কেউ মারিবে লাথ গোড়ালি কেউ মারিবে চড়।
এক ঘর দেখাইতে যখন ফিরে ঘর দেখাইল
শেখারীর পসরা ঠাকুর ঘরেতে নামাইল।
সুবর্ণের পাটীখানি শেখারীর থানে দিল। ১২০
ঘরে ছিল শিবের খুড়শেষ শাশুড়ী
গায়ের কাপড় নেয় না তারা করে হুড়াহুড়ি।
বাঁদিকে বসিল শিবের মেনকা ঠাকরুণ
কোথাকার থাক শেখারী কোথা তোমার ঘর।
সূর্য্যপুরে থাকি আমি আমার ইন্দ্রপুরে ঘর ১২৫

---

১০৩ দুই বাই শঙ্খ—দুই বাহুতে পরিবার শাঁখ ১০৯ ডাবিল—চাপিয়া ধরিল
১১২ শেখা নেবা—শাঁখা লইবে

নামটী আমার দেব্‌ শেখারী গো পিতা সদাগর
শঙ্খ বেচিতে এসেছি মা তোমাদের নগর।
গ্রাম সম্বন্ধে হল আমাদের জামাই।
শেখারী বলেন মা ঐ সম্বন্ধ চাই।
জয় জয় বলে শেখারী কাগজ খুলিল ১৩০
ধান দূর্ব্বো লয়ে শেখারীকে আশীর্ব্বাদ করিল।
তেল জল লয়ে ওগো যার হাতেতে মাখাইল
ওগো জয় জয় জয় বলে শঙ্খ পরাইতে লাগিল।
সোনার খাটে বসিলেন দুর্গে, রূপোর খাটে পা
শঙ্খ পরতে বসিলেন কার্ত্তিক গণেশের মা। ১৩৫
গাছি গাছি শঙ্খ পরায় মন্ত্র করে সার।
যাবার বেলাতে শঙ্খ নড়ে চড়ে যাবি
আসিবার বেলাতে শঙ্খ নাহি বেরোবি।
দুই বাই শঙ্খ যার পরিধান করিল
ধন ধান লয়ে গো শেখারীর আগে দিল। ১৪০
ধন ধান দেখে শেখারীর রঙ্গ জ্বলে গেল
কোটীক নয়নে দুর্গে চাহিতে লাগিল।
তবু তো দেব শেখারী ভস্ম নাহি হল
ওগো হাতের অঙ্গরী খুলে দেখাইতে লাগিল।
শ্বেত মাছির রূপ ধরে গায়েতে বসিল ১৪৫
এইখানে শিবদুর্গার মিলন হইল।
শিব জপরে মন, হেলনে তরি বেদন,
বদন ভরিয়ে মুখে বল বোম বোম, শিব জপরে মন। ১৪৮

[কাঁতুরহাট-নিবাসী পূর্ণচন্দ্র চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ]

(২২)

শঙ্খ-পরান

এক দিবসে বসে রে হর কৈলাস পর্ব্বতে
গৌরী বিনে ব্যাকুল হয়েছেন ভোলানাথে।
এরা ত চিন্তিত হর গায় ভস্ম্ মেখে
কি মত প্রকারে আজ দেখিব অমৃতে।
নাইয়েরে গিয়েছেন গৌরী তাতে নাইকো দায় ৫
কার্ত্তিক গণেশ পুত্র আমার অন্নেতে নালায়।
হেথা থেকে কাজ নাহি যাব সেই দেশে
বুঝিব গৌরীর মন আজ শাখারির ব্যাশে।
বিশ্বকর্ম্মা বলে রে শিব ডাকেন ঘন ঘন,
অস্ত্র হাতে বিশ্বকর্ম্মা দিলেন দরশন। ১০
অস্ত্র হাতে বিশ্বকর্ম্মা হেঁট করিলেন মাথা
কি জন্য ডেকেছেন আজ দেবের দেবতা।
আইস বটে বিশ্বকর্ম্মা বাটার তাম্বুল খাও
গৌরীর হস্তে দু'বাও শঙ্খ আমার গটে দেও।
আজ্ঞে পেয়ে বিশ্বকর্ম্মা শঙ্খ নেলেন কাটি ১৫
গটিলেন দু'বাও শঙ্খ দেখতে পরিপাটি।
আপতাপ মহাতাপ লক্ষ্মী গড় জলে
বিচিত্র করিলেন আজ হিম্বুল হরিতালে।
লতাপাতা ফুলপাতা তাহে আশ্বি কাটা
জমন, নবমেঘ একত্র হইয়ে দিব্য করে ছাটা। ২০
শঙ্খেতে দিয়েছেন লেখে শিবদুর্গা নাম
চতুর্দ্দশ লিখিলেন কত অষ্টদশ পুরাণ।
শঙ্খ পেয়ে তুষ্ট হইলেন দেব শূলপাণি
ভস্ম্ ভূষণ ত্যাজ্য করি সাজিলেন শাখারু।

৫ নাইয়েরে—হিন্দি 'নৈহর' = পিত্রালয় (বা জ্ঞাতিগৃহ)। নাই + হর (জ্ঞাতি নাতি নাই ?) হর-- গৃহ (সন্ন যেমন বাসর > হর বা বাসর)
১৪ গটে দেও---গড়িয়া দাও ১৮ হিম্বুল—হিঙ্গুল ২০ জমন—যেমন

শিবের বাম স্কন্দেতে সির্দ্দির ঝোলা, শঙ্খ থোয় তাতে ২৫
জয় শ্রীদুর্গা বলে চললেন ভোলানাথে।
শিবের দক্ষিণ হস্তে নিমির ছুটা চললেন ধীরি ধীরি
উপনীত হলেন আজ হেমন্ত রাজার পুরী।
তবে শঙ্খ নেবা নেবা বলে ডাকেন ঘনে ঘন
অন্তস্পুরে থেকে গৌরী করিলেন শ্রবণ। ৩০
দ্বারেরো বাহির হলেন দেবী চন্দ্রমুখী
কে এনেছ কেমন শাঁখা এ দিক আন দেখি।
ঐ কথা শুনিয়ে শিবের বাড়িলেন আনন্দ
পুরীর মদ্দি চলে গলেন হয়ে পেরমানন্দ।
তবে পিড়ের উপর বসে রে শিব শঙ্খ দিলেন খুলি ৩৫
জ্বলিত করিল আজ হেমন্ত রাজার পুরী।
জমন পেরভাত কালে পূর্ব্বদিকে উদয় ভানুকর
তমন মত শঙ্খেতে আজ করছে দীপ্তকার।
শঙ্খ দেখি তুষ্ট হলেন দেবী চন্দ্রামুখী,
জমন মধুর লোভে মাত হয়ে উরে ফেরে অলি। ৪০
শঙ্খ বেছতে আইছ তুমি শঙ্খের ব্যাপারী
কোন্ বা দেশে ঘর তোমার কি নাম শাখারী।
তবে শঙ্খ বেছতে আইছি আমি শঙ্খের ব্যাপারী
বঙ্গদেশে ঘর আমার নাম জয় শিব শাখারী।
তবে পার্ব্বতী বলেন গো তত বিধাতারি কাম ৪৫
তোমার নামের নাম কি আমার বাড়ীর মানুষির নাম।
তুমি মিতে আমি মিতিন কেউ না কারো পর
আমার হাতে দিবা শঙ্খ কত নিবা দর?
তুমি মিতিন আমি মিতে কেউ না কারো পর
তোমার হাতে দিব শঙ্খ তার কি নিব দর? ৫০
তবে পার্ব্বতী বলেন মাগো বলি যে তোমাকে
নগর মাঝে আইছে শঙ্খ কিনে দাও আমাকে।

৩৪ মদ্দি—মধ্যে ৪০ মাত—মত্ত

তার রঙ্গা নাইকো বাড়ী দ্বারে নাইকো ধন
মিছি মিছি কেন গৌরী করেছেন রোদন।
তবে পার্ব্বতী বলেন মাগো এই শঙ্খ রাখিব ৫৫
শঙ্খের বদলে কাঁকন শাখারুকে দিব।
তবে তৈল জল দিয়ে হস্তের উঠালেন মলা,
শঙ্খ পরিতে বসিলেন গৌরী ষোল কলা।
টানিলে না খসে শঙ্খ বাড়ালি না ভাঙ্গে
আশীর্ব্বাদ করিলেন আজ্ঞ জয় জগদীশে। ৬০
পার্ব্বতী বলেন দিলে বটে সাহা
সত্য করি কওদি মূল্য দিব কত টাহা।
তবে তুমি মিত্তিন আমি মিতে কেউনা কারো পর
তুমি আমি দু'জনেতে থাকিব এক ঘর।
ব্যাঙ্গের কি সাধ্য আছে লঙ্ঘে সমুদ্দুর ৬৫
বানরের কপালে তবুও শোভে কামসিন্দূর।
বাপে যদি শোনে তোমার এই সকলে কথা
জট গাছি কাটিয়ে তোমার নাড়া করবে মাথা।
তবে মেনকা বলে বেটা এমন কথা কয়
এখনি খুলে দেই শঙ্খ গৌরী হেতা আয়। ৭০
টানিলে না খসে শঙ্খ বাড়লি না ভাঙ্গে
গৌরীর হস্তে শঙ্খ যেন বজ্র হয়ে আছে।
পাটার উপর থুয়ে নোড়া দিয়ে মারলো বাড়ি
নোড়া ভাঙ্গো দুখান হইয়ে দু'দিক্ গেল পড়ি।
শব্দ শুনেছি গৌরী তুমি বড় সতী ৭৫
চিনিতে না পার তুমি আপনার পতি।
পঞ্চ ভাত ব্যাম্নুন করিলেন রন্ধন,
শিবদুর্গা দুজনাতে করিলেন ভোজন।
তবে এই পর্য্যন্ত কবিতা সাঙ্গ হইয়ে গেল
শিবদুর্গা মিলন হ'লো শিবর ধ্বনি বল॥

৬১ সাহা—শাঁখা ৬২ টাহা—টাকা

(২৩)

গৌরাঙ্গ-অবতার

নবদ্বীপ অবতারে নিতাই গৌর দেখুন নাচিতে
দিনে দিনে দুগ্ধ খায় নিমাই দোলেন মায়ের কোলে।
দিন ক্ষণ করে দিল পণ্ডিত পাঠশালে।
পড় রে বাপ প্রাণের নিমাই কৃষ্ণ গুণমণি
পড়তে না পারে নিমাই পণ্ডিত মেলেন ছড়ির বাড়ি। ৫
সদাই পড়ছে নিমাই দেখুন গৌর-গুণমণি।
ক্রোধ হয়ে গদাধর পণ্ডিত তবে নিমাইকে মারিল
কাঁদিতে কাঁদিতে নিমাই চন্দনতলা গেল।
চন্দনতলায় নিমাই দেখুন ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি দেখাইতে লাগিল
রামরূপে ধেনুকধারী কৃষ্ণরূপে আসি অচৈতন্য রূপে
নবীন সন্ন্যাসী। ১০
ডোর নিলে, কৌপীন নিলে নিমাই করঙ্গু নিল হাতে
চলিল গো শচীর দুলাল পাতকী তরাতে।
পড়ে রইল খাট-পালঙ্গ বাঁধ বন্ধন বালা
নিমাই বিনে তোলা রইল কেশরীর মালা।
খাট পালঙ্গ পেড়ে দেখুন শচী মাতা সুখে নিদ্রা যায় ১৫
যমের ভগ্নী কালনিদ্রা শচীমাতাকে নিদ্রাতে চাপায়।
এক ডাক দুই ডাক নিমাই তৃতীয় ডাক দিল
তৃতীয় ডাক দিয়ে নিমাই সন্ন্যাস ধর্ম্মে গেল।
কেশবী ভারতী এসে কিবা মন্ত্র দিল
সেই দিন হইতে প্রাণের নিমাই উদাসীন হইল। ২০
রাত্রি প্রভাত হইল কোকিলে করে রা
শয়নে মন্দিরে ছিলেন শচী মাতা ঝেড়ে তোলেন গা।

৫ মেলেন—মারিলেন
১১ করঙ্গু—করঙ্গ
১৪ কেশরীর—কিশোরীর
২১ করে রা—রা কাড়ে, বা রব করে

কেন জন্ম নিলিরে বাপ নিমবৃক্ষে মূলে
হয়ে যদি মরিতি না করিতাম কোলে।
কাল তোরে দিলাম বিয়া কুলীনের ঝি ২৫
ঘরে বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া তার উপায় হবে কি ?
বিষ্ণুপ্রিয়া শচীমাতা দেখুন কাঁদিতে লাগিল।
দেখ রে নদীয়ার লোক বাড়ীর বাহির হ'য়ে
নিমাই গেছেন সন্ন্যাস ধর্ম্মে কেউ রাখ বলে ক'য়ে।
কেউ বলে প্রাণের নিমাই গাঙ্গে ডুবে মল ৩০
কেউ বলে প্রাণের নিমাই সন্ন্যাস ধর্ম্মে গেল।
মধুপুর মধুপুর বলে দেখুন নিমাই যেতে যে লাগিল
মধুপুরের মধু দেখুন নাপিতকে ডাকিতে লাগিল।
কাটোয়ার ঘাটে প্রভু মস্তক মুড়াইল।
রঘুনাথ ভট্টদাস মুকুন্দমুরারী মুখে বলেন হরি ৩৫
ভাবে পড়ে ?টদাস খেছেন গড়াগড়ি।
বড় ঘর বড় দুয়ার বড় কর আশা
সকল দ্রব্য রইবে পড়ে গঙ্গার তীরে বাসা। ৩৮

[আয়াস-নিবাসী গোপালচন্দ্র চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ]

(২৪)

জগন্নাথ ও গৌরাঙ্গের গান

জয় জয় মহাপ্রভু জয় নিত্যানন্দ জয় আগুচন্দ্র জয়।
গৌর ভক্ত বৃন্দ হরিনামে বল ঠাকুর প্রভু জগন্নাথ
যাহার নাম লইলে খণ্ডিবে দেহের পাপ।

১ জয় আগুচন্দ্র—অদ্বৈত চন্দ্র (জয়াদ্বৈত চন্দ্র)

সুপর্ণের জয় হস্ত কপালে মাণিক
প্রভুর গলেতে দোলে মালা দেখিতে সুন্দর। ৫
ডাইনে আছেন বলরাম মধ্যে ভগ্নি
তার বামে নীলা চন্দ্র আছেন আপনি।
ঠাকুরের দুয়ারে অন্ন প্রসাদ বিকায়
শূদ্রে আনিলে অন্ন ব্রাহ্মণেতে পায়।
চার কড়া কড়ি দিয়ে হাড়ির ঝাঁটা খায়। ১০
হাতাহাতি কোলাকুলি ভকতে বলে হরি
কেউ কেউ তুলিয়া লইছে চরণেরই ধূলি।
এই হরিনাম ভাই যেবা নরে পূজে
হেলায় বৈকুণ্ঠে যাবে জনম যাবে সুখে।
পুণ্যের শরীরে পাপ নাই। ১৫
খোলের শব্দ শুনে খোল কত্তাল বাদ্য বাজে
গোরা নাচে আপন মনে
ধরে হরির নাম দিচ্ছেন বালকগণের কানে।
নবদ্বীপে চাঁদ বন্ধন শচীর নন্দন প্রেমানন্দে
করিলেন পূর্ণ শচীর নন্দন। ২০
ভাই নিত্যানন্দ জীবন দিব দাম ভীতে অবতার
করিলে প্রভু নদীয়ার মাঝার।
কলি যুগের অবতার করিলেন দুইটী ভাই
কৌতুকে ধরিল নাম চৈতন্য নিতাই।
রাধামাধব বন্ধন মনের কৌতুকে ভাই ২৫
নিত্যানন্দ জীবন দিব ডান ভীতে রামরূপে ধনুকারি।
কৃষ্ণরূপে বাঁশী তিনমূর্ত্তি নয়ে গৌরাং
হলেন সন্ন্যাসী নিমাই যাবেন সন্ন্যাসে
তাহা নাইক দায় তোমার.বিষ্ণুপ্রিয়ের

৪ সুপর্ণের—সুবর্ণের
৯ পায়—খায় বা ভক্ষণ করে
১০ জগন্নাথক্ষেত্র পুরীতে 'হাড়ির ঝাঁটা' সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ
১৬ কত্তাল—করতাল

বধূনারী কি হবে উপায়, বিষ্ণুপ্রিয়ের বধূ নয় মা ৩০
জলন্ত অগ্নি কি দিয়ে রাখিব দিয়ে মুখের বাণী সুরধনী।
তীরে নিমাই দণ্ডেক দাঁড়িও তোমার চাঁদ মুখে নিরখিয়ে
তবে মায়ে ছেড়ে শচী মায়ের বাক্য নিমাই দূরেতে রাখিল।
কণ্টকনগরে আসি দিল দরশন
কণ্টকনগরে যখন বেলা সাত ঘড়ি ৩৫
খেউরী করিতে বসিল কেশব ভারতী।
গোরা কেমন রে নাপিত তুই কেমন রে, তোর হিয়ে
কি দেখে মুড়াইলি মাথা।
নবীন দেখিয়ে সুচাঁদ শোচো গঙ্গা
মৃত্তিকার ফোটা কোথা থুলে ৪০
বেণুবাঁশী কোথায় থুলে লোটা
কোথায় তোমার চিকাপুচ্ছা কোথা গোপীনারী
কি অখিলের নাথ হলেন দণ্ডিধারী।
হাতে লইলেন কোমণ্ডল দণ্ডে ধরিলেন ছাতি
প্রভু জীবের লাগিয়ে ফেরে অখিলার পতি। ৪৫
আর চিন্ন বাই রূপনাথ সনাতন শ্রীনরহরিদাস
ভুবনমোহন চূড়া পড়ে ভূমিতলে
গদাধর পণ্ডিত কাঁদে চূড়া লয়ে কোলে।
ওপথে দেখেছ আমার নিমাইকে যাইতে ?
গলার তুলুসীর মালা অল্প বয়সে ৫০
জগাই মাধাই তারা দুই ভাই অসুর হরি দিয়ে
তাদের দর্প করলেন চূর হরিনামে দুই ভাই।
বৈরাগ্য হইল, আনন্দতে দুই ভাই নাচিতে লাগিল,
দাতা লয়ে মহাপ্রভু তুমি দেবেন বর
গৃহস্থের মন বাঞ্ছা করিবে কুশল। ৫৫

[সোনাকান্দি-নিবাসী কিশোরীমোহন চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ]

৪২ চিকাপুচ্ছা—শিখিপুচ্ছ
৪৪ কোমণ্ডল—কমণ্ডলু ৪৫ অখিলার—অখিলের

(২৫)

গোপালন

গরুরি পালন কর, গরু বড় ধন
যার গোয়ালে গরু নাই তার বৃথাই জীবন।
ইন্দ্র আদি দেবগণ সকলি দেবতা
কপিলার সঙ্গে মা কহে কোন কথা।
কপিলা বলে চল যাব অবনীমণ্ডলে ৫
দধি-দুগ্ধ লইলে দেবগণ পূজিবে কেমনে।
সরগে ছিলেন কপিলা মর্ত্ত্যপুরে এল
নরলোকের ঘরে ঘরে ফিরতে লাগিল।
গরু নাড় গরু চাড় গরু বড় ধন
যার গোয়ালে নাই তার বৃথাই জীবন। ১০
পৃথিবীর মধ্যে মা গরু বড় ধন
তার সেবা করেছেন প্রভু নারায়ণ।
চালভাজা কড়কড়ে ভাজা যে জন গোহালেতে খায়
গুটি গুটি বসন্ত তার গরুর গায়ে হয়।
ভাদ্রমাসে গোয়ালে যে জন মাটী দেয় ১৫
বছর বছর পাল তার মাটী হয়ে যায়।
পান খাইয়া য়ে জন গোহালিকে যায়
রক্ত পিনাস হয়ে গেয়ের বাছুর মরে যায়।
ভাদ্র মাসে তাল গোলানি গরুকে খাওয়ায়
তালে বেতাল হয়ে গরু মরে যায়। ২০
রবিবারে গোহালে যে মৎস্য ভাজা খায়
এঁটুলি উকুন তার গরুর গায়ে হয়।
অরুণোদয়ে যে জন গোহালিকে যায়
গঙ্গাস্নানের ফল গোহালে বসে পায়।

৯ গরু নাড় গরু চাড়—গরু নাড়াচাড়া কর
১৬ পাল—গরুর পাল
১৯ তাল গোলানি—পাকা তালের মাড়ি (মণ্ড)

প্রাতঃকালে ছনছড় সন্ধ্যে দিও বাতি ২৫
তাহার ঘরে বিরাজ করে লক্ষ্মী ভগবতী
সাত বউকে ডাক দিয়ে কহে নীলবতী
গরু বাছুরের সেবা কর মা তোমরা নিত্যি নিত্যি।
সাত দিন সাত বউএর পালি বেঁটে দিল
প্রথম গোয়ালকাড়া বড় বৌটীর হল। ৩০
প্রথম বড় বউ কুলেরি নন্দন
তোমা হতে হবে মা গরুরি পালন।
গরু নাড় গরু চাড় গরু বড় ধন
তার সেবা করেচেন প্রভু নারায়ণ।
সাত দিনে সাত বউএর পালি বেঁটে দিল। ৩৫
ছোট বউ ছিল মা আলার ঘরে দুলো
গোয়াল কাড়িবার নাম শুনিলে বৌ গায়ে মাখে ধূলো।
নবউটী ছিল মা তাহার নাম নিত্য
গোয়াল কাড়িবার নাম শুনিলে তাহার নিত্য মাথা ধরত।
আর একটি বউ ছিল নামে চন্দ্রকলা ৪০
গোয়াল কাড়িতে যায় বৌ ঠিক দুপুরবেলা।
মধ্যম বউ বলে দিদি জ্বালার উপর জ্বালা
ভেবে গুণে দেখ গা ফুলবউটীর পালা।
ফুলবউটী বলে দিদি গায়ে এল জ্বর
গোয়াল কাড়িতে পারব না বোন নিকিয়ে দিব ঘর। ৪৫
পঞ্চ বউএর পালি গেল বড় বউটী এল।
এস এস বড় বৌ কুলের নন্দন
তোমা হতে হবে বউ গরুরি পালন।
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়ে দিল নানা অলঙ্কার
হাঁসুলী দিল বউকে গলাতে মাদুলী ৫০
ওগো উমুরি ঝুমুরি সোনার সীতেপাটি।

৩০ গোয়ালকাড়া—গোয়ালের আবর্জ্জনা মুক্ত করা
৩৬ আলার ঘরের দুলো—আলালের ঘরের দুলাল

পরিধান করিতে দিল দিব্য পাটের সাড়ি
গোয়াল কাড়িতে দিল নবউকে সুবর্ণের ঝুড়ি।
রম-ঝম করে বউ গোয়ালে দিছে পা
খিঁচ গোবর দেখে বউ কপালে মারে ঘা। ৫৫
মর মর মুনিশ খাটার ঘরে বিয়ে হত
আত্র দিন খাটিতাম তারা গরু কোথা পেত।
সাধের শঙ্খতে যদি গোবর লাগাব
ঘরে যেয়ে বাড়া ভাত কেমনে খাইব।
সুবুদ্ধির বিটী তাকে কুবুদ্ধি ধরিল ৬০
তুলিয়া ঝাঁটার বাড়ি গরুকে মারিল।
মর মর বলে গাভীকে গাল দিল
অঝরণে গাভী গরু কাঁদিতে লাগিল।
কাঁদিতে কাঁদিতে গাভী ঘরের বাহির হইল।
ছোট বউটী বলে দিদি, মজা হয়ে গেল ৬৫
ছোঁচ মারুলী সাঁজসলতে জঞ্জাল ঘুচিল।
ভাল হইল শ্বশুরবাড়ীর পাট ঘুচে গেল
শন্যো গোয়ালে বউ নাচিতে লাগিল।
দধি-দুগ্ধ বেচি আসেন নীলবতী
তাহার কাছে বিদায় মাগে লক্ষ্মী ভগবতী। ৭০
এস ভগবতী ছেড়ে যাবে কতি
কোথায় রে কপিলার পাল, কোথা রে গমন
আজ কেন দেখি মা তোমার বিরস বদন।
অঝরণে গাভী কাঁদিতে লাগিল।
তোমাদের বউগুলি অনবরণা গো ৭৫

৫৫ খিঁচ গোবর—গোমূত্র ও গোময়
৫৭ আত্র দিন—রাত্রিদিন
৬৩ অঝরণে—অঝোর নয়নে
৬৬ ছোঁচ মারুলী—ছড় মাতুলী
৬৭ পাট—শ্বশুরবাটী বা শ্বশুরের স্থান
৭১ কতি—কোথায়
৭৫ অনবরণা—অদ্ভুত প্রকৃতি

মেরেছে ঝাঁটার বাড়ি মা ভেঙ্গেছে পাঁজর
গলায় বস্ত্র দিয়ে কপিলের পায়েতে পড়িল।
একলক্ষ গাভী গরু ঘুরে নাহি এল
বউ বউ বলে তখন বাড়ীতে ডাকিতে লাগিল।
ঘরের ছিল বউগুলি ঘরের বাহির হল ৮০
নাপিত ডাকিয়ে বউদের কেশ মুড়াইল।
পেটের ভুঁটী কেটে সার কুঁড়ে পুতিল।
গায়ের রক্ত কেটে আলিপনি দিল।
ব্যতের জিহ্ব লয়ে কলার পাতে থুল
হেঁটোর চাকি কেটে গো পিদীম গড়াইল। ৮৫
হাতের আঙ্গুল কেটে সলতে বানাইল
মাথার ঘৃত লয়ে গোয়ালে বাতি জ্বেলে দিল।
মাথার খুলি নিয়ে ধুপসী বানাইল
হাড়চূর গুঁড়া নিয়ে ধুপসীতে দিল।
ধূপ-ধুনা সাঁজ-সলতে গোয়ালেতে দিল ৯০
এক লক্ষ গাভী গরু ঘুরে আসিল
এক লক্ষ ছিল গাভী ছয় লক্ষ ছিল
বছর বছর পাল বাড়িতে লাগিল।
সংসারের মধ্যে মা গরু বড় ধন
তার সেবা করেছেন প্রভু নারায়ণ। ৯৫
আদ্যাশক্তি ভগবতী আছে যার ঘরে
পরম সুন্দর গোয়াল যম কাঁপে ডরে। ৯৭

[দাদপুর-নিবাসী ভূপতি চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ]

৮৪ ব্যতের—মুখের

(২৬)

ভগবতী-মঙ্গল

গরু নাড় গরু চাড় গরু বড় ধন
যার ঘরে গরু নাই তার বৃথাই জীবন।
গরুর সেবা করেছিলেন প্রভু নারায়ণ।
ইন্দ্ররাজা দেবগণ বসিয়া আকনে
কপিলার পৃষ্ঠে কথা কহেন সেখানে। ৫
কপিলা ডাকিয়া তবে বলিছে বচন
তোমায় যেতে হবে মা রবনী মণ্ডল।
আমি তো যাব না মা রবনী মণ্ডলে
আমার মহিমা নরলোকে কিবা জানে।
গোদানড়ী দেবে মা নারিব বহিতে ১০
দুচক্ষে ঠুলি দিয়ে ঘুরাবে বক্র
বিনা অপরাধে বিধি লাগাবেন চক্র।
মনে মনে জনে জনে বোঝা চাপাইবেন পৃষ্ঠে
চলিতে না পারিলে পাঁচুনি মারয়ে পিঠে।
দুটি পা ছন্দন করে দুগ্ধ নেবে ছেঁকে ১৫
আমরা দুগ্ধের বালকরা বেড়াব সব কেঁদে।
আমি তো যাব না মা রবনী মণ্ডলে
তুমি যদি না যাও মা রবনী মণ্ডলে
নরলোক পবিত্র হইবে গো কেমনে।
তোমার দুগ্ধ ছেঁকে নয়ে দেবগণের সেবা হবে। ২০
এই কথা কপিলা কর্ণেতে শুনিল।
নির্ম্মল ব্রাহ্মণের ঘরে অধিষ্ঠান হইল
কপিলাকে দেখে ব্রাহ্মণ ভাবিতে লাগিল।
মুরারি ঘোষ বলে সেদিন মনে পড়ে গেল।

৭ রবনী মণ্ডল—অবনী মণ্ডল

বাবা মুরারি ঘোষ আজ থেকে গরুর সেবা
করা বাপু তুমি ২৫
গরুর সেবা করলে পরে ভাগ্য হবে ম'রে
গঙ্গাস্নানের ফল কিছু দুয়ারে বসে পাবে।
সাত দিন সাত বৌএর পালিত করে দিল
প্রথম পালিতে মাতার বড় বৌএর হল।
পরিধান করিতে দিল বউকে দিব্য পাটের সাড়ি ৩০
গোহাল কাড়িতে দিল সুবর্ণার ঝুড়ি।
রনুঝুনু শব্দে গোয়ালে দিলেন পা
খিঁচ-গোবর দেখে বউ কপালে মারে ঘা।
বউ বলে নিগরুর ঘরে যদি মোর বিবাহ হইত
তবে কেন সোনার শঙ্খয় গোবর লাগিত। ৩৫
সুবুদ্ধি বউ ছিল কুবুদ্ধি ধরিল
উলটা ঝাঁটার বাড়ি গরুকে মারিল।
ঝাঁটার বাড়িতে গরুর পাঁজর ভেঙ্গে গেল
পঞ্চমাসের গর্ভ সেদিন খসিয়া পড়িল।
কাঁদিতে কাঁদিতে গরু অন্য পালে গেল ৪০
অন্য পালে গেল গরু ঘুরে নাইক এল।
চালের বাতা ধরে বউ নাচিতে লাগিল
ভাল হল শ্বশুর-বাড়ীর পাল ঘুচে গেল।
আজ থেকে গোয়াল কাড়া জঞ্জাল ঘুচিল।
দই-দুগ্ধ বিচিয়া আসিছেন নীলবতী ৪৫
তার কাছে বিদায় মাগিছেন ভগবতী।
বলে তোমার বড়বৌ আনবরনা বড়
মেরেছে ঝাঁটার বাড়ি ভেঙ্গেছে পাঁজর।
পান খায় পিকি ফেলে গোহালের ভিতর।
রাত্রে প্রভাত হলে পরে দেয় না ছড় ঝাঁটি ৫০
সন্ধ্যে লাগিলে পরে দেখায় না বাতি।

---

৩১ সুবর্ণার—সুবর্ণের বা সোনার ৩৩ খিঁচ—গোমূত্র

বাড়া ভাত মৎস্য রাঁধা গোহালে বসে খায়
রক্ত পিনাসি মাতার গরুর নাকে হয়।
ভাদ্র মাসের দিনে যে জন গোয়ালে মাটি দেয়
ডাংরা পিলুই হয়ে তাহার গরু মরে যায়। ৫৫
রবিবারের দিনে যে জন মৎস্য ভেজে খায়
উকুন এঁটুলি মাতার গরুর গায়ে হয়।
শনি-মঙ্গল বারের দিন গোবর বিলায়
দিনে দিনে গেরস্থালী মেটিয়ে যায়।
এই সকল পালন যদি পালিতে না পায় ৬০
ওবে গিয়ে নবলক্ষ্মীর পাল ঘুরে যায়।
তোমার সাক্ষাতে বউকে নর-বলি দেব।
নাপিত ডাকিয়ে বৌএর মস্তক মুড়াইল
জিহ্বা কাটিয়া বউএর কলার পাতে থুইল।
হাতের দশটি আঙ্গুল লয়ে পলিতা পাকাইল ৬৫
হেঁটোর মালুই চাকি লয়ে প্রদীপ গড়িল।
মস্তকের খাপুরি লয়ে ধুপসী করিল
ধূপ-ধুনা দিয়ে কপিলা ঘরে নিল।
এক লক্ষ ছিল গাভী সওয়া লক্ষ হইল
বছর বছর পাল বাড়িতে লাগিল। ৭০
আদ্যাশক্তি ভগবতী আছেন যার ঘরে
গোহালে পরমসুখে তার যম কাঁপে ডরে।
শিবনিন্দা করো না শিবের করো সেবা
শিব দিতে পারে ইন্দ্রপদ ধনে করে রাজা। ৭৪

[দ্বারকা-নিবাসী গুণমণি পটুয়ার গান হইতে লিপিবদ্ধ]

(২৭)

পাঁচ কল্যাণী

অযুগ্রব রাতি মা বসে আছেন বিষহরি
পদ্মপুষ্পে জন্ম মায়ের নামটী কমলা।
সকল দেবতা থাকতে মা মনসার সঙ্গে বাদ।
ছয় পুত্র ডংশিল ছয় বধূ করলে আড়ি
তবু না বাদ ছাড়ে দেখ চন্দ্র অধিকারী। ৫
কওহে কালী কাত্যায়নী অম্বিকা ভবানী
চণ্ডমুণ্ড বধ করো মা অসুরনাশিনী।
পাতালেতে মহীরাবণ কালীপূজা করে
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি মায়ের খণ্ড-খড়গ হাতে।
বামহাতে খড়গ মায়ের গলে মুণ্ডমালা ১০
হের নয়নে চেয়ে দেখ মা পদতলে ভোলা।
এ ভোলা নয় পতি মা আর এক ভোলা আছে
দ্বিজ রামপ্রসাদ হয়েছে চরণ পাবার আশে।
মরাখাকী গঙ্গা লো তোর বুকে জেবরহনী
শৃগালে কুকুরে মায়ের যেন করে আনাগোনা। ১৫
শিব শিব বলে ইন্দ্র পাটে হল রাজা
চতুরমুখী ব্রহ্মাগুণ করিবে শিবের সেবা।
দয়াল শিব বিশ্বনাথ দেবী ত্রিপুরারি
সকল ধন দিয়ে প্রভু আপনি ভিখারী।
ঘোষণ ঘোষা হাড়ের মালা সব মেখেছেন গায় ২০
জটের ভিতর যুবতী গঙ্গা তরঙ্গ বয়ে যায়।
ভাঙ্গ খায় ধুতরা খায় ভাঙ্গের খায় গুঁড়ি।
কেউকে ধন দেন ঠাকুর আড়িতে গাপিয়ে
কেউর দিন যায় মা গো ভাবিতে গুণিতে।

১ অযুগ্রব— ৪ ডংশিল—দংশন করিল ৪ আড়ি—ঝগড়া
২৩ আড়িতে গাপিয়ে—আড়ি (ধান্যাদি মাপিবার ঝুড়ি-বিশেষ) দ্বারা মাপিয়া

নির্দ্ধনাকে ধন দেন নিপুত্রিয়াকে পুত্র ২৫
অন্ধ লোকে চক্ষু দেন দেব ত্রিলোচন।
নমঃ নমঃ নমঃ দুর্গা নমঃ নারায়ণী
কৃপা কর দুঃখ হর বিপদ্‌তারিণী।
দুঃখে পড়ে মা গো করিবে স্মরণ
তুমি না তরাইলে সে তরায় কোন জন। ৩০
বামে লক্ষ্মী-সরস্বতী ডাইনে লক্ষ্মী-ভগবতী
সিংহপৃষ্ঠে ভগবতী অসুরনাশিনী।
নগরদীপ বন্দে মাতা শচী ঠাকুরাণী।
তার গর্ভে জন্ম নিলে গুণের গৌরাঙ্গ আপনি।
দিনে দিনে দোলে মাতা শচীমাতার কোলে ৩৫
দিনখ্যান করিয়া দিলে নিমাইকে পণ্ডিত পাঠশালে।
লিখিতে না পারে নিমাই পড়িতে যে নারে
ক্রোধিত হয়ে পণ্ডিত ঠাকুর মেলে ছড়ির বাড়ি
কাঁদিতে কাঁদিতে নিমাই চন্দন-তলায় গেল
সুরভুজ মূর্ত্তি ধারণ করে পণ্ডিতকে দেখাল। ৪০
জোড়হস্ত করে পণ্ডিত ভাবেন বিশ্বাস।
না বুঝে মেরেছি প্রভু ক্ষম অপরাধ
ডোর নিলে কপনি নিলে করঙ্গ নিলে হাতে
চলিল শচীর দুলাল কলির জীব তরাইতে।
সভা করে বসল দেখ ভাই চারিজন ৪৫
বামদিকে রাখিল সীতা ডাইনে লক্ষ্মণ।
আটদিন নেব হনু রামেরি চরণ।
রামনাম লেবে পাপী এড়াবে এবার
মরিলে মনুষ্য-জন্ম না হইবে আর।
হরি হরি বল ভাই ঠাকুর জগন্নাথ ৫০
যার নাম লিলে পরে খণ্ডন হবে পাপ।

---

৩৩ নগরদীপ—নবদ্বীপ
৩৬ দিনখ্যান—দিনক্ষণ (শুভক্ষণ নির্ণয় করিয়া)
৪০ সুরভুজ—ষড়্‌ভুজ ৪৩ কপনি—কৌপীন

জগন্নাথ যে মহাপ্রভু শুনিবার কাহিনী
ডানদিকে বলরাম মধ্যে সুভদ্রা ভগিনী।
জগন্নাথের পথ যাত্রী বড় লাগে দুখ
জনম সফল হবে দেখলে চাঁদমুখ। ৫৫

[কলিথা-নিবাসী ত্রিলোকতারিণী চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ]

---

(২৮)

চাষপালা

দেহতে সুখ নাই গৌরী ভিক্ষাতে না যাব
তোমা হতে অন্ন আজ আর ঘরে বসে খাব।
ভাল বুদ্ধি বলেছ হে দেব ত্রিপুরারি
আজ পইলা পাতে যা দেব তাই নাইকো ঘরে দেখি।
কাল ভিক্ষা করিলাম দুর্গা কুচনি নগরে ৫
কি বুঝে বল গৌরী অন্ন নাইকো ঘরে।
হাতেখড়ি নাওনা ঠাকুর নাওনা কেন লেখা
উচিত কথা বলতে গেলে মুখ করো না বেঁকা।
কাল ভিক্ষা করিলেন ঠাকুর ছ পুরুষা চাল
কোন কালকার ধারতে ঠাকুর ধন কুবিরের ধার। ১০
পাঁচপুরুষা দিয়ে তার লেঠা চুকাইলাম
পুরুষা খানেক চাল থাকে অন্ধন করিলাম।
অন্ধন করিয়া তোমাদের তিন বাপবেটাকে দিলাম
তোমাদিগে বেবসিয়ে অন্ন আমি উপবাসী।

---

৫৫ চাঁদমুখ—জগন্নাথদেবের চন্দ্রবদন

৪ পইলা পাতে ইত্যাদি—খাইবার সময় প্রথম যাহা দেওয়া হয় (অর্থাৎ ঘরে অন্ন বা চাউলের সংস্থান নাই) ৭ লেখা—হিসাব ৮ বেঁকা—বাঁকা

৯ পুরুষা—পশুরী—পাঁচসের পরিমাণ মাপ-বিশেষ ১১ লেঠা—ঝঞ্ঝাট, গোলযোগ

১২ অন্ধন—রন্ধন ১৪ বেবসিয়ে—পরিবেষণ করিয়া

চালের লেখা পেলাম দুর্গা কালকের ধন্য কোথায় যায়। ১৫
তিনটি পো ধানের লেখা শুনহে গোঁসাই।
পো খানেকের চিঁড়ে-সন্দেশ খেয়েছে তোমার ছেলে
পো খানেকের ধানের তোমার সিদ্ধির নকুল ভাজা গেল।
পো খানেক ধন্য থাকে মেজেতে পড়িয়া
কার্ত্তিক গণেশের বাহন জলপান করেছে। ২০
ধানের লেখা পেলাম দুর্গা কালকের কড়ি কোথাই
যায়।
তিনটি পণ কড়ির লেখা শুনহে গোঁসাই
দেড় বুড়ি আর ভাঙ্গা ফুটো দেড় বুড়ি তার ভাল।
কড়া দশেকের চিঁড়ে-সন্দেশ মেরেছে তোমার ছেলে
কড়া দশেক কড়ির তোমার সিদ্ধি কেনা গেল। ২৫
কড়া দশেক ক্রোধ করে দিয়িছি টেনে ফেলে।
কড়ার লেখা পেলাম দুর্গা কালকের বড়ি কোথা যায়?
হেই গো মাতা হেই গো পিতা এই কি নাজের কথা
ইন্দুরে খেয়েছে বড়ি কতই দেবো লেখা।
তোমার কালে তোমার মাথায় নাই কেন মাথা। ৩০
ওই কথা শুনে মহাদেব ইন্দুর মারিতে যায়
লুটিয়ে লুটিয়ে ইন্দুর শিবের সদাই ধরে পায়।
বলে মেরো না মেরো না ইন্দুর গণেশেরি ঘোড়া
যার ঘরে ইন্দুর নাই সেই যে লক্ষ্মীছাড়া।
কোলে নিল কার্ত্তিক হাঁটায়ে লম্বোদর ৩৫
ক্রোধ করে যাত্রা করে ধন-কুবিরের ঘর।
কুবিরা দেখিয়ে সেদিন বুদ্ধি করিল
মুটো খানেক ধন্য নিয়ে উঠানে ছড়াইল।

১৬ পো—পোয়া
১৮ নকুল—চাট (মাদক দ্রব্য সেবনের পর যে মুখরোচক খাদ্য ব্যবহৃত হয়)
১৯ কার্ত্তিক গণেশের বাহন—ময়ূর ও মূষিক
২৪ মেরেছে—খেয়েছে

আটাকাটি দিয়ে ধন্য কুড়াইতে লাগিল
বলে কোথাকার যাও দুর্গা কও দেখি বচন। ৪০
বলে ভিক্ষাতে যায় নাই হে আজ দেব ত্রিপুরারি
পরশু খানেক চাল দাও যে উপস রক্ষা করি।
লেবার সময় লাও দুর্গা খাবার সময় খাও
শুধবার বেলা হলে কুন্দলী পাকাও।
ওই কথা শুনে দুর্গা কৈলাসকে গেল। ৪৫
ধ্যান-যজ্ঞে বসে আছেন ভোলা মহেশ্বর।
নির্ব্বোধ বলি তোরে দুর্গা নির্ব্বোধ বলি মোরে
বাড়ীতে আছে সিদ্ধির ঝোলা আন বাহির করে।
তিন কোণ ধরিয়ে মহাদেব এক কোণ ঝাড়িল
মাণিক-মুক্তাতে কত বাখার বেধে দিল। ৫০
দুর্গা বলে ভিক্ষার মায়া ছাড় ঠাকুর চাষে দাও গো মন
চাষ যে দুর্ল্লভ জিনিস এ তিন ভুবন।
ভুঁইএ লাগাও মুগ-মুশুরী পগারে লাগাও কলা
নৈবেদ্য বাড়াবে ঠাকুর ধর্ম্ম-সেবার বেলা।
বয়স হলো বৃদ্ধ আমি গণেশের মা খাটিতে নারি চাষে। ৫৫
কার্ত্তিক-গণেশকে চেয়ে বয়েস তোমার বুড়ো
কার্ত্তিক গণেশ সঙ্গে দেব ঝাড়বে ক্ষেতের হুরো।
চাষ কৃষাণ কর মহাদেব সুখে অন্ন খাবে
বড় বড় মণিলাগ দুয়ারে বসে পাবে।
কোথা পাব হাল জোয়ান লাঙ্গলের ইসে ৬০
চাষের সামগ্রী লইলে চাষ করিব কিসে।
চাষ চাষ ক'রে দুর্গা না কর জঞ্জাল
কোথায় পাব হাল বলদ কোথায় পাব ফাল।
হাতের ত্রিশূল ভাঙ্গ ঠাকুর গড়াও কোদাল-ফাল
আমার বাঘ তোমার বসোয়া মর্ত্ত্যে জোড় হাল। ৬৫

৩৯ আটাকাটি—আঠাযুক্ত কাঠি (পাখী ধরিবার জন্য আঠালিপ্ত কাঠি বা শিক)
৫০ বাখার—ধান্যের মরাই বা গোলা ৫০ পগার—বৃহৎ উঁচু আইল
৫৯ মণিলাগ—মুনির নাগাল অর্থাৎ বড় বড় মুনি তোমার আয়ত্তের মধ্যে আসিবে

শিব বলে বাঘে বসোয়াতে হাল দুর্গা কভু নাইকো
শুনি।
ক্ষুধা-তৃষ্ণাতে বাঘ সেদিন করবে টানাটানি।
বলে হাল যদি জুড়বো দুর্গা বীচন পাব কতি।
বীচনের কারণে তবে ভীম পাঠিয়ে দিছি।
হেদে বলে ভীমরে বাটার তাম্বূল খাবি ৭০
শীঘ্র করে লক্ষ্মীর ঘরে বীচন আনিবি।
একা ছিলেন ভীম সেদিন দ্বিজ আজ্ঞ পেল
লক্ষ্মীর ঘরে যেয়ে ভীম দরশন দিল।
লক্ষ্মী দেখে ভীমকে শুধাইতে লাগিল।
বলে কৈলাস থেকে এলে বাপ ভীম গদাধর ৭৫
কও দেখিনি কেমন আছেন ভোলা মহেশ্বর।
চাষ-কর্ষণ করবে তোমার ভোলা মহেশ্বর
বীচনের কারণে পাঠাইলে তোমারি নগর।
অন্য লোককে ধন্য দিলে ধন্যর বারি পায়
মহেশ্বরকে ধন্য দিলে মূলে চুলে যায়। ৮০
বীচন যদি লিবি ভীম জামিন ঠাওর কর।
পৃথিবী খুঁজে ভীম জামিন নাইকো পেল
চাঁদ-সূরয দুইটী ভাইকে ডাকিয়া আনিল।
চাঁদ-সূরয দুইটী ভেয়ে তোমরা থেক সাক্ষী
শামুক খানেক বীচন ভীমকে দিলাম নাপন করে দি'চি। ৮৫
ক্ষেতে হলে দু'শামুক ভীম দিয়ে যাবেন আমারে।

৬৬ 'বসোয়া'—শিবের বাহন ষণ্ড ৬৮ কতি—কোথায়

৭৯ বারি—বাড়ি বা বৃদ্ধি; ঋণ-স্বরূপ ধান্য দিলে, পরিশোধের সময়, তাহার সুদ-স্বরূপ চতুর্থাংশ বা তদ্রূপ কিছু অতিরিক্ত ধান্য দিবার রীতি প্রচলিত আছে। অনুরূপ উক্তি—

দশতঙ্কার বাড়ি খাইত দেড়বুড়ি জিত।
বারমাস ভরিয়া বছরের খাজনা নিত॥—মাণিকচন্দ্রের গান

৮০ মূলে চুলে—মূল ধান্যই পরিশোধ হয় না বাড়ি পাওয়া ত দূরের কথা

৮১ ঠাওর—ঠাহর বা ঠিক কর, স্থির কর

৮৫ শামুক খানেক—একটি শামুখের খোলায় যে পরিমাণ ধান্য ধরিতে পারে
নাপন করে—পরিমাপ করিয়া দিচি—দিতেছি

বাঁচন যদি লিবি ভীম ভোজন করে যাবি
এই দুটো ধানের লেগে দুজন জামিন লিলি।
পেটে খেতে মাগো আমি জামিন কোথা পাব।
বলে যত খাও তত ভীম পেটে খেতে দিব ৯০
পেটে খাবার দিতে জামিন নাইক নোব।
ওই কথা শুনে ভীম কুদিয়ে বসিল।
নখের টঙ্কারে ভাঙ্গে লোহার পঞ্চবেল
সইসে নিচুড়ে সেদিন গায়ে মাখে তেল।
বাহান্ন পৌটী চাল খেতে বাহান্ন পৌটী ডাল ৯৫
শত হাঁড়া ঘৃত দিলে নব মণ চাল।
সেই সকল সমান ভীমকে নাপন করে দিল
হাঁড়ার কানা ধরে ভীম যমুনাকে গেল।
ভীমকে দেখে যমুনা পলাইতে লাগিল।
পালাইওনা যমুনা হে তুমি আমার দাদা ১০০
কিম্বা তোমার আমি ভাই।
একটু জায়গা দাও যে রসুই করে খাই।
ভীমের গদাতে সেদিন তিউড়ী খেঁচিল
আড়াই নুড়োতে সেদিন পাক নির্ম্মাণ হইল।
হাঁড়ার কানা ধরে সেদিন মাড় গড়াইল ১০৫
ঘাড় জোলা বলে একটা নদী নির্ম্মাণ হল।
ষোল ক্রোশ জুড়ে কলার আঙ্গোট ফেলিল
পর্ব্বত সমান অন্ন সাজাইতে লাগাইল।
গরম অন্নতে ভীম ঘৃত ছিটাইয়া দিল
নুণের ছড়া দিয়ে সেদিন ভোজনে বসিল। ১১০
সেই সকল সামনে ভীমের আড়াই গেরস হল
চৌষট্টী পণ আমের আঁটী চুষে চুষে খেল।

৯২ কুদিয়ে—কুদিয়া, কুর্দ্দন করিয়া বা লম্ফ দিয়া, স্ফূর্ত্তি করিয়া
৯৪ নিচুড়ে—ছিঁড়িয়া ও মর্দ্দিত করিয়া
৯৫ পৌটী—১৬ বিশ পরিমাণ
১০৩ তিউড়ী খেঁচিল—আখা প্রস্তুত করিল
১০৪ নুড়ো—উলু-খড়ের নুড়ো
১০৭ আঙ্গোট—অখণ্ড কদলিপত্র
১১১ গেরস—গ্রাস

নোট ধরে জল খেতে যমুনা শুকাইল
মা দুর্গার বর ছিল যমুনা উথলে উঠিল।
লক্ষ্মী এসে শুধায় বাবার অন্নেতে কুলাইল ১১৫
বলে জলে থলে মাগো আমার পণ পেটী হল।
বলে বীচন বাঁধিয়ে তবে কৈলাসকে গেল
বাঘ-বসোয়াতে হাল মর্ত্তে জুড়ে দিল।
এক চাষ দু'চাষ ভীম তিন চাষ করিল
তিন চাষ করে সেদিন বীচন ছড়াইল। ১২০
জয় হরি শ্রীহরি বলে মই জুড়ে দিল
পূর্ব্বেতে জুড়িয়া মই পশ্চিতে তুলিল।
মই ঝাড়া বলে একটা পর্ব্বত নির্ম্মাণ হল
আদ্যাশক্তি ভগবতী কোন বুদ্ধি করিল। ১২৪

[দ্বারকা-নিবাসী গুণমণি পটুয়ার গান হইতে লিপিবদ্ধ]

(২৯)

শিবের মাছ-ধরা

ব্যাঘ্রছাল আসনে বসিলেন যুগপতি
নারদে ডাকিয়া দুর্গা বলিছে বচন।
অন্য লোকে চাষ ক'রে ঘুরে আসে ঘর
চাষ করতে গেছে আমার ভোলা মহেশ্বর।
উপায় বল নারদ বাছা বুদ্ধি বল মোরে
তোমার মামা ঘরকে আসে কেমন প্রকারে।
নারদ বলে যদি মামী ধরতে পার বাগ্দিনী বরণ
রূপেগুণে মামার সঙ্গে হবে দরশন।

১১৩ নোট—অঞ্জলী
১১৬ পণ পেটী—পৌণে পেট—পেট চতুর্থাংশ অপূর্ণ রহিয়া গেল
১২২ পশ্চিতে—পশ্চিমে

নারদের কথাটি দুর্গার মনেতে লাগিল
স্বর্গের কামিলা বলে ডাকিতে লাগিল। ১০
স্বর্গে ছিলেন কামিলা সেদিন মর্ত্যে আসিল।
হেদে বলি কামিলা বাটার তাম্বূল খাবি
শীঘ্র করে জাল দড়ি নির্ম্মাণ করিবি।
একা ছিলেন কামিলা ঠাকুর দ্বিজ আজ্ঞা পেল
আড়াই দিবসের মধ্যে জাল নির্ম্মাণ হইল। ১৫
ঘন ঘন পাশ ফেলাই গিয়ে লেখা নাই
জালিখানটি নির্ম্মাণ করিলেন কামিলা গোঁসাই।
জাল-দড়ি নির্ম্মাণ করে দুর্গার আগে দিল
জাল-দড়ি দেখে দুর্গা হাস্য-বদন হল।
যাও বাছা কামিলা তোমারে দিলাম বর ২০
মৃত্তিকাতে দেউল দালান দেবতা লোকের ঘর।
দস্ত করে পাড়িলেন দুর্গা নাশের পেটারী
হস্তভরে বার করিলেন সুবর্ণার চিরুনী।
সুবর্ণার চিরুনীখানি নখে আঁজি দিল
ডালঙ্গে মাথার কেশ তেলেতে ভিজাইল। ২৫
কেশগুলি আচুড়ে দুর্গা করেন গোটা গোটা
তার মধ্যে তুলে নিলেন সিন্দূরিয়া ফোঁটা।
আগুরু চন্দন কত তিলক ধরিল
মাণিকমুক্তা সিঁথায় তুলে নিল।
কানে নিল কর্ণ-ভূষণ নিলেন কর্ণ-বালা ৩০
মুখখানিকে সাজালেন মা পূর্ণিমার আলা।
জাল নিলে দড়ি নিলে নিশে দিয়া নড়ি
বিলঙ্গে বাঁধিলেন খোঁপা কাঁকে মৎস্যর হাড়ি।
জয় জয় বলে দুর্গা গমন করিল
স্বরূপপুরের মাঠে গিয়ে দরশন দিল। ৩৫

১০ কামিলা—কারিগর বা শিল্পী
২২ নাশের পেটারী—বেশ-বিন্যাসোপযোগী দ্রব্যাদি রাখিবার পেটরা
৩২ নড়ি—লাঠি ৩৩ কাঁকে—কক্ষে

স্বরূপপুরের মাঠে দুর্গা চতুর্পানে চায়
ধান বই ঘাস মাঠে দেখিতে না পায়।
ধন্য দেখে ধন্যবতী ধন্য ধন্য বলে
বাহবা শিবের চাষ হরের শঙ্করে।
ভাল কৃষক করেছিলেন ভোলা মহেশ্বর ৪০
এতদিন কার্ত্তিক গণেশ সুখে খাবেন ভাত।
কোন ধান ভাঙ্গিব শিবের কোন ধান রাখিব।
গঙ্গাজলি ধান লয়ে ধর্ম্মসেবা করে
এই ধান ভাঙ্গিলে তোর প্রতি কান্ত হবে।
গঙ্গাজলি ধান ভেঙ্গে পাতিলেন অবতার ৪৫
চারিদিকে বাঁধ বেঁধে মধ্যে রাখেন বায়।
এলো জাল ফেললে ঠিকনে দিলেন খুটো
হস্তে টিপনে জল ছেঁচেন মুঠো-মুঠো।
হস্তে জল ছেঁচেন দুর্গা মুখে গীত গায়
জলের ঝপঝপানিতে লক্ষ যোজন ধেয়। ৫০
যেখানে না পায় মৎস্য তুলে মারে বাড়ি
ভাঙ্গে না শিবের ধান ছিঁটে করেন গুঁড়ি।
কাদা পড়িয়া ধন্য ছাড়েন ভুরভুরি।
কাদা পড়িয়া ধন্য জপিয়া খেলেন জল
বসিবার আসন শিবের করে টলমল। ৫৫
শিব বলে দেখরে নারদ মুখেরি বচন
কোন দেবতা ঠেলে দিলে বসিবার আসন।
নিত্যি বসে থাকি আমি রত্নসিংহাসনে
আজ কেন মোর প্রাণ ব্যাকুল করে।
খড়ি নাড়ে খড়ি চাড়ে খড়ি দিলে রেখে ৬০
বাগদীর কন্যা নামে খড়ি হল প্রহর ট্যাক।
আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে রোদে ঝলমল
না জানি কোন ধান ভুঁয়ের মরে গিয়েছে জল।

৫২ ছিঁটে—ছিঁড়িয়া ৬০ খড়ি নাড়ে খড়ি চাড়ে—নাড়া-চাড়া করে

হেদে বলি ভীম রে বাটারি তম্বূল খাবি
শীঘ্র করে ধান ভুঁইএর সংবাদ আনিবি। ৬৫
একা ছিলেন ভীম ক্ষেত্রে সেদিন শিবের আজ্ঞা পেল
শ্বেত ক্ষেত নেতের ধরা বেড় দিয়ে পড়িল
চৌদ্দ মণ লোহার নেপুর পায়ে তুলে নিল।
আশি মণ লোহার গদা বাম কাঁধে চাপাল
সাজন-কোজন করে ভীম যান রোষে রোষে। ৭০
একে একে ছে ফেলেন ভীম বার বারকোশে।
স্বরূপপুরের মাঠে গিয়ে ব্রহ্মডাক ছাড়ে
ভীমের শব্দতে আকাশ পাতাল নড়ে।
তিন কোণ ভিঁড়িয়ে ভীম ঈশান কোণে চায়
দিব্যি বা বাগ্দীর কন্যা দেখিবারে পায়। ৭৫
কোথায় গো রূপের বাগ্দীনী কোথায় তোমার ঘর
ধন্য ভেঙ্গে মৎস্য মার বুকে নাইকো ডর।
মর্ত্ত্যপুরে থাকি আমি স্বর্গপুরে ঘর
আজ মৎস্য ধরতে এলাম শিবের নগর।
পালাবি তো পালা গো রূপের বাগ্দিনী। ৮০
কেড়ে নিব জাল দড়ি নেথিয়ে ভাঙ্গব হাঁড়ি।
ধরে লয়ে যাব তোরে মামার বরাবরি
যতগুলি ধান ভেঙ্গেছে গুণে নিব কড়ি।
দুর্গা বলে জানিরে জানিরে ভীম তোর মামাকে জানি
ডেকে দেরে তোর মামাকে ছিচে দেকরে পানি। ৮৫
শিবের হয়ে কোন্দল করিস আয় বেটা বসো
শিবের হয়ে কস কথা শিব হয় তোর মেসো।
ভীম বলে মেসো নয় ও বাগ্দীনী মামা বটে মোর
তার ভুঁয়ে ধন্য ভাঙ্গ স্বামী হয় কি তোর।
ওই কথা শুনে দুর্গার ব্রহ্ম জ্বলে গেল ৯০
মহা ক্রোধ করে বচন বলিতে লাগিল।

৬৭ নেতের ধরা—সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্র; ধরা = ধড়া = ছোট বস্ত্র ৬৮ নেপুর—নূপুর
৭১ ছে—পদক্ষেপ ৮১ নেথিয়ে—লাথি মারিয়া ৮২ বরাবরি—নিকট

কি বোল বলিলি ভীম আগিয়ে কহ কথা
খোলার চোটেতে তোর কেটে দেব মাথা।
ছোট জাতের মেয়ে পেয়ে গাল পাড়িছ মুখে
অমনি ঠেলে ফেলে দিয়ে দাঁড়াইব বুকে। ৯৫
গর্দ্দানেতে ধরে তোমায় পুতে যাব পাঁকে।
ওই কথা শুনে ভীমের নাহি সরে রা
কলাগাছের মতন তরাসে হালে গা।
দম্ভ করে পড়ল ভীমের পার্ব্বতীয়া চূড়ো
আর দিকে বার কোশ ধান করেছে গুঁড়ো। ১০০
দম্ভ করে পড়ে ভীম দন্তে নিচে কুটো
পরাণে না মার বাগ্দীনী লাথি মার দুটো।
যেই বা বাগ্দীর কন্যা আনমন হইল
হাতের গদা ভূমে ফেলে গুঁড়ি গুঁড়ি পলাইল।
গুঁড়ি গুঁড়ি পালাইতে ভীমের হেঁটোয় গেল ছড় ১০৫
মায়া করে দুর্গা সেদিন বলে ধর ধর।
দড়ে যেয়ে খেলেন ভীম তিন সরোবর
ধ্যান যজ্ঞে বসেছিলেন ভোলা মহেশ্বরী।
চরণে ধরিয়ে ভীম কাঁদেন শ্রীমতী
উপারে ছিল ভীম মামা বুদ্ধি ছিল মোরে ১১০
ভাগ্যে পূর্ণে·বেঁচে এলাম বাগ্দীর কন্যার হাতে।
শিব বলে কেমন রূপের বাগ্দীনী কেমন চরিত
মেয়ে হয়ে পুরুষ বধ শুনি বিপরীত।
ভীম বলে কাল নয় গোর নয় মামা মধুর বরণখানি
দূরে হতে দৃষ্টি করলাম ঘরে যেমন মামী। ১১৫

৯৬ গর্দ্দানেতে—মস্তকে

৯৭ নাহি সারে রা—কথা বাহির হয় না

১০৩ আনমনস্ক—অন্যমন ১০৫ হেঁটোর—হাঁটুতে

১০৭—দড়ে—দৌড়িয়া

খেলেন ভীম তিন সরোবর—পিপাসায় তিন সরোবর জল পান করিল

রৌদ্রতে মিলায় বাগ্দীনী ছেঁয়াতে জুড়াই
মুঠে কাঁকাল পাওয়া যায় কোমরে ভাঙ্গের কেশ।
বাগ্দীনী বলে বাগ্দীনী নয় চৌদ্দ রাজার ঠাট
ধান বাড়িতে হতে বাগ্দীনী বলে কাট কাট।
বাগ্দীনীর গায়ে আছে অষ্ট আভরণ ১২০
বাগ্দীনীকে হরলে পাবে চৌদ্দ রাজার ধন।
হ্যাদে বলি ভীমরে বাটার তম্বূল খাবি
শীঘ্র কোরে মোর বসোয়া সাজোয়া করিবি।
একা ছিলেন ভীম সেদিন শিবের আজ্ঞা পেল
ডোরে ধরে শিবের বসোয়া বাহিরে আনিল। ১২৫
যাবে গো শিবের বসোয়া যাবেন অনেক দূর
চার পায়ে তুলি দিলেন বাজন্ত নূপুর।
রঁয়ে রঁয়ে বেঁধে দিলে মাণিক মুক্তার ঝাড়া
বসোয়াটি দেখতে হলো নয়নেরি তারা।
বসোয়া সাজন্য করি শিবের আগে দিল ১৩০
বসোয়াটি দেখে ঠাকুর হাস্য-বদন হল।
আমার কিছু দে রে ভীম অষ্ট আভরণ
আর ধন দিলে শিবকে ধান ধরিবার নড়ি।
বসোয়ার পৃষ্ঠের উপর তুলে দিলেন গাঁজার ধুকরী
বসোয়ার পৃষ্ঠের উপর তুলে দিলে মাণিক-মুক্তার থলে ১৩৫
পরিধান করিলে শিব ব্যাঘ্র-ছাল।
ভাঙ্গ ধুতুরা খেয়ে ঠাকুর বসোয়ায় চাপিল
শিঙ্গে ডম্বুর নিয়ে তখন ঢুলিতে লাগিল।
জয় জয় বলে ঠাকুর গমন করিলেন
স্বরূপপুরের মাঠে গিয়ে দরশন দিল। ১৪০

১১৬ ছেঁয়াতে—ছায়াতে ১১৭ মুঠে—মুষ্টিতে
১২০ অষ্ট আভরণ—অষ্ট ঐশ্বর্য্য-(অনিমা লঘিমা ইত্যাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য) বা অলঙ্কার
১২৩ সাজোয়া—সজ্জা
১২৮ রঁয়ে রঁয়ে—প্রতি রোমে ১৩০ সাজন্য—সজ্জা করিয়া

স্বরূপপুরের মাঠে ঠাকুর চতুর্পানে চায়
দিব্যি বা বাগ্দীর কন্যা দেখিবারে পায়।
কোথায় গো রূপের বাগ্দীনী, কোথায় তোমার ঘর
ধন্য ভেঙ্গে মৎস্য মার বুকে নাইকো ডর।
দুর্গা বলে সরগপুরে থাকি আমি মত্তপুরে ঘর ১৪৫
আজ মৎস্য ধরতে এলাম তোমারি নগর।
জালমাছ খলিসা ধরি, গোদা যার ব্যাঙ
কাঁকুড়ি না এড়াই তার ভাঙ্গি দশটী ঠ্যাং।
পালাবি তো পালাগো রূপের বাগ্দীনী
আমার ঘরে ভীম আছে দুরন্তর তিনি। ১৫০
দুর্গা বলে জানিহে জানিহে তোমার ভীম যত মরদ
আমার ভয়ে তোমার ভীম পালিয়ে গেল ঘর।
তোমার শিঙ্গা-ডম্বুর কেড়ে নিব তোমাকে কিবা ডর।
ওই কথা শুনে ঠাকুর লজ্জাতে পড়িল
এক পা দুই পা করে পেছুতে লাগিল। ১৫৫
বাবুই ঝাঁটিতে বসোয়া বন্ধন করিল
ত্রিশূল গাদিয়ে শিব শিঙ্গা ডম্বুর থুইল।
মাথার বাসুকী নাগ আদাড়ে ফেলাইল
হাসিয়ে হাসিয়ে বচন বলিতে লাগিল।
বাপ কুল মা কুল তোর শ্বশুর কুল শুনি। ১৬০
দুর্গা বলে শ্বশুরের নামের আমি কি দিব তুলনা
পাঁচটী দেবতা আছেন তারাও একজনা।
বড় ভাসুরের নাম শোন ব্রহ্মা জল-মাঝি

১৪৫ সরগপুরে—স্বর্গপুরে
১৪৭ জালমাছ—চিংড়িমাছ
যার ব্যাং—জাড় (বড়) বেঙ
১৪৮ কাঁকুড়ি না এড়াই—কাঁকড়াও বাদ দিই না
১৫০ দুরন্তর—দুরন্ত ১৫১ মরদ—সাহসী পুরুষ
১৫৬ বাবুই ঝাঁটিতে—বাবুই নির্মিত রজ্জুতে
১৫৮ আদাড়ে—ক্ষুদ্রবন বা জঙ্গল, জঞ্জাল ফেলিবার স্থান

ঘর স্বামীর নাম শোন মহেশ বাগদীয়া
ছেলে দুটীর নাম শোন কার্ত্তিক গণপতি। ১৬৫
শিব বলে ছেলে দুটীর সম্বন্ধে তুমি আমার সই বাগদীনী
তোমার আমি সয়া এলে গেলে বুড়োকে করিতে চেও দয়া।
সই হাতের খোলা পেলে আমি খানিক ছেঁচি।
দুর্গা বলে আমার সঙ্গে জল ছিঁচলে জাতি নাশ হবে।
শিব বলে যে না জাত হও বাগদীনী ওই জাতি হব ১৭০
তোমার রূপে গুণে এ জাতি মজাব।
পৃথিবীর মধ্যে এত নব জাতি ছিল
সকলকে বঞ্চিত করে কি তোমাকেই রূপ দিল।
এক দিককার পাটে তোকে রাজা করে থোব
মাণিক-মুক্তোতে গো বাকার বেঁধে দোব। ১৭৫
ঘরে আছে দুর্গা তোমার দাসী রেখে দিব।
দুর্গা বলেন মাণিক-মুক্তো যা দেবে সকলি পেটে খাব।
অঙ্গুরী দাওনা তোমার নিশানা রাখিব।
শিব বলে অঙ্গুরীটা চাওনা লো রূপের বাগদীনী
বলে বুঝিলাম বুঝিলাম তোমার আনুলো বড়াই। ১৮০
লক্ষ টাকার জয়বণ্ট সঁপতে পারছি আমি
কড়া দশেকের অঙ্গুরী দিতে নারছ তুমি।
ওই কথা শুনে ঠাকুর লজ্জাতে পড়িল
আপনার হাতের অঙ্গুরীটী বাগদীনীকে দিল।
শিব যে জল ছেঁচিবি ওই ডোবার নাই জল ১৮৫
সব নদীর নাম করে মেলেন স্মরণ।
উপায় নদী কোপায় নদী লল্ল দামোদর

১৬৮ খোলা—জল-সেচনের জন্য ভগ্নাংশ মৃন্ময়পাত্র
১৭৫ বাকার—বাখার বা ধান্যের গোলা
দোব—দিব
১৭৮ নিশানা—চিহ্ন
১৮০ আনুলো বড়াই—মিছামিছি বড়াই বা নিরর্থক বাহাদুরী
১৮৭ উপায় নদী ইত্যাদি—এই সব নদীর মধ্যে কয়েকটি নদী বীরভূম জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত

পশ্চিম হতে এলো নদী চিলে ঘাড়মোরা
আর নদী এলেন কত অমলা কমলা।
আর নদী এলেন কত তরঙ্গেরি মাতি ১৯০
মাড়জোলা ভাসিয়ে এল এলেন পদ্মাবতী।
সব নদীর জল দুর্গা খামিক্কে আনিল
বাঁ করের আঙ্গুল কোরে সুলঙ্গ কাটিল
সুলঙ্গে স্থলঙ্গে কোরে জল উঠিতে লাগিল।
খোলা করে জল ছিঁচে কোমরে দিলেন হাত ১৯৫
বুঝিলাম বুঝিলাম ঠাকুর জল ছেঁচিবার সাধ
এই মুখে খাবে ঠাকুর তুমি বাগদীনীর ভাত।
পালাবে তো পালাও ঠাকুর শিঙ্গে ডম্বুর লয়ে
ওই আসছে মহেশ বাগদী ভাঙ্গ ধুতরো খেয়ে।
বার মণ সিদ্ধি খায় তের মণ ভাঙ্গ ২০০
জল ছেঁচিবার নাম করলে সমুদ্রে ধরে টান।
গোটা গোটা বাঁশ টানে তিনটী কাটি সার
আমার কাছে দেখিলে পাঠাবে যমের ঘর।
উঁচুপারা আইল দেখে দুর্গা লাফ দিয়ে চলিল
ধনাগোদার বাপ বলে মিথ্যা ডাক দিল। ২০৫
হাতের খোলা ডোবায় ফেলে ঠাকুর ভুঁয়ে লুকাল।
একবার উঠে একবার বসে ভোলা মহেশ্বর
একলা বাগদীনী বই মনিষ্যি দেখিতে না পায়।
দুর্গা বলে এইখানে থাক ঠাকুর দণ্ডেক বসিয়ে
আমি আসি মা গঙ্গায় স্নান করিবারে। ২১০
স্নান করিতে গিয়ে দুর্গা কুশ পড়ে গেল
আহুবাণ মেরে তারে জীবন দান দিল।
কুশমিটে বাগদী বলে তাই সৃজন হল
জালদড়ি দুর্গা সে দিন তারে সঁপে দিল।

১৯৩ সুলঙ্গ—সুড়ঙ্গ। ২০৬ ভুঁয়ে—ভুমিতে
২০৮ বই—ভিন্ন ২১২ আহুবান—আয়ুর্ব্বাণ

জয় জয় বলে দুর্গা সে দিন কৈলাসেতে গেল ২১৫
এই বেলাতে কই রে নারদ এই বেলাতে কই
তুলে থোরে হাল জোয়াজ তুলে থোরে মই।
তোর বাগ্দী মামা ঘর এল তোর বাগ্দী মামী কই
অঙ্গুরীটী দেখি না হে অঙ্গুলের উপর।
শিব বলে না দিও গাল দুর্গা না দিও গাল ২২০
ভাঙ্গ ধুতরো সিদ্ধিগুলো খেয়েছিলাম কাল।
ভুঁই নিড়াইতে বসেছিলাম বড় ধানের ভুঁয়ে
অঙ্গুরীটী গিয়েছে পড়ে তাও নাইকো মনে।
দুর্গা বলে ইন্দ্রপুরের বাগ্দীনী এসেছিল মৎস্য বেচিবারে
অঙ্গুরীটী বন্ধক দিবে ফিরচে ঘরে ঘরে। ২২৫
অঙ্গুরীটী বন্ধক লেয় না অভাগিনীর ডরে
পুরুষখানেক চাল দিলাম কাহন পাঁচ ছয় কড়ি
চিনে বান্দ রেখেছি হে মাণিক অঙ্গুরী।
অঙ্গুরীটী ফেললে যখন শিবের বরাবরে
অঙ্গুরীটী দেখে ঠাকুর পড়িলেন ফাঁপরে। ২৩০
শিব বলে বাগ্দীনী নয় ওগো দুর্গা অভয়ামঙ্গল
ওই প্রকারে বোঝ তুমি পরপুরুষের মন।
জয় জয় দুর্গা তুমি দিও বর
ধনে পুতে সুখে রাখবেন ভোলা মহেশ্বর। ২৩৪

[দ্বারকা-নিবাসী যতীন চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ]

২২৭ পুরুষ—পসুরী (পাঁচ সের পরিমাণ)

যাঁহারা পট ও পটুয়া-সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিতে চান, তাঁহাদের অবগতির জন্য নিম্নে বর্ত্তমান গ্রন্থকার-লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ ও পুস্তিকার উল্লেখ করা হইল।

প্রবন্ধ-তালিকা

১। বাংলার রসকলা-সম্পদ্ (প্রবাসী—বৈশাখ, ১৩৩৯)

২। The Art of Bengal (Modern Review—May, 1932)

৩। The Indigenous Painters of Bengal (Journal of the Indian Society of Oriental Art—June, 1933)

৪। Indigenous Paintings of Bengal (Roopa-Lekha —No. 12, 1932)

৫। The Tigers' God in Bengal Art (Modern Review—November, 1932)

৬। পটুয়ার প্রাচীন ইতিহাস (বাংলার শক্তি—পৌষ, ১৩৪৫)

৭। পটুয়া-সঙ্গীত (বাংলার শক্তি—চৈত্র, ১৩৪৫)

৮। The Living Traditions of the Folk Arts in Bengal (Indian Art and Letters—Vol. X, No. 1, 1936)

পুস্তিকা-তালিকা

১। Catalogue, Exhibition of Bengal Folk Art (Published by the Indian Society of Oriental Art, Calcutta, 1932)

২। পটুয়া (৬০বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত)

৩। চিত্র-লেখা (৬০ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত)